রক্তের ডাক

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

ডি, এম, লাইব্রেরী

কলিকাতা

প্রকাশক
গোপালদাস মজুমদার
ডি, এম লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ
ভাদ্র ১৩৪৯
মূল্য—এক টাকা চার আনা

রঙমহলে
প্রথম অভিনয়
১২ই জুলাই ১৯৪১

মুদ্রাকর
শ্রীআশুতোষ ভড়
শক্তি প্রেস
২৭।৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বর্ত্তমান বাঙলার—

অত্যুগ্র আধুনিকতা বিলাসী

অভিভাবক ও তরুণ-তরুণীদের হাতে—

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

রক্তের ডাক

সংগঠনকারীগণ

শুভ উদ্বোধন   ১২ই জুলাই ১৯৪১   শনিবার সন্ধ্যা ৬টায়

পরিচালক—	শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রযোজক—	„ যামিনী মিত্র
নাট্যকার—	„ বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
গীতশিল্পী—	„ শৈলেন রায়
সুরশিল্পী—	„ তুলসী লাহিড়ী
নৃত্যশিল্পী—	„ সমর ঘোষ
মঞ্চশিল্পী—	„ সতীন্দ্রনাথ দাস
আবহসঙ্গীত—	„ অমিয় ভট্টাচার্য্য
নৃত্যশিক্ষক—	„ রাজকুমার সেনাধিক ।

—

ভূমিকা

গত বছর যখন শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্য নিকেতনে নিয়মিতরূপে অভিনয় করছিলেন, তখন তাঁরই আদেশক্রমে আমাকে এই নাটকখানি রচনা করতে হয়, এবং তখন এর নাম ছিল "শতাব্দীর প্রেম", পরে নাট্যনিকেতনেই এর নূতন নামকরণ হয় "নবনারী।" আরও কিছুদিন পরে যখন দুর্গা দা নাট্যভারতীতে যোগ দেন, তখন পুনরায় তাঁর আদেশক্রমে বইখানি আমি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র গুহের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নাট্যভারতী কর্ত্তৃপক্ষের কাছে বইটি দিয়ে কিছু টাকা অগ্রিম নিয়ে আসি। এই ঘটনা ঘটে গত বছর পূজার চতুর্থী কি পঞ্চমী তিথিতে। সেই থেকে নাটকখানি নাট্য ভারতীতেই পড়ে ছিল। এবার শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্র ও শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রঙমহলের উদ্বোধন করলেন—তখন সেই 'কিছু টাকা' নাট্যভারতীকে ফেরৎ দিয়ে আমি বইখানি নিয়ে এসে এঁদের হাতে দিই। নাট্যভারতীতে এর যে নূতন নামকরণ হয়েছিল, সেই "রক্তের ডাক" নাম এখানেও বজায় রইল। এই গেল এই নাটকের আনু-পূর্ব্বিক জীবনী। নাট্য নিকেতনে শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র গুহ এবং নাট্য ভারতীতে শ্রীযুক্ত রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য সম্পর্কে অনেকগুলি মূল্যবান suggestion দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্র মহাশয় ব'য়ের বহু স্থান পরিবর্দ্ধন ও নূতন চরিত্র সৃষ্টির ইঙ্গিত দিয়ে এবং শেষ দৃশ্যে রমার সহিত শুভেশের কথোপকথনের একটু অংশ লিখে দিয়ে নাটক

খানিকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছেন। আর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়ের তো কথাই নেই। তাঁরই জন্য তাঁরই আদেশক্রমে লেখা এই নাটক, বহু বাধা, বহু বিঘ্ন এবং বহু প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তাঁর হাতে দিতে পেরে নিজেকে আজ দায়ীত্ব মুক্ত মনে করছি। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সমর ঘোষ এই নাটকে নাচের যে অভিনব পরিকল্পনা করেছেন তারজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি অগ্রজ প্রতিম শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগীকে—যিনি অনুগ্রহ করে নাটকের প্রচ্ছদ চিত্রটি এঁকে দিয়েছেন। গানগুলি লিখেছেন জনপ্রিয় গীত রচয়িতা শ্রীযুক্ত শৈলেন রায়। "চলো চলো রেতকীর চলে চলো" গানখানি রচনা করেছেন প্রিয় বান্ধবী কমলরাণী মিত্র। এঁদেরকেও আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মফঃস্বলের সৌখিন সম্প্রদায়ের জন্য এই নাটকের দৃশ্যগুলি আমি তাঁদের অভিনয় উপযোগী ক'রে সাজিয়েছি। ক্ষেন্তি ও রেবা প্রয়োজন হ'লে একটি লোকের দ্বারাই চলতে পারে। এমন কি তেমন দরকার বোধ করলে ক্ষেন্তি ও রেবা দুটো চরিত্রই বাদ দেওয়া যেতে পারে তাতে মূল নাটকের কোন ক্ষতি হবে না।

পরিশেষে রঙ্গমহলের সংগঠনকারীগণ, অভিনেতা অভিনেত্রীবৃন্দ এবং নেপথ্য-সহায়কগণকে আমার ধন্যবাদ নিবেদন করছি।

১৭, বোসপাড়া লেন
কলিকাতা
২৬শে, শ্রাবণ ১৩৪৮।

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

—রক্তের ডাকে'র চরিত্রাবলী—

শুভেশ চৌধুরী		জমীদার
অবনী		ম্যানেজার
শরত	...	বুলুর স্বামী
গণেশ		গ্রাম্য গেজেট
বিকাশ	...	টাইপিষ্ট
হরিয়া		শুভেশের ভৃত্য
মিঃ ঘোষ		ফিল্ম ডাইরেক্টর
অনাথ সুর		সুর শিল্পী
অমিয়		কবি
পরাণ		শুভেশের প্রজা
রামসিং		দারোয়ান

চাপরাসী, ভৃত্য, মিউজিসিয়ানগণ, গিরিধারী, রিক্সওয়ালা

* *

বিরজা	..	বুলুর শাশুড়ী
বিনি	...	ননদ
বুলু (শতাব্দী)	..	শরতের স্ত্রী
ক্ষেত্তি	..	পাড়ার মেয়ে
মিসেস মজুমদার		
রমা		
রেবা		
নমিতা		

এবং নাচের মেয়েরা রূপলেখা, বেলা, প্রতিভা

রক্তের ডাক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

একটি প্রশস্ত উঠান। মঞ্চের বাঁদিকে প্রকাণ্ড চালাঘর, উঠান হইতে সিঁড়ি দিয়া দাওয়ায় উঠিয়া ঘরে যাওয়া যায়। মঞ্চের পিছনে পাকা দেওয়াল, সেই দেওয়ালের গায়ে দরজা বসানো। বাহির হইতে বাড়ীর ভিতরে এই দরজা দিয়াই প্রবেশ করিতে হয়।

দেখা গেল একটি তরুণী বধূ কাঁখে জলভরা কলসী লইয়া ভিজা কাপড়ে বাহির হইতে উঠানে প্রবেশ করিতেছে। উঠানে প্রবেশ করিয়া ঘরের দাওয়ার দিকে চাহিতেই তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। তরুণী সুন্দরী, বয়স আন্দাজ বছর আঠারো হইবে। পরণে চওড়া লালপাড় সাড়ী, কপালে ও সিঁথিতে সিন্দুর, কলসীর মাথায় ভিজা কাপড় ও গামছা। দাওয়ার উপরে দাঁড়াইয়াছিলেন তার শাশুড়ী। তিনি গম্ভীর মুখে ধীরপদে নীচে নামিয়া আসিলেন। বধূর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে একবার

শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া মাথা নীচু করিল।
সময়—৬টা বাজিয়া কয়েক মিনিট।
অন্ধকার হইতে সামান্য কিছু দেরী আছে।
বধুর নাম শতাব্দী—ডাক নাম বুলু, শাশুড়ীর
নাম বিরজা]

বিরজা। কোথায় যাওয়া হয়েছিল নবাব নন্দিনীর ?

বুলু। ঘাটে গিয়েছিলাম মা।

বিরজা। তা' ঘাটেই কেন থাকলে না বাছা, আমরা চেষ্টা চরিত্তির ক'রে তোমার চিতেটা জ্বালিয়ে দিয়ে আসতাম ?

[বুলু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

তোমারও মরণ নেই বাছা—আর আমাদেরও মরণ নেই। নইলে তোমার মত হতভাগীকে নিয়ে আমাদের ঘর করতে হয় ? শরতের আর আর পক্ষের বৌ ছিল হীরের টুকরো। আমাদেরই পোড়া কপাল, নইলে তারাই বা মারা যাবে কেন—আরএই জমাদারনীই বা আমার ঘরে আসবে কেন ?

বুলু। আপনি শুধু শুধু আমায় বক্‌ছেন মা, আমি ত কোন দোষ করিনি !

বিরজা। একশো বার দোষ করেছিস—হাজার বার দোষ করেছিস ! হারামজাদী, আবার কথার ওপর কথা কয় ! ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব ! ঘাটে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইছিলি ?

বুলু। ঘাটে দাঁড়িয়ে !

বিরজা। হ্যাঁ, ঘাটে দাঁড়িয়ে ! নেকী ! কিছুই যেন বোঝেন না !

গাঁয়ে যে ঢিঢিক্কার পড়ে গেছে! সবাই এতক্ষণ জেনে গেছে যে মুখুয্যেদের শরতের বৌ ঘাটে দাঁড়িয়ে একজন সায়েবের সঙ্গে হেসে হেসে কথা কইছিল! ছি ছি ছি ছি!

বুলু। সায়েব! ও! না মা, সে সায়েব নয়! উনি আমাদের গাঁয়ের জমিদার শ্রীকান্ত কাকার ছেলে—শুভদা। ওঁরা তো এখন আমাদের গাঁয়ে আর থাকেন না, কোলকাতায় থাকেন। শ্রীকান্ত কাকা মারা গেছেন—শুভদাই এখন আমাদের জমিদার। (কলসি মাটিতে রাখিল)।

বিরজা। তা' তোমাদের গাঁ তো দেড় কোশ দূরে বাছা! সেখান থেকে আমাদের পুকুর পাড়ে কি তিনি প্রজার সঙ্গে দেখা করতে এয়েছিলেন?

বুলু। না। উনি শীকার করতে করতে এদিকে এসে পড়েছিলেন। হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল তাই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমায় জিগ্যেস করছিলেন—কোথায় বিয়ে হয়েছে, উনি কী করেন—সেই সব কথা!

বিরজা। উনি শীকার করতে এয়েছিলেন! আ-আমার পোড়া কপাল! আমি বলি আর কিছু। ওলো বিনি!

নেপথ্যে বিনি। কী মা?

বিরজা। শুনে যা একটা মজার কথা।

[বিনির প্রবেশ। সে বুলুর ননদ —বিবাহিতা]

বিনি। কী মা?

বিরজা। তোদের বউ রাণীর কথাটা একবার শোন্। শুনে আমি

হেসে মরি মা! বলে কিনা পোড়ার মুখো সায়েব এসেছিল শীকার করতে।

বিনি। কাকে শীকার করতে মা? বৌদিকে নাকি?

বিরজা। কী জানি মা! তোরা সব আজকালকার মেয়ে—তোরাই ভাল বুঝিস! শুদিয়ে দেখ একবার,—আমি যাই সন্ধ্যেটা দেখিয়ে আসি।

(মৃদু হাসিয়া প্রস্থান)

বিনি। কী হয়েছিল বৌদি? সাহেব এসেছিল কেন?

বুলু। (জলভরা চোখ তুলিয়া) সাহেব নয় ঠাকুরঝি, উনি আমাদের জমিদার। উনি আমার চাইতে পাঁচ ছ বছরের বড়, আমরা খেলার সাথী ছিলাম।

বিনি। তা খেলতে এসেছিলেন বুঝি?

বুলু। তোমাদের কথা আমি ঠিক বুঝতে পারিনে ঠাক্‌রঝি। হয়ত আমারই বুদ্ধি কম। কিন্তু এমন ভাবে মানুষের মনে ঘা দিয়ে তোমরা কথা কও ঠাকুরঝি—চোখে আপনি জল এসে পড়ে। খেলতে আসবেন কেন? উনি পাখী শীকার করতে করতে এদিকে এসে পড়েছিলেন,—আমার সঙ্গে দেখা হতেই দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা ক'য়ে গেলেন।

বিনি। ও! তা বাড়ীতে নিয়ে এলে না কেন? একটু জল কি ঘোল খাইয়ে দিতাম!

বুলু। তোমার কাছে আমি হার মানছি ঠাক্‌রঝি। তোমার সঙ্গে কথায় আমি পারবো না। আমি চল্লাম।

[কলসিটি মাটি হইতে তুলিয়া লইল]

বিনি। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই যাও। ভিজে কাপড়ে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকো না। কোমরে জল বসবে! শেষকালে একটা অসুখ বিসুখ করলে আবার আমার দাদাকেই ভুগতে হবে তো? সায়েবের চিকিচ্ছে আর কজনের ভাগ্যে জোটে বলো! আমাদের কপালে সেই মড়া কাব্যরতন কেষ্ট কোব্‌রেজ!

[বুলু চলিয়া যাইতে ছিল, এই কথা শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিনির দিকে চাহিল। তারপর একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল]

বিনি। ছুঁড়ীর রূপের দেমাকে যেন মাটিতে আর পা পড়ে না! বলি রূপ কি আমাদের নেই গা? কিন্তু কই দেমাক তো কখনো করতে পারলাম না?

[দাওয়া হইতে বিরজা নামিয়া আসিলেন]

বরজা। কে দেমাক করতে পারলে না রে বিনি?

বিনি। এই আমাদের কথা বলছি মা! বলি, রূপ তো আমাদেরও আছে, কিন্তু তোমার বৌয়ের মত কখনো দেমাক করতে পারলাম না।

বিরজা। ও হারামজাদীর কথা বাদ দে! ওর রূপ যা আছে তার চাইতে দেখাতে চায় বেশী। তা কী কথা হ'ল? পোড়ারমুখো সায়েব কী করতে এসেছিল?

বিনি। সায়েব কোথা মা? বন্ধু-বন্ধু—তোমাদের বধূমাতা ঠাকুরাণীর বন্ধু সে! অনেকদিন পরে দেশে এসেছেন কিনা, তাই খেলুড়ীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

বিরজা। মবণ আর কি! তাই বলে পুকুর ঘাটে কি অমনি ক'রে আলাপ করে নাকি? গাঁয়ে যে আর কাণ পাতা যাচ্ছে না।

বিনি। তা কী করবে বল মা! লেখাপড়া জানা বৌ ঘরে এনেছ, এখন তাব আচার ব্যাভারে রাগ করলে চলবে কেন? সহরের মেয়েরা সায়েবের হাত ধরে বেড়াতে যায়, এতো তবু ঘাটে দাঁড়িয়ে একটু কথা কয়েছে। তাতে এমন কী দোষ হয়েছে?

বিরজা। কী দোষ হয়েছে, একটু পরেই ওকে বুঝিয়ে দেব। আসুক শরৎ!

বিনি। না না বাপু! তোমার বৌ যা রাগী, শেষকালে হয়ত একটা কাণ্ড ক'রে বসবে,—হয়ত বাড়ী থেকে বেরিয়েই যাবে।

বিবজা। তাই যাক্ না হতভাগী—বাঁচি তা হ'লে! আমার হাড়ে বাতাস লাগে। এমন ভাবে বুকের উপব বসে কুলে কালি দেওযার চাইতে বেরিয়ে যাওয়া যে অনেক ভাল।

[গণেশ চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ। তিনি গ্রাম সম্পর্কে সকলেরই খুড়া। সকলের সহিতই মেলামেশা করেন। গেজেট বিশেষ। বয়স আন্দাজ ষাট, মাথায় একটি পরিপক্ক টাক]

গণেশ! বিনোদবালা কইগো!

বিনি। এই যে খুড়ো। আসুন। (টুল দিল)

গণেশ। (বসিয়া) খবর সব ভাল তো? তিন চারদিন আসতে

পারিনি, তোমার খুড়ীমার তো আবার বারো মাসে তের পার্ব্বণ কিনা, দেহে রোগ লেগেই আছে। আজকে একটু ভাল আছেন তাই ভাবলাম—যাই একবার শরতের খবরটা নিয়ে আসি।

বিনি। বেশ করেছেন খুড়ো। খুড়ীমার অসুখটা কী ?

গণেশ। অসুখটা যে কী—সে তিনিই জানেন, আর জানেন যে বিধাতা ওঁকে সৃষ্টি করেছিলেন—তিনি। আমরা শুধু দেখতে পাই মাথাধরা, বুকব্যথা, অম্বল, চোখে কম দেখা ইত্যাদি। আর বলিস কেন মা, জ্বালাতন হ'য়ে গেলাম।

বিনি। গিন্নীর পড়ে থাকলে কি আর সংসার চলে ?

গণেশ। রাম বলো ! তবু যা হোক ছেলের বৌটা আছে, তাই এখনো দুবেলা দুটি খেতে পাচ্ছি। তা' সেও তো ছেলে মানুষ। সেই বা কত খাটবে ?

বিনি। তাতো বটেই। আপনি বসুন খুড়ো—আমি তামাক সেজে আনছি। [প্রস্থান]

গণেশ। তামাক—তা আন, একটু তামাক সেজে। শরতের সঙ্গে একটু দরকার ছিল—সে বাড়ীতে নেই ! বৌঠান্ !

বিরজা। না ঠাকুরপো—সে এখনও ফেরেনি।

গণেশ। তা বেশ। শরতের বউ কেমন আছে ?

বিরজা। আছে ভালই।

গণেশ। হ্যাঁ—ভালই থাকা দরকার। যদিও দিনকাল ভাল নয় বলে ভাল থাকা যাচ্ছে না। তা—কী সব শুনছিলাম হরিদের নাটমন্দিরে—যে বৌ নাকি ঘাটে গিয়ে কোন সায়েবের হাত ধরে কাঁদছিল !

বিরজা। সায়েবের হাত ধরে কাঁদছিল! কই, তাতো জানিনে ঠাকুর পো। তবে যে শুনলাম—ওর ছেলেবেলার বন্ধু, শীকার করতে করতে এদিকে এসে পড়েছিল, ওকে দেখে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলে চলে যায়!

গণেশ। হেঁ হেঁ, তোমার বয়সই হয়েছে বৌঠান্, বুদ্ধি এখনও হয়নি। আরে রাম বল, এসব হ'ল গিয়ে আজকালকার মেয়ের খেল্—একি তোমার আমার ব্যাপার যে, সবাইকে জানিয়ে শুনিয়ে দুটো মনের কথা কইলাম? আমরা সব সেকালের মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, ওসব ঢাক্‌ঢাক্ গুড়্ গুড়্ বিদ্যে তো আমাদের জানা নেই, তাই সব জিনিষই আমরা বেশ সরল ভাবে নিয়ে থাকি। ছেলে বেলার বন্ধু! ছেলে বেলার বন্ধু দেখা করবার আর জায়গা পেলে না? বেছে বেছে পুকুর ঘাটে!

বিরজা। ওরে আমার মা। ওইটুকু মেয়ে—ওর পেটে পেটে এত! তা' আমি কী ক'রে জানব বল ঠাকুরপো! বৌ গিয়েছিল পুকুর ঘাটে, বোসেদের বীণা এসে খবর দিলে যে বৌ নাকি কোন সায়েবের সঙ্গে কথা কইছে। বৌ বাড়ী আসতেই জিগ্যেস করলাম—বললে ছেলেবেলার বন্ধু। তোমার কাছে মিথ্যে বলবো না ঠাকুরপো—একটু বকেও ছিলাম। বৌ কাঁদতে লাগলো। জানই তো আমার কী রকম সরল মন, চোখের জল দেখে গলে গেলাম। এর মধ্যে এত! আচ্ছা আসুক আজ শরত বাড়ীতে।

গণেশ। হ্যাঁ, শরত বাড়ীতে এলে তাকে আমার নাম ক'রে বোলো

যে এসব ভাল নয়। বৌ মানুষ, বৌয়ের মত থাকবে, তা না হ'লে গাঁয়ে নিন্দে রটবে, আর আমাদেরও তো মনে কর তোমরা আপন জন, আমরাই বা সহ্য করবো কেন ?

[বুলু আসিয়া দরজার আড়ালে দাঁড়াইল। গণেশ চক্রবর্ত্তী সেইদিকে একবার চাহিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন]

গণেশ। শরতের বিয়ে যখনই ওখানে দিলে বৌঠান, তখনি বুঝেছিলাম এই রকম কিছু একটা ব্যাপার ঘটবেই। ওর বাপটাকে তো জানি, সারাটা জীবন খেষ্টানী মতে কাটিয়ে শেষকালে গ্রামে এসে পূজোআচ্চা স্থরু ক'রে দিলে। মেয়েকে ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়েছে, জুতো পায় দিতে শিখিয়েছে। তোমাদের ভয়ে এখানে ও জুজু হ'য়ে থাকে বৈত নয়। ওযে সায়েবের হাত ধরে কাঁদবে, এ আর বেশী কথা কি ?

বিরজা। আমি কি করবো বল তো ঠাকুরপো, আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে। আমার অকলঙ্ক কুলে কালী দিলে হারামজাদী ! আসুক আজকে শরৎ।

গণেশ। হ্যাঁ, শরৎ এলে ওকে একটু শাসন ক'রে দিও। বৌকে শাসনে না রাখলে বৌ বিগড়ে যায়, এ হ'ল গিয়ে শাস্ত্রের কথা। জানোই তো "গাছের শত্রু লতা আর বৌয়ের শত্রু কথা"।

(বিনির হুঁকা হাতে প্রবেশ)

বিনি। নিন খুড়ো তামাক খান।

গণেশ। দে। দেখ দেখি, এই সব হ'ল গিয়ে মেয়ে—যাদের নাম করলে দিন ভাল যায়। আহা-হা!

বিরজা। কার সঙ্গে কার তুলনা করছো ঠাকুর পো? বিনি আর বৌ? ওর পায়ের যুগ্যি হ'লে বৌকে আমরা মাথায় ক'রে রাখতাম।

গণেশ। সে কথা কি একবার—একশো বার। যাক্ আমি তা হ'লে উঠি। ওই কথাটাই শরতকে বলতে এসেছিলাম। আর সব সহ্য হয়, ঘরের বৌয়ের কেলেঙ্কারী তো সহ্য হয় না। (উঠিয়া) আজ যাত্রা শুনতে যাবে না বিনোদবালা?

বিনি। হ্যাঁ। মেলায় আজ সব চাইতে ভাল যাত্রা, আজ শুনতে যাবো না কী? সেই জন্যেই তো দুপুরবেলায় রান্না বান্না ক'রে রাখা হয়েছে, দাদা বাড়ীতে এলেই খাওয়া দাওয়া সেরে আগে গিয়ে জায়গা নেব। মাও যাবে।

গণেশ। বেশ—বেশ। বৌ যাবে নাকি?

বিনি। না।

গণেশ। হ্যাঁ সেই ভাল। বৌ মানুষ—ওসব ভীড়ের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। শেষকালে বললে হয়ত খারাপ শোনাবে—বলি মানুষটিতো সুবিধের নন, বিদেশী লোক-জনও যথেষ্ট এসেছে—হয়ত সরেই পড়লো—বুঝলে না? কাজেই ও হাঙ্গাম কোরো না। ও যেন বাড়ীতেই থাকে।

বিনি। সে আমি ঠিক ক'রে রেখেছি। লেখাপড়া কম শিখলে কি হবে? বুদ্ধি কি আমার ওর চাইতে কম? দাদা, আমি আর মা যাত্রা শুনতে যাবো। বাড়ীতে বৌদি

থাকবে, আর মুখুয্যেদের ক্ষেত্তি যাত্রা শুনতে যাবে না—সে বৌদির কাছে থাকবে।

গণেশ। বেশ—বেশ! এতো তা' হলে ভাল ব্যবস্থাই হয়েছে। বিনোদবালা আমার বোকা হ'লে কি হয়—বুদ্ধি খুব। আচ্ছা চলি তা'হলে। ওখানে দেখা হবে।

(গণেশ চক্রবর্ত্তীর প্রস্থান)

[গণেশ চক্রবর্ত্তী চলিয়া যাইতেই বুলু সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল। তারপর যেখানে বিরজা ও বিনি দাঁড়াইয়াছিল সেখানে আসিয়া ডাকিল]

বুলু। মা!

বিরজা। যাও—যাও বাছা আ'র সোহাগ বাড়াতে হবে না। আবার আদিখ্যেতা ক'রে ডাকতে এসেছেন 'মা'! আমার কুলে কালি দিয়ে, গ্রামের মধ্যে আমার উঁচু মাথা হেঁট ক'রে দিয়ে—এখন 'মা' ডাকতে এসেছেন।

বুলু। আমি কী দোষ করেছি—আমায় বলে দিন মা, ভবিষ্যতে আমি আর কখনো সে কাজ করবো না। কিন্তু এমন ক'রে আমায় বাক্যযন্ত্রণা দেবেন না।

বিরজা। কী বললি হারামজাদী? আমি তোকে বাক্যিযন্ত্রনা দিয়েছি? তুই যে দশের মাঝে আমার মুখ পুড়িয়ে দিয়ে এলি, তাতে কোন দোষ হ'ল না; দোষ হ'ল গিয়ে বাক্যি যন্তন্নার! আমি হেন শাশুড়ী তাই তোকে কিছু বলিনি—অন্য কেউ হ'লে এতক্ষণ তোর মাথা মুড়িয়ে

ঘোল ঢেলে গাঁয়ের বার ক'রে দিয়ে আসতো। আমার যেমন পোড়া কপাল! (চোখে আঁচল দিল)

[শরতের প্রবেশ। বয়স প্রায় ৪০ হইবে। সে বাহির হইতে প্রচুর পরিমাণে গঞ্জিকা সেবন করিয়া আসিয়াছে]

শরত। কী হয়েছে? কাঁদছো কেন মা?

বিরজা। আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে বাবা, আমি আর সহ্য করতে পারছিনে। আমার হাড়মাস কালী হ'য়ে গেল। সাধ ক'রে আমি তোর বিয়ে দিয়েছিলাম—আমার সে সাধে ছাই পড়েছে, আর আমি থাকতে চাই না। আমাকে কালই তুই কাশী পাঠিয়ে দে।

[চোখে আঁচল দিয়া প্রস্থান]

শরৎ। কী হয়েছে? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে। বল্‌না রে বিনি—কী হয়েছে?

বিনি। আমি আর কী বলবো দাদা, তোমার ওই রূপসী বৌকেই জিগ্যেস কর। মাকে মিছি মিছি এখানে রেখে এই বুড়ো বয়সে বৌকে দিয়ে অপমান করিয়ে লাভ কী?

শরত। বৌ মাকে অপমান করেছে? সেকি! কেন?

বিনি। কেন, তা উনিই ভাল বলতে পারবেন। পুকুর ঘাটে গা ধুতে গিয়ে এক সাহেবের হাত ধরে কাঁদছিলেন, পাড়ার লোক তাই দেখে মাকে বলে গেছে, গণেশ খুড়োও সেই কথা মাকে বলতে এসেছিলেন। মা সেই কথা ওঁকে বলতে গিয়ে অপমান হয়েছেন। আমি আর কিছু

জানিনা বাপু। মাকে তুমি কাশী পাঠিয়ে দাও, আমিও কাল শ্বশুর বাড়ীতে চলে যাবো।

(প্রস্থান)

[বুলু সামান্য ঘোমটা টানিয়া ভীত মুখে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। শরত সেই দিকে আগাইয়া আসিল]

শরত। আজকাল বুঝি এই সব হচ্ছে? লুকিয়ে পুকুর ঘাটে সাহেবের সঙ্গে দেখা শোনা। চালাকি পেয়েছ না?

বুলু। আমি সকলকেই বলেছি সে সাহেব নয়—সে আমার ছেলেবেলাব বন্ধু—শুভদা।

শরত। তোর শুভদার নিকুচি করেছে। আজ জুতিয়ে আমি তোর মুখ ছিঁড়ে দেব। (খালিপায়ে হাত দিল) বল্ সে কে?

বুলু। আমিত আগেই বলেছি।

শবত। তুই মিথ্যে কথা বলেছিস্।

বুলু। আমি মিথ্যে কথা বলিনা।

শরত। আলবাৎ মিথ্যে কথা বলিস! তুই মিথ্যে কথা বলিস— তোর বাবা মিথ্যে কথা বলে।

বুলু। এমন ভাষায় তোমরা গালাগালি দাও-যে ভুলে যেতে হয় বামুনের ঘরে আমার বিয়ে হয়েছে।

শরত। তার মানে? তাব মানে আমরা বামুন নই—আমরা চাষা? চাষাই যদি—তবে তোর বাপ আমার হাঁটু ধরে মেয়ে দিয়েছিল কেন?

বুলু। তার কারণ, আমরা গরীব। তার কারণ আমার

বাবা বাতে পঙ্গু। তিনি নিজেই দুবেলা খেতে পান না—আমাকে খাওয়াবেন কী ক'রে। লোকের কাছে শুনেছিলেন তোমাদের জমি জায়গা আছে—দুবেলা আমি খেতে পাব—এই ভরসায় এখানে বিয়ে দিয়ে ছিলেন।

শরৎ। ও। বড় বড় বাত ঠিক আছে!

বুলু। আমি—

শরৎ। চোপ্। (চড় মারিল) আর একটা কথা কইলে আমি তোকে কেটে দুখানা ক'রে ফেলবো। তোমার আগে যাঁরা এসেছিলেন—তাঁদেরও সেই পথে যেতে হয়েছে। বুঝেছ?

(বিনি ছুটিয়া আসিল)

বিনি। ও দাদা! থাক্—থাক্ আর মেরো না। হাজার হোক ছেলেমানুষ। একটা দোষ ক'রে ফেলেছে। (ধরিল)

শরৎ। না ছেড়ে দে,—আমি ওকে আজ খুন ক'রে ফেলবো।

বিনি। ছি ছি—ছেলেমানুষি করোনা দাদা। লোকে শুনলে বলবে কী? চলো-তুমি ভেতরে চলো।

শরৎ। না। আমার মাকে অপমান করে এতবড় আস্পদ্দা ওর?

বুলু। আমি মাকে অপমান করিনি।

শরৎ। আবার!

বিনি। আর তোমাকেও বলি বৌদি, পরিবার দোষ করলে স্বামী একটু আধটু মেরেই থাকে; তাই বলে কি তার সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করতে হয়? বলিহারী যাই তোমার গোঁকে, —ধন্যি শিক্ষে বাবা!

[বিরজার প্রবেশ]

বিরজা। শিক্ষে বলে শিক্ষে—একেবারে বিবি বানিয়ে ছেড়েছে! ওর বাপ হারামজাদা কি কম বজ্জাত? এখন যদি একবার পাই—তো ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিই। (বুলুর চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল) আবার ঢং ক'রে মায়া কান্না কাঁদতে বসেছেন। গা জ্বলে যায়!

শরৎ। (বুলুকে লক্ষ্য করিয়া) মনে থাকে যেন। আমার মাকে যে অপমান করবে সে ব্যাটা ভগবান হলেও আমি তাকে ধরে ঠ্যাঙাবো। তুইতো কোন ছার!

বিরজা। ওর তাই হ'ল উচিত শাস্তি! যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। মা গো মা! ঐটুকু মেয়ে, হারামজাদীর সাহসটা একবার দেখ! পুকুরঘাটে গিয়ে কিনা সাহেবের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আলাপ ক'রে এলো! তা এলি—এলি,—সত্যি কথা বল্! না তাও বলবোনা! আমরা এ কাজ করলে কর্ত্তারা আমাদের জ্যান্ত গায়ের ছাল তুলে ফেলতো!

বিনি। তাহ'লে পুকুরঘাট থেকে আর ফিরে আসতে হতোনা। বুঝলে? ওইখানেই জলের মধ্যে হুঁ—হুঁ।

শরৎ। তোমাদের আমলে সতীত্বের কী রকম তেজ ছিল, সে কথাটা একবার মনে কর দেখো মা? বাড়ীতে কাক বসতে ভয় পেতো। একবার আমার তখন আট ন বছর বয়েস,—বুঝলি বিনি? একদিন তুপুর বেলা একটা পাখী এসে বড় বিরক্ত করতে লাগলো। মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যেই না কটমট ক'রে তার দিকে চেয়েছে—

অমনি দেখতে দেখতে পাখীটা তক্ষুণি একদম পুড়ে সাফ হয়ে গেল।

বিনি। বল কি দাদা—পুড়ে গেল ?

শরৎ। হ্যাঁ। পুড়ে গেল বলে গেল—একদম ছাই হ'য়ে গেল, সে ছাইও বাড়ীর ত্রিসীমানায় রইলো না—বাতাসে উড়ে গেল। সতীত্ব বলে কথা—একি ইয়াকি নাকি ?

বিনি। উঃ। দেখমা-দেখমা—আমার গায়ে কীরকম কাঁটা দিয়েছে ! দেখমা !

বিরজা। তুই হ'লি সতীলক্ষ্মী, তোরগায়ে কাঁটা দেবে নাতো-ওই হতভাগীর গায়ে দেবে। সতীত্বের মর্ম্ম ও বোঝে কিছু ?

শরৎ। আমার বাড়ীতে থাকতে হ'লে সে সব বুঝতে হবে ? সীতা. সাবিত্রী, বেহুলা, আমার মা, এদের মত সতী হতে হবে। নইলে লাথি মেরে দেবো বাড়ী থেকে দূর ক'রে।

বিনি। থাক দাদা আর বোলোনা। দেখছোনা, বৌয়েব তোমার 'আগ্' হয়েছে !

শরৎ। মারের চোটে রাগ ফাগ্ সব মাথায় উঠে যাবে। শুনে যাচ্ছি—শুনে যাচ্ছি—শুনে যাচ্ছি—যেদিন ধরবো—সে দিন আর রক্ষে নেই। রেগে গেলে আমাকে থামানো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও ক্ষ্যামতা নেই। বুঝলি ? (বুলুকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া) বুঝলি কিছু ? চুপ ক'রে আছিস কেন—জবাব দে না ? (মাথায় ধাক্কা মারিতেই বুলু মাটিতে পড়িয়া গেল এবং তাহার কপাল কাটিয়া গেল কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে উঠিয়া দাঁড়াইল)

বিনি। ধন্যি ক্ষ্যামতা বাবা ! (হাত জোড় করিয়া নমস্কার

করিল) দাদা এত ক'রে যে বললো—তবু কি একটা জবাব দিলো ?

বিরজা। জবাব কি এমনি দেবে? কালামুখীর (ঠোনা মারিল) মুখ দিয়ে রক্ত উঠলে তবে জবাব দেবে।

শরৎ। বল্‌না ! আর করবি এমন কাজ ?

বিনি। আর বলেছে ! একটা নোড়া দিয়ে ওর দাঁত কটা ভেঙ্গে দাও দাদা, তবে যদি কথা কয় !

বিরজা। এত বড ওর তেজ ! (চুলের মুঠি ধরিয়া ক্রমাগত ঠোনা আর কিল মারিতে মারিতে) বল্—বল্ হারামজাদি বল্ —আর তেজ দেখাবি ? দেখাবি আর তেজ ?

বিনি। বল্‌না শতেকখোয়ারী (দুম করিয়া পিঠে কিল মারিল) জবাব দেনা !

[ক্ষেস্তির প্রবেশ। সে আসিয়া হতভম্ব হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কহিল।]

ক্ষেন্তি। একি মাসীমা ! বিনিদি ! তোমরা বৌদিকে মারছো ?

বিরজা। থাক্ বাছা—তোমাকে আর ওকালতী করতে হবে না। তুমি নিজের চরখায় তেল দাওগে যাও !

ক্ষেন্তি। শরৎদা তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব দেখছো ?

শরত। দেখছিই তো ! দোষ করেছে—তার জন্যে মার খেতে হবেনা ? আমিই তো আগে মেরেছি ! তুই দোষ করলে তোর মা তোকে মারে না ?

ক্ষেন্তি। সেই মার আর এই মার কি এক হলো ? ছি-ছি-ছি ঘরের বৌ—লোকে শুনলে বলবে কী ?

বিনি। আহা-হা! সেই ভয়েতো আর আমাদের ঘুম হচ্ছে না! তুমি এখন বাড়ী যাও। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তোমাকে আর দরদ দেখাতে হবে না!

ক্ষেন্তি। তা যাচ্ছি; তোমাকেও বলি বিনিদি—তোমার কি একটু লজ্জা নেই? ঘরের বৌয়ের চরিত্তির ভাল করবার জন্যে ঠ্যাঙাচ্ছো—কিন্তু তোমাকে তোমার শ্বশুর শাশুড়ী তাড়িয়ে দিয়েছে কেন? তোমার মত সতীলক্ষ্মী বৌ থাকতে তোমার স্বামী আবার বিয়ে করেছে কেন?

বিনি। দ্যাখো মা—দ্যাখো। ভালো হবেনা বলছি। এবার কিন্তু আমি মুখ ছোটাবো মা!

বিরজা। ক্ষেন্তি! তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? বলবো তবে তোদের ঘরের কীর্ত্তি কাহিনী? শুনবি?

শরত। আঃ! যেতে দাওনা-মা—সেই সব বাজে কথা। আগে নিজের ঘর সামলাও—পরে দেখা যাবে। এই ক্ষেন্তি বাড়ী যা!

ক্ষেন্তি। যাচ্ছি। যাবার আগে তোমাকে একটা কথা বলে যাই বৌদি—এখনও কি এদের নিয়ে ঘর করবার সখ আছে তোমার? অত লেখাপড়া শিখেছিলে কি এইভাবে উঠোনে দাঁড়িয়ে মার খাবার জন্যে? পোড়া কপাল তোমার। আমি হ'লে কবে আত্মহত্যা করতাম!

[ক্ষেন্তি চলিয়া গেল।]

বিরজা। হারামজাদী আবার তুই ঢুকিস্ এসে আমার বাড়ীতে। পা ভেঙ্গে দেবো।

বিনি। ওরই সঙ্গে তো এই মাগীর দিনরাত কথাবার্ত্তা। রাত-

দিন গুজুর গুজুর ফুস্থর ফুস্থর ক'রে মতলব দিচ্ছে। শুনি নাকি লেখাপড়া শিখতে আসেন। আবার এলে ঝাঁটার বাড়ি দিয়ে দূর করে দেবো। (বুলুকে দেখাইয়া) এদিকে মজা দেখেছো মা! এখনও কথা কয়নি!

বিরজা। মরুক্ ও হারামজাদী, আমি সত্যনারাণের সিন্নি দেবো।

শরত। থাক্ দাঁড়িয়ে। চল্ বিনি! আমায় ভাত দিবি! যা মার আজ দেওয়া হয়েছে—যদি লজ্জা থাকে, তাহ'লে আর কোনদিন এমন কাজ করবেনা। দেখি দু একদিন—তারপরে ওষুধতো আমার হাতেই আছে—ভাবনা কি! চল্!

বিনি। চলো। খেয়ে দেয়ে আমরা গান শুনতে যাবো, একবারে মড়ার মত ঘুমিয়োনা যেন—বুঝলে?

[আর একবার ঠোনা মারিয়া তিনজনে ভিতরে চলিয়া যাইতেই—বুলু দাওয়া হইতে কলসিটি লইয়া দ্রুতপদে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

পুকুর ঘাট। অন্ধকার বনশ্রেণীর মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। সামনেই পুকুর ঘাটের চাতাল। দুই পাশে সিমেণ্ট করা বেঞ্চি। দূরে জ্যোৎস্নার আলোতে পুকুরের অপর পাড়ের ঢালু পাড়ি দেখা যাইতেছে। দুইটি সিমেণ্ট করা বেঞ্চির মধ্যস্থিত বাঁধানো স্থানটুকুতে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। ইহার নীচেই পুকুরে নামিবার সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে।

একটু পরেই দেখা গেল কলসী লইয়া বুলু সেই চাতালের উপর আসিয়া দাঁড়াইল, তারপর চারিদিক চাহিয়া লইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল, এবং একটু পরেই কালো স্যুট পরিহিত আর একটি লোক প্রায় ছুটিয়া সেই সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ, আরও একটু পরে বুলুকে লইয়া স্যুটপরা ভদ্রলোক সিড়ি দিয়া উঠিয়া আসিলেন, এবং বাঁধানো স্থানটুকুর উপর দাঁড়াইলেন, চাঁদের আলো তাহাদের মুখে পড়িল।

বুলু। তোমার পায়ে পড়ি শুভদা, আমায় তুমি ছেড়ে দাও,— আমি মরবো।

শুভেশ। একটুও বাহাদুরী নেই বুলু! মরতে একদিন হবেই। অতএব সেই ঠিক-করা দিনেই মরা ভাল নয় কি?

বুলু। না। এ জীবনের ওপর আর আমার লোভ নেই শুভদা, আমায় তুমি ছেড়ে দাও।

শুভেশ। তোমার জীবনের ওপর তোমার লোভ না থাকতে পারে, কিন্তু আমার লোভ আছে।

বুলু। তোমার লোভ!

শুভেশ। হ্যাঁ আমার লোভ! কথাটাকে অশিক্ষিতা মেয়ের মত খারাপ ভাবে নিও না বুলু। স্মৃতিচিহ্ন মানুষ ধ্বংস করে না। এমন কোন একটা তুচ্ছ বস্তুকে সে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখে—যার মধ্যে তার অতীতের কোন স্মৃতি আছে।

বুলু। আমার মধ্যে তোমার কী স্মৃতি রয়েছে শুভদা?

শুভেশ। তোমার মধ্যে রয়েছে আমার বাল্যজীবনের স্মৃতি। তোমাকে দেখলেই আমার মনে পড়ে—লুকিয়ে আম চুরী করা, সকালে শিউলি কুড়ানো, বিকেলে বর-বৌ খেলা। তোমার ওই হাসি,—ওই হাসিটুকু দেখবার জন্যে মনে পড়ে কতদিন স্কুল পালিয়ে তোমাদের বাড়ীতে এসে সকলের চোখ এড়িয়ে তোমাকে চুরী ক'রে নিয়ে গেছি নতুন পুকুরের বাগানে মৌচাক থেকে মধু আনবার জন্য। মনে পড়ে?

বুলু। পড়ে শুভদা।

শুভেশ। তোমার ওপর আমার চিরকালের অধিকার। আজও সেই অধিকারের জোরেই আমি তোমাকে মরতে দেবো না।

বুলু। কিসের লোভে আমি বাঁচব শুভদা?

শুভেশ। বাঁচবার লোভে বাঁচবে। মৃত্যুর মধ্যে আছে অন্ধকার, জীবনের মধ্যে আছে আলো। সেই আলোকে তুমি স্বেচ্ছায় কেন নিজের চোখ থেকে মুছে দিতে চাইছো? তোমার এই মৃত্যু তোমার মুখে মাখিয়ে দেবে পরাজয়েব আর কলঙ্কের কালি, জয়গান করবে বর্ব্বরতার। তা হয় না বুলু। আমি যখন আজ এখানে উপস্থিত আছি, তখন আমি তা কিছুতেই ঘটতে দেবো না।

বুলু। আমাকে কেন বাঁচাতে চাইছো শুভদা—আমার আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। আমি ফুরিয়ে গেছি। আজ তুমি এ গ্রামে আছো, কাল তুমি এখান থেকে সহরে ফিরে যাবে, তখন আমার কি হবে বলতো? তখন যে এই মরতে না পারার লজ্জা ফাঁস হ'য়ে আমার গলায় এঁটে বসবে!

শুভেশ। কিছু মনে কোরোনা বুলু, আজ তোমায় আমি রূপক দিয়ে একটা কথা বোঝাবার চেষ্টা করবো। কিন্তু তার আগে আর একটা কথা বলে নিই। আজ সন্ধ্যায় তোমাকে এই বিজন পল্লীগ্রামের পুকুর ঘাটে দেখে, পূর্ব্ব স্মৃতিতে আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। অনেক আগে আমার বাড়ী ফিরে যাবার কথা। তা সত্ত্বেও ওই বট গাছটার নীচে চুপ করে বসে অপেক্ষা করছিলাম, যে হয়ত তুমি আর একবার জল নিতে পুকুর ঘাটে আসবে, হয়ত কোন একটা তুচ্ছ কারণে তুমি আর একবার এদিক দিয়ে ঘুরে যাবে। তোমাকে আর একবার দেখে

তবে বাড়ী যাব—এই ছিল আমার ইচ্ছা। আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।

বুলু। আমার জীবনে আর কোন সাধ নেই শুভদা। তোমার পায়ে পড়ি তুমি বাড়ী চলে যাও—আমাকে যেতে দাও আমার নিজের পথে। লেখাপড়া আমি শিখেছিলাম, বাবার অতি দারিদ্র্যে আমার সেই শিক্ষা কোন মর্য্যাদা পায়নি। মাথা পেতে মেনে নিয়েছিলাম সমাজের বিধান। আমার উঁচু মাথা আজ মিথ্যে কলঙ্কে ধূলোতে মিশিয়ে গেছে। শাশুড়ী, ননদ, রোজই মারে—সে আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু যা কখনও আশা করিনি, আজ তাই হয়েছে, আমার স্বামী আমাকে মেরেছেন।

শুভেশ। মেরেছেন!

বুলু। হ্যাঁ। এই ঘাটে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা কয়েছিলাম বলে আজ আমাকে মারও খেতে হ'ল, এইটেই শুধু বাকী ছিল শুভদা—(ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল)।

শুভেশ। এরপর যদিও কোন কথাই আমার বলা চলেনা, তবু একটা কথা বলবো?

বুলু। বলো।

শুভেশ। গ্রীষ্মের দিনে আমাদের এই পৃথিবীকে দেখেছ? শুষ্ক, শীর্ণ, রুক্ষ, আশা নেই, ভরসা নেই, আনন্দ নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই—প্রচণ্ড রৌদ্রে সব পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেছে; কিন্তু যেই আকাশে দেখা দিল বর্ষার নবঘন রেখা, পটভূমিকার হলো পরিবর্ত্তন,—দেখতে দেখতে আনন্দে আর আশায় সে মুঞ্জরিত হয়ে উঠলো। মাঠে মাঠে জাগিয়ে

তুললো মানুষের অন্নভাণ্ডার—গাছে গাছে নবীন কিশলয়। সেই আমাদের অতি বৃদ্ধা প্রাচীনা পৃথিবী দেখতে দেখতে হ'য়ে গেল সুন্দরী—শ্যামা—নবযৌবনা। লক্ষ্য ক'রে দেখেছ কোনদিন ?

বুলু। হ্যাঁ।

শুভেশ। নারী হচ্ছে সেই পৃথিবী। তোমার আজকের পট-ভূমিকায় যে লাঞ্ছনা, যে বর্ব্বরতা, যে নিরাশার ইতিহাস—পটভূমিকা পরিবর্ত্তন করো বুলু—দেখতে পাবে তোমারই জীবনের মধ্যে আছে মানুষের আশার আশ্রয়, প্রেমের সঞ্চয়, কল্যাণের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

বুলু। আমি বুঝতে পারছিনে শুভদা, কী তুমি বলতে চাইছো ?

শুভেশ। আমি বলতে চাইছি, চলো আমার সঙ্গে কোলকাতায়; সহরের সভ্যতার মাঝখানে নিজেকে যেদিন প্রতিষ্ঠা করবে, সেদিন বুঝতে পারবে কেন শুভদা তোমাকে মৃত্যু থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এসেছিল।

বুলু। তোমার কথা শুনে আমার আশা হচ্ছে শুভদা। আমার মনে হচ্ছে হয়ত আমি এত হেয় নই—হয়ত আমারও সামান্য কিছু দাম আছে। চলো আমি যাব তোমার সঙ্গে।

শুভেশ। অবশ্য যাবার আগে তোমায় একটা কথা বলা আমি দরকার মনে করছি বুলু। মেয়েদের উপকার আমি কখনো করি না। আমার জীবন-চরিতের মধ্যে ভুলেও কোনদিন মেয়েদের কোন উপকার করেছি এমন

ভালকথা কোথাও লেখা থাকবে না। সহরে গিয়ে আমার পূর্ণ পরিচয় যেদিন তুমি পাবে—সেদিন হয়ত আমাকে তোমার দানব বলে মনে হবে।

বুলু। তা হোক—তোমাকে আমি চিনি। আর যে কোন মেয়েরই তুমি ক্ষতি করো, আমার ক্ষতি তুমি কোনদিন করতে পারবে না।

শুভেশ। তর্ক ক'রে তোমার বিশ্বাস আমি ভাঙতে চাইনে বুলু। বেশ, তাই হোক। পুকুর ঘাটে থাক্ পড়ে তোমার কলসী, তোমার আত্মহত্যার জলন্ত সাক্ষীর মত। আজ থেকে গ্রাম্য মেয়ে বুলুর মৃত্যু হ'ল। কোলকাতায় আমরা যাকে খুঁজে পাবো, তার নাম শতাব্দী—বুলু নয়—কেমন?

বুলু। তাই হবে।

শুভেশ। চলো। পেছনে চেয়োনা, যে বন্ধু হাত ধরে সামনে নিয়ে যায়—তাকেই বিশ্বাস করো; পেছনে দাঁড়িয়ে যে হাতছানি দেয়—সে তোমার শত্রু, সে চায় তোমাকে ঘরের বাঁধনে—অবিচার-অত্যাচারের বাঁধনে বেঁধে নিষ্পেষিত করতে। তার দিকে ফিরে চেওনা—চলে এসো।

[বুলুর হাত ধরিয়া দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেই প্রথম অঙ্কের পরিসমাপ্তি ঘটিল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[মিসেস মজুমদারের সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। মিসেস মজুমদার, পিনাকী ঘোষ, রমা, রেবা ও শতাব্দী বসিয়া আছে। পাশের ঘর হইতে নৃত্যের শব্দ ও সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে।

পিনাকী। Let's start ! প্রথমে কী আছে ?

মজুমদার। প্রথমে হচ্ছে রমা I mean মাধবিকার গান। চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে—

পিনাকী। আহা ! চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে—মাধবিকা বসে আছে তাব একলা ঘরে—তার প্রিয়তম চলে গেছে দূরে অতিদূরে—বিষণ্ণা রমার কণ্ঠ থেকে জেগে উঠলো শাশ্বত কালের বিরহ গীতিকা !

রমার গান

মেঘ বাতায়নে ওই বাঁকা চাঁদ হেসে চায়
কোন ফুল জাগে বল মায়াময় জোছনায়
আকাশ মাটিযে সাধে
মাটি যে আকাশে বাঁধে
দূরে নয় চাঁদ মোর পাশে সে যে
আঁখি দিয়ে আঁখি ছায়।
ছিল গান ছিল ফুল
ভরিয়া এনেছি ডালি,
নামহারা প্রেম গোপন যে ধূপ
আজিকে দিয়েছি জ্বালি।

হৃদয় জয়ের তীরে
তোমারে পেয়েছি ফিরে
মনের ভুবনে এল ফাল্গুনী
শোন শোন পাখী গায়।

[শুভেশ প্রবেশ করিল। মিসেস মজুমদার বলিলেন।]

মজুমদার। তোমরা ওঘরে গিয়ে রিহারস্থাল দাও।

(মেয়েরা চলিয়া গেল।)

মজুমদার। নমস্কার—নমস্কার! এ কদিন আসেননি কেন?

শুভেশ। একটু ব্যস্ত ছিলাম। আপনার সেইটে—

(একখানি খাম বাহির করিয়া দিল)

মজুমদার। ও! (লইয়া) তাড়াতাড়ি ছিল না।

শুভেশ। তাহোক। ছ মাসের একসঙ্গে আছে।

মজুমদার। আচ্ছা। বসুন মিঃ ঘোষ। আপনাদের পরস্পরের আলাপ নেই বুঝি?

শুভেশ। না।

মজুমদার। ইনি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত ডাইরেক্টর মিঃ পিনাকী ঘোষ, আর ইনি—

পিনাকী। আমি ওঁকে চিনি। কোলকাতা সহরে বাস করি, অথচ ওর মতো একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিকে চিনিনে—এতো হ'তে পারে না। প্রতিদিনকার খবরের কাগজে ওঁর কিছু না কিছু দানের কথা আছেই।

মজুমদার। জানেন শুভেশবাবু—বাংলার ছায়া-ছবিতে এর মত ডাইরেক্টর আর নেই। একখানা ক'রে নতুন ছবি আসে আর চারটে ক'রে লোক খুন হয়।

শুভেশ। কেন ?

মজুমদার। টিকিট কাটতে গিয়ে !

শুভেশ। ও !

মজুমদার। আর ডাইরেকসন সম্বন্ধে কী জ্ঞান ! যা কেউ করেনি—করতে পারেনা, উনি তাই করেন। এখন যেন কি ছবিটা তুলছেন মিঃ ঘোষ।

পিনাকী। রোমিও রামী।

শুভেশ। রোমিও-রামী ? ব্যাপারটা কী ?

পিনাকী। রোমিও-জুলিয়েট থেকে নিয়েছি রোমিও আর চণ্ডীদাস থেকে নিয়েছি রামী। এই দুটোকে এক ক'রে দেব। সেক্সপীরিয়ান ষ্টাইলের ডায়ালগ আর বৈষ্ণব পদাবলীর গান !

শুভেশ। বাঃ !

মজুমদার। হ্যাঁ। ওঁর সঙ্গে যতই আলাপ করবেন, ততই মুগ্ধ হ'য়ে যাবেন। আচ্ছা আমাদের নাটকে প্রথম নাচটার first two rows তো মণিপুরী। কিন্তু Third row--

মিঃ ঘোষ। কত্থা। একেবারে perfect ইংরেজী নাচ।

মজুমদার। মিলবে ?

মিঃ ঘোষ। মিলবে মিসেস মজুমদার মিলবে। ইংরেজের সঙ্গে বাঙ্গালীর মিলন হবে নাচতে নাচতে। এই নাচের মধ্যেই আছে বিশ্বপ্রেরণা। এর মধ্যে জাতিভেদ নেই, ধর্ম্মভেদ নেই, স্ত্রীপুরুষ ভেদ নেই। দেখুন না শ্রীচৈতন্য নাচলেন—যবন হরিদাসও নাচলো. তাই দেখে গোঁয়ার

জগাই মাধাইয়ের পাও চঞ্চল হয়ে উঠলো। (চোখ মুছিলেন) আমি এই নাচের লীলা বুঝেছি মিসেস মজুমদার—আমি বুঝেছি।

শুভেশ। তা আপনি কাঁদছেন কেন!

মিঃ ঘোষ। ভাবে—শুভেশবাবু ভাবে। সমস্ত বাঙালী যেদিন আমার মতো কাঁদবে আর নাচবে—সেদিন বাংলা দেশে আর কোন সমস্যা থাকবে না!

মিঃ মজুমদার। বইটাতে কি আরও নাচ আছে?

মিঃ ঘোষ। আছে। তাতেও দেখবেন কী কাণ্ডটা আমি করেছি। শিবতাণ্ডবের সঙ্গে মিশিয়েছি ফক্সট্রট—বেহুলার সঙ্গে হুলা-হুলা; জল নৃত্যের সঙ্গে মিশিয়েছি বল্ নৃত্য। আর মণিপুরীর সঙ্গে রুম্বা।

শুভেশ। নতুনত্ব হবে বটে।

মিঃ ঘোষ। না হলে উপায় নেই, শুভেশবাবু নতুনত্ব না হ'লে আর উপায় নেই। আমরা কোথায় বলুন তো! (চোখ মুছিলেন) আমাদের সব গেছে, বাকী আছে শুধু নাচবার ক্ষমতা—তাও কি থাকবে না? প্রতীচ্যকে এমনভাবে প্রাচ্যের সঙ্গে মেশাতে হবে, যাতে আমাদের কুঁড়ে ঘরে, আমাদের সঙ্গে এক থালায় তারা কাঁটা চাম্‌চে দিয়ে ডাঁটা চচ্চড়ি খেয়ে গেলেও ভিন্নজাত বলে টের পাওয়া যাবে না। আচ্ছা আপনারা বসুন। আমি ওদিকটা একবার দেখে আসি।

(প্রস্থান)

(হঠাৎ নেপথ্য হইতে বাজনার সঙ্গে মেয়েদের মিলিত হাসির ধ্বনি ভাসিয়া আসিল)

শুভেশ। কী ব্যাপার ?

মজুমদার। ও! এ কদিন আসেননি বলে আপনাকে বলাই হয়নি! শতাব্দীর কলেজের মেয়েরা মিলে ফার্ষ্ট এম্পায়ারে একটা চ্যারিটি শো করছে, তাতে নাচগান আর ছোট্ট একটা প্লেলেটও থাকবে। তারই রিহারশ্যাল চলছে। মিঃ ঘোষ ডাইরেক্ট করবেন।

শুভেশ। শতাব্দীও কি প্লে করছে নাকি ?

মজুমদার। হ্যাঁ। অর্গানাইজারদের মধ্যে আমি একজন। কাজেই আমার বোনঝি Play করবেনা এটা খুব খারাপ দেখাবে। যদিও আমি প্রথমতঃ শতাব্দীকে ষ্টেজে নামবার অনুমতি দিইনি, কিন্তু যখনি মেয়েরা এসে আমাকে ধরে পড়লো, শুধু তাই নয়—তারা বললে শতাব্দী তাদের মধ্যে best, তখন চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমাকে অনুমতি দিতেই হ'ল! অবিশ্যি এই একবার, আর অনুমতি ওকে আমি দেবনা।

শুভেশ। না-না মিসেস্ মজুমদার। আমার মত না নিয়ে এই অনুমতি দেওয়া আপনার পক্ষে ভাল হয়নি। এসব আমি একেবারেই পছন্দ করিনে।

মজুমদার। আমি অতটা ভেবে দেখিনি শুভেশবাবু। আচ্ছা, ভবিষ্যতে যাতে আর না হয়—তার ব্যবস্থা করবো।

শুভেশ। না না ব্যবস্থা করা করি নয়। আপনি এখনই ওটা বন্ধ করে দিন। শতাব্দী প্লে করতে পাবে না।

মজুমদার। কিন্তু সেটা কি ভাল দেখাবে শুভেশবাবু? অনেক সব respectable society girls রয়েছে,—তাদের বাপ

যাওতো আপত্তি করেননি। তাছাড়া এটা একটা noble cause—

শুভেশ। না না মিসেস্ মজুমদার—থিয়েটার করার মতো noble cause এ শতাব্দীকে লাগাবেন না। ওকে এখন লেখা পড়া শিখতে হবে।

মজুমদার। আমার দিকটা আপনাকে একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি শুভেশবাবু। আমি তাদের কথা দিয়েছি— শতাব্দী প্লে করবে। আজ যদি আমি বলি যে শতাব্দী প্লে করতে পারবে না—সেটা কি আমার সম্মানের পক্ষে একটু ক্ষতিকর হবে না? তা ছাড়া শতাব্দী যে রকম উৎসাহের সঙ্গে rehearsal দিচ্ছে—সেই বা মনে কী ভাববে?

শুভেশ। তার মনে ভাবার ওপর কিছু নির্ভর করছে না মিসেস্ মজুমদার। তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার ভার আমি নিচ্ছি। আপনি শুধু নিজের দিকটা দেখুন।

মজুমদার। আচ্ছা, আপনি যখন বলছেন তখন আমি নিশ্চয় বারণ ক'রে দেবো। —But please don't make me small before the society.

শুভেশ। শতাব্দীকে একবার দয়া ক'রে পাঠিয়ে দিন।

মজুমদার। আচ্ছা।

[মিসেস মজুমদার চলিয়া গেলে একটু পরে ব্যস্ত ভাবে শতাব্দী প্রবেশ করিল]

শতাব্দী। শুভদা! আমায় কিছু বলবে?

শুভেশ। হ্যাঁ।

শতাব্দী। কী বলবে চট্‌পট্‌ বলো, আমার দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।

শুভেশ। তুমি নাকি থিয়েটার করছো ?

শতাব্দী। হ্যাঁ। কেন, মাসীমাই তো আমাকে অনুমতি দিয়েছেন !

শুভেশ। মাসীমা অনুমতি দিতে পারেন, কারণ তোমাকে এখানে রাখা ছাড়া তাঁর আর কোন দায়ীত্ব নেই ! কিন্তু আমার তো তা নয়।

[শতাব্দী কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।]

শতাব্দী। তুমি কি আমায় প্লে করতে বারণ করছো ?

শুভেশ। হ্যাঁ।

শতাব্দী। কেন ?

শুভেশ। কারণ এই সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে এখন মাতামাতি করলে তোমার চলবে না। সেদিনকার পুকুর ঘাটের কথা এত শীগ্‌গির ভুলে যেও না বুলু ! মনে ক'রে দেখো সেদিন কী প্রতিজ্ঞা ক'রে তুমি আমার সঙ্গে চলে এসেছিলে ! শিক্ষার মধ্য দিয়ে নিজের জীবনকে সার্থক করে তুলবে, এই কি তোমার ইচ্ছে ছিল না ?

শতাব্দী। সে ইচ্ছে তো আমার আজও আছে শুভদা।

শুভেশ। আজ আছে। কিন্তু এই ভাবে থিয়েটার সিনেমা নিয়ে মাতলে—কাল সে ইচ্ছে তোমার থাকবে না।

শতাব্দী। তোমার কথার ওপর আমার কথা কওয়া উচিত নয়। কিন্তু একটা কথা জিগ্যেস করবো ?

শুভেশ। করো।

শতাব্দী। যারা আমার উপর ভরসা করে আমাকে main role

দিয়েছে, যারা আমার উপর আশা ক'রে আছে, পরশু প্লে, তাদের আমি কী বলবো ?

শুভেশ। বলবে অভিভাবকের মত নেই।

শতাব্দী। অভিভাবক মানে তো মাসীমা? তিনি তো মত দিয়েছেন। তিনিই তো একজন অর্গানাইজার।

শুভেশ। তোমাকে তা নিয়ে ভাবতে হবে না। মিসেস্ মজুমদারকে আমি যা বলবার বলে দিয়েছি।

শতাব্দী। মাসিমা কথা দিয়ে Retract করবেন ?

শুভেশ। তুমি দুঃখিত হয়ো না বুলু তোমার মঙ্গলের জন্য আমাকে এ ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।

শতাব্দী। তা হবে ; কিন্তু এর পর আমি এদের কাছে মুখ দেখাব কি করে ?

শুভেশ। তুমি এখানে থাকতে না চাও আমি তোমাকে অন্য জায়গায় রেখে দেব। তোমার নিজের ঠাকুর চাকর দরওয়ান থাকবে। I am sure now you can take care of your ownself.

শতাব্দী। তাই কর শুভদা তাই কর,—এ ব্যাপারের পর আর আমি এখানে থাকতে পারবো না।

শুভেশ। বেশ—আমি আজই তোমার বাড়ী ঠিক করে দেব। মিসেস্ মজুমদারের সঙ্গে দেখা করে আমি এখন যাচ্ছি—কাল আসবো। [ভিতরের দিকে প্রস্থান]

(পিনাকী প্রবেশ করিলেন।)

পিনাকী। উনি বুঝি আপনাকে play করতে বারণ ক'রে গেলেন ? (শতাব্দী মাথা নাড়িল) Sad ! আপনার ট্যালেন্টের

তুলনা হয় না, যতই দেখছি ততই স্তম্ভিত হ'য়ে যাচ্ছি। আপনার মত পাঁচ সাতটি মেয়ে পেলে আমি এদেশের film industry-তে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারি !

শতাব্দী। কেমন ক'রে ?

পিনাকী। আপনাদের মত শিক্ষিতা ভদ্র মেয়েদের দিয়ে ছবি তুলে। এই সব so-called lady artists নিয়ে আমাদের যে কী Difficulty পোয়াতে হয় শতাব্দী দেবী—তা যদি আপনি জানতেন ! একটা ভাল কথা উচ্চারণ করাতে জীবনান্ত। এদেশের চিত্র ব্যবসায় সম্বন্ধে আমাব অনেক ভাল ভাল dreams আছে। আসবেন আপনি ? বলবো মিসেস মজুমদারকে ?

শতাব্দী। আজকেই বলবার দরকার নেই। ভেবে চিন্তে দেখা যাক্ না !

পিনাকী। বেশ। বলছেন যখন, দেখবেন ভেবে চিন্তে। কিন্তু ভেবে চিন্তে দেখবার কিছু নেই বলেই আমার বিশ্বাস। আপনার লেখাপড়া শেখাটা—কিছু মনে করবেন না, যদি উপার্জ্জনের জন্য হয় তা হ'লে আমি আপনাকে advice করবো—আমার লাইনে আসতে। কেন না এর prospect, এর সম্মান, আর এর উপার্জ্জনের তুলনা হয় না—বিশেষ ক'রে আপনার মত মেয়ের। একখানা ছবি—মাত্র একখানা ছবি তোলার পরই দেখবেন যে আপনি ভারতবর্ষের অভিনেত্রীদের মধ্যে সকলের ওপরে।

[শতাব্দী চুপ)

আমি আপনাকে tempt করছি না শতাব্দী দেবী। This is my humble suggestion.

শতাব্দী। আপনার কথা মত কাজ করতে পারলে আমি খুসী হতাম মিঃ ঘোষ। কিন্তু তা হবার নয়। প্রথমতঃ মাসীমা এতে মত দেবেন না। দ্বিতীয়তঃ—না, মিঃ ঘোষ, আমার অভিনেত্রী হবার অধিকার নেই।

পিনাকী। আচ্ছা আপনি ভেবে দেখবেন তো! তারপরে না হয়—নাই হবে। এখন তবে আমি যাই, ওদের শেখাইগে!

শতাব্দী। আচ্ছা। (পিনাকী চলিয়া গেল)

[শতাব্দীও কান্না ছলছল মুখে ভিতরে চলিয়া গেল]

[প্রবেশ করিলেন মিসেস মজুমদার ও শুভেশ]

মজুমদার। শতাব্দী রাগ করেনি তো?

শুভেশ। না, রাগ করবার মেয়ে সে নয়। তবে হয়ত একটু দুঃখিত হয়েছে।

মজুমদার। আমি ভাবছি—

শুভেশ। না না এসব বিষয়ে strict না হলে চলে না। আজ উৎসাহ পেলে কাল ওকে control করা যাবে না।

মজুমদার। তাতো বটেই।

শুভেশ। অতএব দুঃখিত যদি হয়—হোক। সংসারে ওর আরও বড় কাজ রয়েছে। তার জন্যে ওকে এসব তুচ্ছ বিষয়-গুলো sacrifice করতে হবে।

[নমিতার প্রবেশ। সুন্দরী শিক্ষিতা, তরুণী। সে শুভেশকে দেখিয়া থমকিয়া

দাঁড়াইল। শুভেশ একদৃষ্টে তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল]

নমিতা। মাসীমা!

মিসেস। এসো নমিতা!

নমিতা। আমাব একটু কাজ রয়েছে। রিহারস্যাল দিতে পারবো না—সেই কথাটা বলতে এলাম।

মিসেস। বেশ তো, তাতে কী হয়েছে? কাল আসছো তো?

নমিতা। হ্যাঁ। কাল নিশ্চয় আসছি।

শুভেশ। ইনি কে মিসেস্ মজুমদার? আমাদের অপরিচয়ের অন্ধকারটা দূর করে দিন।

মিসেস। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়! এস নমিতা, এঁর সঙ্গে তোমার পবিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন মিঃ শুভেশ চৌধুবী,—প্রকাণ্ড জমিদার, কোলকাতাব একজন মহা গণ্যমান্য ব্যক্তি, নাম শুনেছো নিশ্চয?

নমিতা। হ্যাঁ।

মিসেস। (শুভেশকে) আর ইনি হচ্ছেন নমিতা সান্যাল। বেশ ভাল অভিনয় করতে পারেন আর গান গাইতে পাবেন।

শুভেশ। ও! ভারী খুসী হলাম।

নমিতা। আচ্ছা, আপনিই তো অবনীগঞ্জ গার্লস্ স্কুলে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছেন—না?

শুভেশ। হ্যাঁ।

মিসেস। ওঁর পক্ষে সেটা কিছুই না। জানো নমিতা? এই রকম প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য দান অনেক আছে ওঁর।

শুভেশ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের গুণগান শুনতে আমার ভাল

লাগেনা মিসেস মজুমদার। আমি চলি। আপনি কোথায় যাবেন ?

নমিতা। আমি ? সাউথে।

শুভেশ আমিও ঐদিকেও যাবো—আপনাকে একটা lift দিতে পারি। Of course if you don't mind.

নমিতা। Oh, no—no—তাহ'লে তো বেশ ভালই হয়। যাব মাসীমা ?

মিসেস। Sure. একথায় জিগ্যেস করবার কী আছে ? উনি বলছেন !

শুভেশ আসুন—আসুন।

[শুভেশ নমিতা চলিয়া গেল যাইবার সময় মিসেস মজুমদারের সহিত শুভেশের দৃষ্টি বিনিময় হইল। তাহারা চলিয়া গেলে মিসেস মজুমদার নিজের মনেই একটু হাসিলেন]

[শতাব্দী প্রবেশ করিল]

শতাব্দী। মাসীমা !

মিসেস মজুমদার। I am sorry my darling ! শুভেশবাবুর ইচ্ছে নয় যে তুমি থিয়েটার করো। আমি একথার উপর কোন কথা কইতে পারিনে।

শতাব্দী। তা জানি মাসীমা। কিন্তু আমি আমার বন্ধুদের কাছে আজ ছোট হ'য়ে গেলাম।

মজুমদার। শুভেশবাবু তোমার যে উপকার করেছেন সেই কথা মনে রাখলে এই দুঃখটাকে স্বীকার ক'রে নিতে তোমার বাধবে না।

শতাব্দী। শুভদা আমাকে রক্ষা করেছেন—সে কথা আমি ভুলবো না মাসীমা, কিন্তু তাই বলে কি আমার নিজের, কোন স্বাধীনতা থাকবে না ?

মজুমদার। সেকথা আলোচনা করবার এখন সময় নয়—শতাব্দী। আমি শুধু এই কথাই তোমাকে বলবে া,শুভেশবাবুর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তুমি যেও না।

শতাব্দী। আচ্ছা।

[মিসেস মজুমদারের প্রস্থান)

(রমা, ও রেবা প্রবেশ করিল)

রমা। শুভেশবাবু কি তোর কাছে এসেছিলেন ?

শতাব্দী। না।

রমা। তবে কি তিনি মাসীমার কাছে এসেছিলেন ?

শতাব্দী। হ্যাঁ।

রমা। শুভেশবাবুব সঙ্গে তোর আলাপ নেই ?

শতাব্দী। মানে ?

বমা। মানে শুভেশবাবুব মতন একজন স্বনামধন্য ব্যক্তির সঙ্গে তোর আলাপ আছে কিনা—তাই জানতে চাইছি।

শতাব্দী। না—হ্যাঁ, আমার সঙ্গে আলাপ আছে।

রমা। সবে আলাপ হয়েছে, না আগে থেকেই আলাপ ছিল ?

শতাব্দী। তোমাদের কথার মানে আমি কিছু বুঝতে পারছিনে।

রমা। হিব্রুতে কথা কইছি না ?

[হাসিয়া উঠিল। শতাব্দী অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল]

রেবা। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) নমিতা গেল !

শতাব্দী। নমিতা কোথায় গেল ?

রমা। কোথায় গেল তা কে জানে ? তবে নমিতা গেল—মানে শুভেশবাবুর সঙ্গে গেল।

শতাব্দী। তোমাদের কথার মধ্যে আজ যেন একটা বিশেষ ইঙ্গিত আছে বলে মনে হচ্ছে। সেইটে কী দয়া করে আমায় বলবে ?

রমা। তুই জানিসনে ?

শতাব্দী। না।

রমা। সত্যি বলছিস ?

শতাব্দী। Sincerely বলছি—আমি কিছু জানিনে।

রমা। আচ্ছা—শুভেশবাবুর সঙ্গে প্রথম যেদিন তোর আলাপ হয়, সেদিন উনি তোকে কী বলেছিলেন ? নিশ্চয় তোর রূপের প্রশংসা করেছিলেন। মানে—এই এই ধরাধামে তুই-ই যে একমাত্র সুন্দরী—একথা বলেননি ?

শতাব্দী। যদি তাই বলে থাকেন তাতে—কি হয়েছে ?

রমা। তাতে কী হয়েছে নয় তাতেই হয়। That's his only Procedure—প্রথমে অনেক ভাল ভাল কথা, বাছা বাছা ধারালো শব্দ দিয়ে রূপের স্তবগান,—তারপর পিক্‌নিক, গার্ডেন পার্টি, লেক ময়দান, তারপর কতগুলো চোখ ঝলসানো উপহার, তারপর—ঈশ্বর তোমার আত্মার কল্যাণ করুন।

শতাব্দী। এসব কী তুই সত্যি বলছিস ?

রমা। সবাই যে কথাকে সত্যি বলে জানে, আমি তাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিই কী ক'রে ?

শতাব্দী। শুভ—শুভেশবাবুর সম্বন্ধে এত খবর তোরা জানলি কোত্থেকে ?

রমা। সে কথা নাইবা শুনলি ? তবে তোর বাঁচবার একটা উপায় বলে দিতে পারি।

শতাব্দী। কী ?

রমা। যেদিন উনি তোকে বলবেন—তোমার জন্য একটা আলাদা বাড়ীর বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি, আলাদা ঝি-চাকরের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি, তোমার নিজস্ব কার থাকবে—সেইদিন যদি পারিস তো পালিয়ে যাস! নইলে ওই অক্টোপাসের একখানা হাত তোর গায়ে ঠেকলে, আট খানা হাত দিয়েই সে তোকে জড়িয়ে ধরবে।

শতাব্দী। —না—না এ হ'তে পারে না—এ হ'তে পারে না।

রেবা। না রমা, তোর পেটে দেখছি কথা থাকে না। শুধু শুধু শতাব্দীকে তুই ভয় পাইয়ে দিচ্ছিস। এখন চল বিহার-স্যাল দিবি।

শতাব্দী। তোরা যা। আজ আমি Rehearsal দেব না।

রমা। মানে ? ও! এইবার বুঝতে পেরেছি। শুভেশবাবু বারণ করেছেন। তুই গেলি শতাব্দী তুই ও গেলি!

শতাব্দী। শুভেশবাবু কেন বারণ করবেন ?

রমা। আমি জানি। He does not like the show of which he is not the hero.

শতাব্দী। শুভেশবাবুও Play করেন নাকি।

রমা। করেন বই কি—তাঁর favourite play হচ্ছে লীলা—রাসলীলা—একা কৃষ্ণ—ষোলশ গোপিনী।

শতাব্দী। তোকে ধন্যবাদ দিচ্ছি রমা। আমি এসব কথা কিছুই জানতাম না। আচ্ছা আমি সাবধান হবো। তোরা যা। আর দেখ, মিঃ ঘোষকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিস।

[রমা, রেবা ভিতরে চলিয়া গেল, শতাব্দী টেবিলে বসিয়া দ্রুত হস্তে একখানি চিঠি লিখিতে লাগিল। পিছন হইতে বাহিরে যাইবার পোষাকে মিসেস মজুমদার প্রবেশ করিলেন]

মজুমদার। শতাব্দী!

শতাব্দী। মাসীমা!

মজুমদার। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। মিঃ তালুকদারের মেয়ে মীরার আজ জন্মতিথি, একবারটি না গেলে তিনি ভয়ানক দুঃখিত হবেন। আমি যাবো আর আসবো। আধ ঘণ্টা লাগবে আমার।

শতাব্দী। আচ্ছা!

মজুমদার। আর শোন! মেয়েরা ওঘরে রিহারস্থাল দিচ্ছে, তুমি ওদের কাছে গিয়ে বসো। তাতে ওরা একটু উৎসাহ পাবে! একেবারেই না যাওয়াটা ভাল দেখায় কী?

শতাব্দী। না, আমি যাচ্ছি।

মজুমদার। হ্যাঁ—ওদের কাছে গিয়ে বসো। চা জলখাবার

তুমি ওদের নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাইয়ো। কেমন ?

শতাব্দী। আচ্ছা।

[মিসেস মজুমদার চলিয়া গেলেন। শতাব্দী আবার চিঠি শেষ করিতে লাগিল। বাড়ীর ভিতর হইতে মিঃ ঘোষ প্রবেশ করিলেন]

পিনাকী। আপনি কি আমাকে ডাকছিলেন শতাব্দী দেবী ?

শতাব্দী। হ্যাঁ !

[চিঠিখানি হাতে করিয়া লইল]

আচ্ছা মিঃ ঘোষ আপনি তখন যা বলছিলেন—

[মিঃ ঘোষ বুঝিতে পারিলেন না]

সেই film লাইনে যাবার কথা।

পিনাকী। ও ! হ্যাঁ—হ্যাঁ। কিছু কি decide করেছেন ?

শতাব্দী। না, এখনও কিছু decide করিনি। শুধু আমার কয়েকটা কথা জানবার আছে।

পিনাকী। বলুন—বলুন। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে উত্তর দেব।

শতাব্দী। ছবিতে নামলে আমি যা পাবো, তাতে কি আমার ভরণ পোষণ চলবে ?

পিনাকী। ভরণ পোষণ কি বলছেন শতাব্দী দেবী ? ভরণপোষণের জন্য আর কটা টাকার দরকার হয় ? তার চাইতে ঢের ঢের বেশী টাকা আপনি পাবেন। মাত্র একটা ছবিতে Successful হতে পারলে এই টাকা অর্থাৎ আপনার

পারিশ্রমিক চারগুণ কি আটগুণ বেড়ে যাবে। তাহ'লে মিসেস্ মজুমদারকে বলবো ?

শতাব্দী। না কাউকে কিছু বলতে হবে না। যা করবার আমি নিজেই কববো।

[একটা সুগভীব উত্তেজনায় শতাব্দী যেন হাঁপাইতেছিল]

আর একটা কথা—

পিনাকী। বলুন !

শতাব্দী। আমার থাকবার ব্যবস্থা কি হবে ?

পিনাকী। মিসেস্ মজুমদারেব—

শতাব্দী। না, এখানে আমি থাকবোনা।

পিনাকী। বেশ। কোম্পানী থেকে আমি আপনার বাড়ীর বন্দোবস্তও করিয়ে দিতে পারবো।

শতাব্দী। আব আমার Safety সম্বন্ধে কিছু বলবেন না ?

পিনাকী। না—শতাব্দী দেবী, Safety সম্বন্ধে আমি যাই বলিনা কেন, সবই বাজে কথার মত শোনাবে। Safety যদি আপনার মনে থাকে, তবে বাইরে আপনি থাকবেন সর্ব্বদাই safe,—আর তা যদি না থাকে, তবে কেবলমাত্র আমার মুখের কথা আপনাকে কোনদিনই নিরাপদ কবতে পারবে না।

শতাব্দী। না, সে ভয় আমার নেই। আমি জানি কী ক'রে নিজেকে রক্ষা করতে হয়। বেশ, আমি আপনাকে কথা দিলাম মিঃ ঘোষ, আপনাব কোম্পানীতে আমি যাবো। আজ আমি এখুনি এ বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছি,

যদি বলেন রাত্রের মধ্যেই আমি আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে Contract করতে পারি।

পিনাকী। বেশ। কিন্তু একটা কথা, বাড়ী ছেড়ে আপনি চলে যাচ্ছেন কেন বুঝতে পারছিনে।

শতাব্দী। আমিও বুঝতে পারছিনে—কেন যাচ্ছি। কিন্তু আমি যাচ্ছি। আমি বুঝতে পারিনি, যে অকূল সমুদ্রে অবলম্বন মনে ক'রে যে গাছের গুঁড়িকে আমি জড়িয়ে ধরেছিলাম, সেটি কাঠ নয়—একটি বিশাল অজগর সাপ। আজ আমি তার প্রকাণ্ড হাঁ দেখতে পেয়েছি। আশ্রয় দেবার ভাণ ক'রে সে এইভাবে এর আগে বহু লোককে গিলে খেয়েছে। বুঝলেন মিঃ ঘোষ?

পিনাকী। আপনার সব কথা বুঝতে না পারলেও, এটুকু বুঝেছি যে আপনি জীবনে ঘা খেয়েছেন! তাই আজ আপনার আশ্রয়, আপনার অভিভাবক—এমন কি জীবনের principleও ছেড়ে যেতে বাধছেনা।

শতাব্দী। ঠিক তাই।

পিনাকী। বেশ, আমি আপনাকে সাহায্য করবো। আপনাকে পেলে আমি ভদ্র ঘরের আরও পাঁচটা মেয়ে নিয়ে একখানা সত্যিকার বাংলা ছবি তুলবো—এই ছিল আমার স্বপ্ন, আমার সে স্বপ্ন আপনি সফল করেছেন—আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনি যাতে আপনার সম্মান, পদ-মর্য্যাদা, শিক্ষা ও রুচিকে রক্ষা ক'রে ছবিতে অভিনয় করতে পারেন, আমি তার ব্যবস্থা করবো—কথা দিচ্ছি।

শতাব্দী। ধন্যবাদ মিঃ ঘোষ।

পিনাকী। আজই ধন্যবাদ দেবেন না শতাব্দী দেবী। আগে আপনার এই ব্যবস্থাটা ক'রে দিই—তারপর। ছবিতে কি আপনার নামটা বদলে নেবেন?

শতাব্দী। না—না—শতাব্দী নামেই আমি পরিচিত হতে চাই। সংসারের কাছে এমন কোন অন্যায় আমি করিনি মিঃ ঘোষ, যার জন্য নাম লুকোতে হবে। অতএব আমার নাম শতাব্দীই থাকবে।

পিনাকী। আচ্ছা।

শতাব্দী। তাহ'লে আমি চলে যাচ্ছি। রাত্রি ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে আপনার বাড়ীতে আমি দেখা করবো, কেমন?

পিনাকী। আচ্ছা। আমারও রিহাবস্যাল দেওযানো হয়ে গেছে, আমিও এক্ষুনি যাবো। (প্রস্থান)

[শতাব্দী তাহার হাতের চিঠিখানি টেবিলে কাগজ চাপা দিয়া রাখিল। তারপর দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর গিয়া একটি ছোট সুটকেশ লইয়া বাহির হইয়া গেল। বাহির হইতে প্রবেশ করিল শুভেশ। সে আসিয়া কলিংবেল বাজাইতেই চাপরাশি আসিয়া দাঁড়াইল]

শুভেশ। মেমসাব?

চাপরাশী। মেমসাব বাহার গিয়া হুজুর।

শুভেশ। বহুৎ আচ্ছা, ছোট মেমসাবকো সেলাম দো।

[চাপরাশী চলিয়া গেল]

(টেলিফোন বাজিয়া উঠিল শুভেশ গিয়া রিসিভার তুলিল)

শুভেশ। Yes, speaking. কে? মিসেস মজুমদার? না, আমি শুভেশ। হ্যাঁ। দেখুন আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম যে—শতাব্দীকে আপনি অভিনয় করতে অনুমতি দেবেন। সামান্য একটা দিনের ব্যাপারের জন্য ওব sentimentএ এতখানি আঘাত করা বোধ হয় উচিত হবে না। হাঁ—এই কথাই বলতে এসেছিলাম। না, আমি বলতে পারবো না,—শুধু, হ্যাঁ—হাঁ—শতাব্দীকে আমি খবর পাঠিয়েছি। ও! আচ্ছা বলবো—তাকে—নমস্কার।

(রিসিভার রাখিয়া দিয়া শুভেশ ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল টেবিলের উপর। চিঠিখানি তুলিয়া লইয়া পড়িতে পড়িতে তাহাব মুখ সাদা হইয়া গেল। হঠাৎ পৃথিবী যেন তাহার কাছে অর্থহীন হইয়া গেল। পিছন হইতে চাপরাশী আসিয়া কহিল]

চাপরাশী। ছোট মেমসাব ভি নিকাল গিয়া হুজুর।

শুভেশ। (মৃদুকণ্ঠে) হাঁ—ঠিক হ্যায়—তুম যাও!

[চাপরাশীর প্রস্থান]

[ধীরে ধীরে শুভেশ চেয়ারে বসিয়া পড়িল। ধীরে ধীরে তাহার মাথা টেবিলে লুটাইয়া পড়িল। ভিতর হইতে আগে মিঃ ঘোষ বাহির হইয়া গেলেন, পরে কলহাস্য কবিতে করিতে রমা রেবা প্রবেশ করিল। তাহারা শুভেশকে

এই অবস্থায় দেখিয়া অবাক হইল। কিন্তু না দাঁড়াইয়া পরস্পর হাসি ঠাট্টা করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। শুভেশ তাহাদের দেখিল না। ধীরে ধীরে ঘরে সন্ধ্যার অন্ধকার প্রবেশ করিতে লাগিল এবং দ্বিতীয় অঙ্কের সমাপ্তির যবনিকা দর্শকও দৃশ্যের মাঝখানে নামিয়া আসিল]

তৃতীয় অঙ্ক

[কলিকাতা। শুভেশের বাড়ীর সুসজ্জিত ড্রয়িং রুম, ঘরের পিছনে বারান্দা দিয়া দূরে কয়েকখানি বড় বড় বাড়ী ও উন্নত শীর্ষ গাছের আভাষ পাওয়া যাইতেছে। ঘরের আসবাবপত্র সমস্তই আধুনিক রুচির পরিচায়ক। দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল একটি যুবক বসিয়া একমনে কী একখানা চিঠি টাইপ করিতেছে। পাশের জানালা দিয়া সকাল বেলার সূর্য্যকিরণ আসিয়া ঘরের মধ্যে পড়িয়াছে। একটু পরে একটি লোক প্রবেশ করিল। ভাব দেখিয়া মনে হয় গ্রাম্য চাষা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গায়ে ফতুয়ার উপর চাদর, হাতে লাঠি, বগলে ছাতা, পায়ে পুরানো চটি। সে আসিয়া ঘরের মধ্যে অবাক হইয়া দাঁড়াইল, তারপর কিছুক্ষণ ইতঃস্ততঃ করিয়া টাইপিষ্ট বিকাশকে কহিল]

গ্রাম্যলোক। শুনছেন? বাবু মশায়?

(বিকাশ ফিরিয়া চাহিল)

বিকাশ। কী? কাকে চাই?

গ্রাম্যলোক। আজ্ঞে, আমাদের হুজুরের সঙ্গে একবার দেখা করবো।

বিকাশ। হুজুর মানে! শুভেশ বাবুর সঙ্গে?

গ্রাম্যলোক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিকাশ। তাঁর সঙ্গে এখন দেখা হবে না, তিনি এখনও ঘুম থেকেই ওঠেননি। তোমার কী দরকার আমায় বলে যেতে পার, আমি তাঁর টেবিলে লিখে রেখে যাবো।

গ্রাম্যলোক। আপনার সঙ্গে সে কাজ তো হবে না বাবুমশায়—হুজুরের কি একবার দর্শন পাবোনা?

বিকাশ। আরে বাপু, কথা বললে বোঝনা কেন? হুজুরের উঠতে এখনও আধঘণ্টা দেরী।

গ্রাম্যলোক। আধঘণ্টা! তাহলে আমি একটু বসি বাবুমশায়, অনেক দূর থেকে গাড়ী ভাড়া খরচ করে এসেছি, গরীব মানুষ, আবার কবে আসবো, আজই হুজুরের সঙ্গে দেখাটা করে যাই।

বিকাশ। বেশতো বসো। কিন্তু তুমি কি শুভেশবাবুর প্রজা?

গ্রাম্যলোক। আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবুমশায়। আমরা রতনপুরের প্রজা।

বিকাশ। তবে তুমি ম্যানেজারবাবুকে বলে যেতে পার, কারণ শুভেশবাবু তাঁর প্রজাদের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্ত্তা কিছু বলেন না, যা করবার অবনীবাবুই করেন।

গ্রাম্যলোক। হুজুরের সঙ্গে দেখা হবেনা? ভেবেছিলাম তাঁকেই একটা পেন্নাম ক'রে যাবো।

বিকাশ। একই কথা। ম্যানেজার অবনীবাবুকে প্রণাম ক'রে যাও, তাহ'লেই হুজুরকে প্রণাম করা হবে।

গ্রাম্যলোক। তাহ'লে ডেকে দ্যান মশায়, ম্যানেজার বাবুকেই পেন্নাম ক'রে যাই।

বিকাশ। কি তোমার নাম?

গ্রাম্যলোক। পরাণ মণ্ডল।

বিকাশ। কোথায় বাড়ী বল্লে?

গ্রাম্যলোক। আজ্ঞে রতনপুরে বাবুমশায়।

বিকাশ। রতনপুর। বেশ তুমি বসো। আমি তাঁকে খবর দিচ্ছি।

[বিকাশের প্রস্থান। লোকটি চুপ করিয়া ভীতমুখে বসিয়া রহিল। বিকাশ আসিয়া চিঠি টাইপ করতে লাগিল। একটু পরেই ম্যানেজার অবনীবাবু প্রবেশ করিলেন। তিনি শুভেন্দের সমবয়সী অথবা দু এক বছরের বড়ই হইবেন]

অবনী। কে এসেছে রতনপুর থেকে?

পরাণ। (প্রণাম করিয়া) আমি এসেছি হুজুর।

অবনী। কী দরকার বলতো?

পরাণ। আজ্ঞে হুজুরের দরবারে আমি কি দরকারের কথা বলতে পারি! আমি এসেছি কিছু ভিক্ষে চাইতে।

অবনী। ভিক্ষে!

পরাণ। হ্যাঁ হুজুর ভিক্ষে। ছোট মেয়ের বিয়ে দেব হুজুর, তাই—

অবনী। মেয়ের বিয়ের সাহায্য চাও? কিন্তু এখন সেটা একেবারেই সম্ভব নয়। কেননা—এষ্টেটের যা অবস্থা—তাতে

বাধ্য হ'য়ে আমাদের সব রকম চ্যারিটিই বন্ধ ক'রে দিতে হয়েছে। তুমি অন্য কোথাও চেষ্টা কর।

পরাণ। আর কোথায় চেষ্টা করবো হুজুর! আমরা আপনার সন্তান। ছেলে বিপদে পড়লে বাপমায়ের কাছেই তো হাত পাতবে হুজুর?

অবনী। সন্তান, পিতামাতা ইত্যাদি বলে কোনই লাভ হবে না পরাণ। ওসব সে যুগের খুব মন-গলানো কথা ছিল। এখন আর ওসব চলে না। জমিদারীর অবস্থা যদি ভাল হয়, তবে চ্যারিটি করতে কোথাও আটকায় না। তোমরা দেবেনা খাজনা, আমরা করবো দান—এতো হতে পারে না। তোমার কথাই ধরনা কেন? তুমি ক বছর খাজনা দাওনি?

পরাণ। আজ্ঞে তিন বছর দিইনি হুজুর।

অবনী। তাহ'লেই মনে করো জমীদারের অবস্থা কী? তোমরা কেউ খাজনা দেবে না একটি পয়সা, অথচ তোমাদের মেয়ের বিয়ে, বাপের শ্রাদ্ধ, আর ছেলের অন্নপ্রাশনে, জমীদার ঘর থেকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন, এতো মন্দ আবদার নয় পরাণ।

পরাণ। কিন্তু চিরকাল তো তাই হ'য়ে আসছে হুজুর। চিরদিন আমরা গরীব। চিরদিনই আমরা হুজুরের কাছে হাত পেতে কত দায় উদ্ধার হ'য়ে গেছি। বুড়ো কর্তা আমার বড় তিনটে মেয়ের বিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দিয়ে গেছেন হুজুর। আজ না বললে তো শুনবো না। দয়া আমাকে করতেই হবে।

অবনী। সেকালের কর্ত্তাদের বুদ্ধিটা একটু মোটা ছিল, তাই এই সব আক্কেল সেলামী দিতে হয়েছে। যাক্—এ নিয়ে কথা কইবার আমার সময় নেই। তুমি বাড়ী যাও,—আমাদেব কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য পাবে না।

[উঠিয়া দাঁড়াইল]

পরাণ। তা বললে চলবে কেন হুজুর। বুড়ো কর্ত্তাকে আমি একবার ডাকাতের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম—তিনি বলেছিলেন—কী পুবস্কার চাস্ পরাণ? আমি বলেছিলাম টাকাকড়ি আমি কিছু চাইনা হুজুর—আপনি আমার মেয়ে চারটের বিয়ে দিয়ে দেবেন। তিনি হেসে বলেছিলেন—আচ্ছা। আজ আপনি সাহায্য করতে পারবো না বললে শুনবো কেন? আমি বিয়ের কথাবার্ত্তা সব পাকা ক'রে ফেলেছি, পরশু বিয়ে, আজ আপনি দিতে পারবো না বললে আমি কী করবো হুজুব?

অবনী। যা ইচ্ছে করতে পারো।

পরাণ। তাহ'লে বুড়ো কর্ত্তার কথা আপনি রাখবেন না হুজুব?

অবনী। না। ওহে বিকাশ!

বিকাশ। স্যার!

অবনী। আমাদের এই পরাণ মণ্ডলকে বাইরে যাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দাও।

(অগ্রসর হইল)

বিকাশ। চলহে!

পরাণ। (অগ্রসর হইয়া অবনীর পথ আটকাইল] চ'লে গেলে

তো চলবেনা হুজুর। যাবার আগে আমার একটা ব্যবস্থা ক'রে যান।

অবনী। তোমার ব্যবস্থা দারোয়ান রামসিং করবে। বিকাশ!

বিকাশ। রামসিং।

নেপথ্যে রাম। হুজুর!

পরাণ। কোন সিং আমার কিছু করতে পারবে না হুজুব, যতক্ষণ এই লাঠি গাছটা আমার হাতে আছে। বুড়ো কর্ত্তার হুকুমে অমন দু-চারশো সিংকে আমি যমালয়ে পাঠিয়েছি। আমাব ছোট মেয়ের বিয়ে, আমার অবস্থা না বুঝে আপনি 'না' বলে দিলেন হুজুব? আমার মানটা মান নয় হুজুর, আপনার মানটাই বড? দয়া না করলে আপনাকে আমি যেতে দেবোনা!

(রামসিংএর প্রবেশ)

বামসিং। হুজুর!

বিকাশ। এই আদমীকো দেউড়ী সে নিকাল দো।

রামসিং। বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

[রামসিং অগ্রসর হইতেই পরাণ লাঠি তুলিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে শুভেশ প্রবেশ করিয়া ডাকিল—রামসিং। রামসিং সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল]

শুভেশ। বাহার যাও!

[রামসিং সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। বিকাশ তাড়াতাড়ি গিয়া মেসিনে বসিয়া চিঠি টাইপ করিতে লাগিল। শুভেশ গম্ভীর মুখে আসিয়া একখানি সোফায়

বসিল. তারপর আড় চোখে একবার অবনী ও পরাণের দিকে চাহিয়া সিগারেট ধরাইল। পরাণ তাড়াতাড়ি আসিয়া শুভেশকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল]

শুভেশ। কী ব্যাপার অবনী বাবু ?

অবনী। এই রাস্কেলটা—

শুভেশ। লোকটা বোধ হয় ইংরেজী গালাগাল বুঝতে পারবে না, বাংলায় বলুন !

অবনী। এই লোকটা বতনপুরের প্রজা। মেয়ের বিয়ের সাহায্য চায়, আমি বলেছি এখন চ্যারিটি করবার সময় নয়। ব্যস্, তর্ক আরম্ভ করে দিলে। বলে—বুড়ো কর্ত্তা আমায় বলেছিলেন যে মেয়ের বিয়ে দেবেন। সাহায্য আপনাকে করতেই হবে। এই জংলী জানোয়ারগুলোকে কেন যে দরোয়ান allow করে, তাই ভাবি।

শুভেশ। হুঁ ! দেখ বাপু, তোমার ভিক্ষে চাওয়ার ভঙ্গীটা ভাল নয়। ওটাকে একটু সহজ না করলে তোমাকে সাহায্য করতে সবাই ভয় পাবে।

পরাণ। হুজুর। আমি তাদের কথা দিয়ে ফেলেছি, পরশু বিয়ে। আমি জানি বুড়ো কর্ত্তার হুকুম আছে, গেলেই আমি টাকা পাবো।

শুভেশ। কিন্তু টাকা যদি আমাব না থাকে ?

পবাণ। আপনার হুজুর হাত ঝাড়লে পর্ব্বত, আমার মেয়ের বিয়ে তো হুজুব আপনার একমাসের তামাক খাওয়াব খরচ।

শুভেশ। হুঁ। তা কতটাকা লাগবে তোমার মেয়ের বিয়েতে ?

পরাণ। দুশো টাকা হুজুর।

শুভেশ। দুশো টাকা ? তাহ'লে দেওয়া যেতে পারে, কি বলুন অবনীবাবু ? আচ্ছা, তুমি ওর সঙ্গে নীচে যাও, উনি খাজাঞ্চিকে অর্ডার দিয়ে দিবেন।

অবনী। কিন্তু আমি বলছিলাম কী—

শুভেশ। আপনি কি বলতে চান আমি বুঝেছি অবনীবাবু। কিন্তু মাত্র দুশো টাকা তো ? বিশেষ ক'রে বাবা যখন কথা দিয়ে গিছলেন, তখন এই সামান্য কটা টাকার জন্যে এদের চোখে তাঁকে ছোট ক'রে লাভ কী ? ও আপনি দিয়ে দিন। মনে করুন না রমাকে, কিম্বা বীথিকে কিম্বা অনুপমাকেই আপনি টাকাটা দিচ্ছেন। যান। কী হে ? তোমার আর মেয়ে নেই তো ?

পরাণ। আজ্ঞে না হুজুর।

শুভেশ। বাঁচা গেছে। মেয়ে তোমার দেখতে কেমন ? সুন্দরী ?

পরাণ। আজ্ঞে হাঁ হুজুর ! দশখানা গাঁয়ের মধ্যে আমার মেয়ের মত সুন্দুরী মেয়ে নেই হুজুর।

শুভেশ। বটে। তা এমন মেয়ের তুমি এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিচ্ছো কেন ?

পরাণ। আজ্ঞে বারো বছর বয়স হ'য়ে গেছে হুজুর, এরপরে আমাকে সবাই একঘরে করবে !

শুভেশ। তা বেশ। একঘরে হবার দরকার নেই, নীচে যাও— ম্যানেজারবাঁবু গিয়ে তোমাকে টাকা দিচ্ছেন।

পরাণ। জয় হোক হুজুরের।

[প্রণাম করিয়া ও ম্যানেজারের পায়ের ধূলা লইয়া পরাণ নীচে নামিয়া গেল। অবনী তখনও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল]

শুভেশ। একটা সুন্দরী মেয়ের বিয়ের জন্যে দুশো টাকা খরচ করা যেতে পারে—কি বলুন ?

অবনী। আপনার তাতে স্বার্থ কী ?

শুভেশ। আমার না হোক, পৃথিবীতে কারুর একজনের হ'ল তো ? তাই বা মন্দ কী ? যান, নীচে গিয়ে ওকে টাকাটা দিয়ে দিন।

অবনী। বেশ।

[অবনীবাবু চলিয়া গেলে শুভেশ নিজের মনেই হাসিতে লাগিল, তারপর সিগারেটটা এ্যাশট্রেতে চাপিয়া রাখিয়া বিকাশের দিকে চাহিল। বিকাশ তখনও প্রচণ্ড বেগে টাইপ করিয়া চলিয়াছে]

অবনী। ওহে বিকাশচন্দ্র !

বিকাশ। (উঠিয়া আসিয়া) স্যার !

শুভেশ। বেশ ভক্তি ক'রে কাজ কর্ম্ম করছতো ?

বিকাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, এই আজকের চিঠিপত্রগুলো আর—

শুভেশ। বিশদ বিবরণে দরকার নেই। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম যে কাজ কর্ম্ম করছতো ?

বিকাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

শুভেশ। ব্যস্—ব্যস্—তাহ'লেই আমি খুসী। যাও—কাজ করোগে যাও।

বিকাশ। আমি স্যার কাল থেকে আপনাকে একটা কথা বলবো বলে ভাবছি।

শুভেশ। তাহ'লে ভেবে আর স্বাস্থ্য নষ্ট করো না—এখুনি বলে ফেলো।

বিকাশ। রমাদি বলে দিয়েছে আপনাকে বলতে—

শুভেশ। হুঁা—হুঁা!

বিকাশ। আমার আর কিছু মাইনে বাড়িয়ে না দিলে আব চলছে না স্যার।

শুভেশ। (সিগারেট ধরাইয়া) তুমি রমাকে বলে দিয়ো বিকাশ, যে, শুধু তাকে খুসী করবার জন্মেই আমি তোমাকে চাকরী দিয়েছিলাম। নইলে তোমাকে চাকরী দেবার আমার আর কোন কারণ নেই—যে হেতু আমি বেকার নিবারণী সভার প্রেসিডেণ্ট নই। কি বল?

বিকাশ। তাতো বটেই স্যার!

শুভেশ। রমাকে বোলো তার সঙ্গে লুকোচুরী খেলার ধৈয্য আমার শেষ হয়ে এসেছে। যে গাধার নাকের ডগায় মূলো ঝুলিয়ে দৌড় করানো যায়, আমি সে গাধা নই। আমি যাকে পাই, তাকে মাথায় ক'রে রাখি; যাকে পাইনে তাকে পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিই। বীথি আর অনুপমার নাম ক'রে রমাকে একথা স্মরণ করতে বোলো।

বিকাশ। বলবো স্যার।

শুভেশ। রমা বলেছিল বাড়ী চাই—দিয়েছি বাড়ী তৈরী ক'রে, বলেছিল তোমাকে চাকরী দিতে—দিয়েছি চাকরী, এখন

বলছে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিতে। তাকে বলো আমার কথা আমি রেখেছি, এবার তার কথা সে না রাখলে মাইনে বাড়িয়ে আমি দেবোনা। বুঝেছ ?

বিকাশ। বুঝেছি স্যার।

শুভেশ। বুঝেছতো ? আচ্ছা, তাহ'লে এবার কাজ করোগে যাও।

[বিকাশ গিয়া টাইপ করিতে লাগিল। আবার শুভেশ আপন মনে হাসিতে লাগিল।

হরিয়া চাকর চা দিয়া গেল, তাহার বয়স হইয়াছে। সে শুভেশের পিতার আমলের লোক, শুভেশকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করে]

শুভেশ। (চা লইয়া) হুজুরের মেজাজ শরিফ তো ?

হরিয়া। জানিনা বাপু। চা দিয়েছি খাও।

শুভেশ। তা হলেই বোঝা গেল মেজাজ ভাল নেই। কিন্তু কী হয়েছে ? নতুন উড়ে চাকরটা বাজার করতে গিয়ে তোর আফিং আনতে ভুলে গেছে বুঝি ?

হরিয়া। হ্যাঁ, তুমি তো রাতদিন আমার আফিং খাওয়াই দেখছো ! আর তো কিছু কাজ নেই !

শুভেশ। তবে আর কী হ'তে পারে বল্ !

হরিয়া। আর কি হ'তে পারে তা' তুমি কেমন ক'রে বুঝবে ? বাপ রেখে গেছে পয়সা, দু হাতে সেই পয়সা ওড়াচ্ছো, আর যা ইচ্ছে তাই করছো ! তোমার আর কি !

শুভেশ। তুই সুবিধে পেলেই আমায় অপমান করিস কেন বল্ দেখি !

হরিয়া। এখনই হয়েছে কী? এরপরে রাস্তার লোকে তোমায় অপমান করবে।

শুভেশ। হ্যাঁ তুইতো খুব জানিস। কেন রাস্তার লোকের আমি কী করেছি যে তারা আমায় অপমান করবে?

হরিয়া। কি করেছো, তা' আমাকে বলে দিতে হবে কেন? নিজের মনকেই জিগ্যেস করে দেখ! বাপ কী ছিলেন, আর ছেলে কী হয়েছে! কিন্তু তোমার জন্যে আমাদের যে মাথা কাটা যায়।

শুভেশ। যা—যা—তোকে দাঁড়িয়ে এখন বক্‌বক্ করতে হবে না। ভারী একটা মাথা ওঁর, তাও আবার মিনিটে মিনিটে কাটা যায়। লেকচার দেওয়া যেন তোর স্বভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বাবারও তাই ছিল—তোরও তাই হয়েছে। যা কাজে যা।

হরিয়া। না কাজ আর আমি করতে পারবোনা, আমাকে তুমি জবাব দাও।

শুভেশ। জবাব দিলে কোন চুলোয় যাবি শুনি? তিন কুলে সবাইকে তো খেয়ে বসে আছিস্। যাবি কোথায়?

হরিয়া। আমার যেদিকে দু চোখ যায়—চলে যাব। আমাকে তুমি জবাব দাও।

শুভেশ। আচ্ছা যা—জবাব দিলাম।

হরিয়া। হ্যাঁ সেই ভাল। এখানে থেকে এসব পাপ আর আমি দেখতে পারবো না। এর চেয়ে পথে পথে আমি ভিক্ষে

কবে খাবো—তবু আমার চাকরীতে আ'র দরকার নেই।

[গজগজ করিতে করিতে চলিয়া গেল। অবনী প্রবেশ করিল]

অবনী। ওকে দুশো টাকা দিয়ে দিলাম।

শুভেশ। উত্তম।

অবনী। আমি আর একটা কথা বলছিলাম (বিকাশের দিকে চোখ পড়িল) বিকাশ, তোমার কাজ কি এখনও হয়নি ?

বিকাশ। হয়ে গেছে স্যার ! যদি আর কোন চিঠি থাকে—

অবনী। না, আপাততঃ কিছু নেই, তুমি চিঠিগুলো টেবিলে চাপা দিয়ে যেতে পার।

বিকাশ। আচ্ছা স্যার।

[বিকাশ চিঠিগুলি হাতে লইয়া এই টেবিলের কাছে আসিয়া তাহা রাখিয়া দিল তারপর নমস্কার করিয়া বিনীতপদে বাহির হইয়া গেল]

অবনী। চিঠিগুলো একবার দেখুন।

শুভেশ। কি আছে ওর মধ্যে ?

অবনী। সেই এলগিন রোডের বাড়ীটা সম্বন্ধে—

শুভেশ। ওরে বাপরে ! ওসব আমি কিছু বুঝিনে ? আপনিই যা হয় করুন।

অবনী। আর একটা কথা—

শুভেশ। বলুন।

অবনী। নমিতা একখানা চিঠি লিখেছে।

শুভেশ। নমিতা! কে নমিতা? ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। কী লিখেছে?

অবনী। একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

শুভেশ। না অবনীবাবু, আমার সময় হবে না। আপনি তো জানেন আজকাল আমি কী রকম ব্যস্ত—সেই সব কথা বলে তাকে একটু বুঝিয়ে একখানা চিঠি লিখে দিন।

অবনী। লিখেছে—শরীর খুব খারাপ। এই সময় শুভেশবাবুর সাহায্যের একান্ত দরকার।

শুভেশ। স্ত্রীলোকের শরীর খারাপ হওয়া একটা বিলাস—ওকথা বাদ দিন। আর সাহায্য? যথেষ্ট সাহায্য তো তাকে করেছি আমি! নমিতার সম্বন্ধে নতুন করে উৎসাহিত হওয়া এখন আমার পক্ষে শক্ত।

অবনী। কিন্তু মাস আষ্টেক আগেও—

শুভেশ। তার সম্বন্ধে আমার উৎসাহ ছিল—এই কথা বলবেন তো? কিন্তু আটমাস আগেকার আমি, আর আজকের আমি কি এক? আটমাস আগে যারা আমার আশে পাশে ছিল,—তাদেব অনেকেই আজ রূপ বদলেছে।

অবনী। তা বটে।

শুভেশ। তাই নয় কি? এই আমাদের শতাব্দীর কথাই মনে করুন না—আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে তাকে আমি একটি গ্রাম্য পুকুর ঘাট থেকে উদ্ধার করে এনেছিলাম, তখন তার হাতে ছিল শাঁখা, কপালে ছিল সিঁদুর, আর মনে ছিল আত্মহত্যার ইচ্ছে। কিন্তু আজকের শতাব্দীর

অর্থাৎ ঠিক এক বছর পরের শতাব্দীর দিকে চেয়ে দেখুন দিকি!

অবনী। সত্যি, শতাব্দী দেবীর উন্নতি আর প্রতিভা আজ ভারতবর্ষের সমস্ত লোককে বিস্মিত করেছে।

শুভেশ। তবে? সেদিনকার গ্রাম্যবধুর মধ্যে এতবড় একজন অভিনেত্রী লুকিয়েছিল একি কেউ আগে বুঝতে পেরেছিল? কাজেই কালকের কথা আজকে টেনে আনবেন না। আটমাস আগে নমিতা যেখানে ছিল আজ সে সেখানে নেই। সে কথা সে মনে করে রাখতে চায় রাখুক, আমি তাকে ভুলে গেছি। এই কথাগুলো গুছিয়ে লিখে দিন।

অবনী। আচ্ছা।

শুভেশ। আর রমাদের বাড়ীতে আজ সন্ধ্যার সময় আপনি যাবেন?

অবনী। আমি—বোধ হয় একবার যাবো আজকে।

শুভেশ। যাবেন তো? তাহ'লে রমাকে আপনি বলবেন যে বিকাশের মাইনে বাড়ানো সম্বন্ধে সে যা বলে পাঠিয়েছে তা' আমি চিন্তা করবো।

অবনী। হ্যাঁ, বিকাশের মাইনে বাড়ানো সম্বন্ধে আমিও ভাবছি।

শুভেশ। ও! আপনিও ভাবছেন নাকি? তাহ'লে আমাদের দুজনেরই আর ভেবে দরকার নেই। কাল থেকেই আপনি ওর পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিন। কেমন?

অবনী। আচ্ছা।

শুভেশ। বেশ আপনি তাহ'লে এবার অফিসে গিয়ে সকালের কাজ কর্ম্মগুলো সেরে ফেলুনগে। আমি একটু একলা থাকি।

অবনী। আর একটা কথা! রায় বাহাদুর দিগন্ত চৌধুরীর বাড়ী থেকে কাল রাত্রে আবার লোক এসেছিল।

শুভেশ। কেন? টাকাকড়ি কিছু পাবে নাকি?

অবনী। না, সেই আপনার বিয়ের জন্য—

শুভেশ। দোহাই অবনীবাবু আমাকে রক্ষা করুন। এক হরিয়ার জ্বালাতেই আমি অস্থির, তার ওপর আপনি আর যোগ দেবেন না। তাহ'লে আমাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে!

অবনী। কিন্তু একটা বিয়ে করলে—

শুভেশ। দোষ কী? বিশেষ দোষ অবনীবাবু। ও আপনি বুঝবেন না। তাছাড়া বিয়ে করতে হ'লে যে পরিমাণ মানসিক বলের দরকার—আমার তা নেই,—এবং মৃত্যু-কালে আমি এমন কিছু রেখে যাবোনা যা ভোগ করতে একজন বংশধরের প্রয়োজন হবে।

অবনী। বেশ, আমি তবে অফিসে যাচ্ছি।

শুভেশ। আসুন।

[অবনী চলিয়া গেল—শুভেশ নিবিষ্ট মনে কাগজ পড়িতে লাগিল। হরিয়া প্রবেশ করিয়া কহিল]

হরিয়া। এখন কি বসে বসে এই সব বাজে কাজ হবে, না চান করে জলটল খাবে?

শুভেশ। (কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া) আজ্ঞে!

হরিয়া। বলছি জলখাবারের লুচিগুলো শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল যে! ও গুলো খেয়ে আমাদের দায় উদ্ধার ক'রে দিয়ে এলে হতোনা?

শুভেশ। একি! তুই যাসনি? জবাব নিয়ে গেলি যে!

হরিয়া। জবাব নিয়ে গেলেই তো হ'ল না। একগাদা মাইনে পত্তর বাকী পড়ে রয়েছে—সেগুলো বুঝে নিতে হবেনা।

শুভেশ। বেশ তো, ম্যানেজার বাবুর কাছ থেকে সব বুঝে নিয়ে যা।

হরিয়া। সে আমি যাবো আমার সুবিধে মতো। তোমার কথায় তো আমি যাবোনা।

শুভেশ। তা আমি জানি। মিছেমিছি সকাল বেলায় আমার ওপর তড়্‌পে গেলি।

হরিয়া। তড়্‌পাবোনা! কাল রাত্তিরে তুমি কি কাণ্ডটা করেছ বলোত? রাত্রি একটার সময় মদ খেয়ে এসে—

শুভেশ। এই চুপ চুপ! অসভ্য কোথাকার! মদ খেয়ে এসে বলতে নেই, বলতে হয় ড্রিঙ্ক করে এসে।

হরিয়া। কী ক'রে এসে?

শুভেশ। ড্রিঙ্ক—ড্রিঙ্ক ক'রে এসে।

হরিয়া। তুমি এলে মদ খেয়ে, আর আমাকে মিথ্যে কথা বলতে হবে?

শুভেশ। মিথ্যে কথা কোথায়? ইংরেজীতে মদ খাওয়াকে বলে ড্রিঙ্ক করা।

হরিয়া। কেন, ইংরেজীতে কেন আমি বলতে যাবো? ইংরেজ আমার কোন কুটুম? আমি অত পারবোনা।

শুভেশ। বেশ, তোর পেরে দরকার নেই। কিন্তু কাল রাত্তিরে আমি কি করেছিলাম বল্‌তো?

হরিয়া। এসেই চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিলে—বুলু কোথায়? বুলুকে এনে দাও। আমি তাকে বিয়ে করবো বলে কোলকাতায় এনেছিলাম। সেই বুলু আজ কী হয়ে গেল। এই বলে 'বুলু' 'বুলু' ক'রে কান্না।

শুভেশ। রোখ্‌কে হরিয়া—রোখ্‌কে। এই সব কথা তুই সবাইকে বলে বেড়াচ্ছিস বুঝি? (হঠাৎ শুভেশ হাসিয়া উঠিল)

হরিয়া। হাসছো কেন?

শুভেশ। ভাবছি তুই একটা কত বড় গাধা। কাল আমি এক ফোঁটা মদ খাইনি, অথচ তোকে এমন ধাপ্পা দিলাম যে তার ঠেলায় তুই আজকে চাকরীই ছেড়ে দিচ্ছিলি!

হরিয়া। কাল তুমি মদ খাওনি?

শুভেশ। না।

হরিয়া। তবে বুলু কে?

শুভেশ। বুলু আবার কে? মনে মনে একটা নাম তৈরী ক'রে নিয়ে কাঁদবার ভাণ করতে লাগলাম।

হরিয়া। না বাপু, তুমি আর অমন করোনা—ওতে আমার বড় ভয় করে।

শুভেশ। আচ্ছা আর করবোনা। কিন্তু শোন,—তুই দেশের বাড়ী

ছেড়ে আজ একমাস ধরে এখানে আছিস—সেখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে—

হরিয়া। সে সব ব্যবস্থা আমি ঠিক করে এসেছি।

শুভেশ। ছাই করে এসেছিস। তুই যাবি কবে ?

হরিয়া। কি জানি বাপু, তোমার অবস্থা দেখে তো আর আমাব যেতে ইচ্ছে করছেনা।

শুভেশ। আমার অবস্থা খুব ভালই আছে, কিন্তু তুই এখানে বেশীদিন থাকলে ওদিকে ভারী অসুবিধে হবে। তুই দু একদিনের মধ্যেই চলে যা বুঝলি ?

হরিয়া। আচ্ছা। কিন্তু তুমি খাবে এস।

শুভেশ। চল।

[শুভেশ ও হরিয়া উপরে উঠিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অবনী প্রবেশ করিল]

অবনী। বুলু! বুলু কে!

[শতাব্দীর প্রবেশ। এই এক বছরেব মধ্যে তাহাব পরিবর্ত্তন দর্শন যোগ্য। অতি আধুনিক ধবণে শাড়ীপবা, ঠোঁটে লিপষ্টিক, গালে রুজ, কপালে চমৎকার টিপ, হাতে ব্যাগ, পায়ে ভেলভেটের চটি]

অবনী। Good morning শতাব্দী দেবী।

শতাব্দী। Morning Sir.

অবনী। আজ প্রায় মাসতিনেক—হ্যাঁ তা তিনমাস হবে বৈকি আপনি আমাদের এখানে পায়ের ধুলো দেননি, অত্যন্ত অভিমান করেছি আমরা।

শতাব্দী। কী কববো অবনীবাবু, শূটিং নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকতে হয় যে একেবারেই সময় পাইনে। তা' আপনারা ভাল আছেন তো সব ?

অবনী। হ্যাঁ, আমরা ভালই আছি। বসুন! আপনি কেমন আছেন ?

শতাব্দী। (বসিয়া) ভাল আছি। শুভদা কোথায় ?

অবনী। শুভেশবাবু এইমাত্র ওপবে গেলেন, আজকে অনেকক্ষণ নীচে ছিলেন। তা' আপনি কি পথ ভুলে এসে পড়েছেন ?

শতাব্দী। (হাসিয়া) না পথ ভুলে নয়, ষ্টুডিওতে গিয়ে শুনলাম আজ শূটিং হবে না, কাজেই ভাবলাম আজকের দিনটা যখন ছুটি পাওয়া গেল, তখন আপনাদের সঙ্গে দেখাটা কবেই যাই।

অবনী। তা হ'লে দুপুরে এখানেই খাবেন—কেমন ?

শতাব্দী। তা মন্দ কি ? কিন্তু আমি যে বাড়ী থেকে একবাবে খেয়ে বেরিয়েছি অবনীবাবু !

অবনী। তাতে কী হয়েছে, দুপুরের রান্না হতে হতে আর একবার খিদে পেয়ে যাবে।

শতাব্দী। বেশ তাই হবে। কিন্তু শুভদার হালচাল সম্বন্ধে কিছু বলুন। সেই কথা শুনতেই এলাম।

অননী। হালচাল ! (হাসিয়া) সে কথা আর বলবেন না শতাব্দী দেবী। সাপুড়েরা যেমন সাপের হাতে আর ওঝারা যেমন ভূতের হাতে মরে, আমাদের শুভেশবাবুরও একদিন সেই দশা হবে।

শতাব্দী। মানে ?

অবনী। মানে ওঁর যে দুর্ব্বলতার—অথবা উন্মত্ততার যাই বলুন, খবর আপনি জানেন, আজকাল সেটা এতবেশী পরিমাণে বেড়ে গেছে যে একটা দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী।

শতাব্দী। আপনি বারণ করেন না কেন ?

অবনী। আমি বারণ করবো ? ভগবান আমাকে রক্ষা করুন। প্রতিদিন রাত্রি বারোটা, একটা, দুটোয় বাড়ী ফিরছেন সঙ্গে কেউ না কেউ একজন আছেই। দুহাতে টাকা ওড়াচ্ছেন। এদিকে জমিদারীর অবস্থা শোচনীয়। কী যে হবে সেই কথা ভেবে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। অথচ কিছু বলতে গেলেই একেবারে চটে আগুন হয়ে যান।

শতাব্দী। কী বলেন ?

অবনী। বলেন, অবনীবাবু, আর কতবার আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে এই জমিদারীর মালিক আপনি নন আমি। শুভাকাঙ্ক্ষী আমার অনেক আছে যে হেতু আমার টাকা আছে। ও আর আমি চাইনে। দয়া ক'রে আমার এই কথাগুলো মনে রাখবেন।

শতাব্দী। আমার কী মুস্কিল হয়েছে জানেন অবনীবাবু—আমি ঠিক এসব কথা শুভদার সঙ্গে কইতে পারিনে। অথচ এখন বুঝতে পারছি আমি ছাড়া আর কেউ ওঁকে সাহস ক'রে একথা বলতে পারবেও না। আচ্ছা আমি আজ বলবো। দেখি যদি ওকে ফেরাতে পারি ?

অবনী। আপনিই পারবেন শতাব্দী দেবী। কেননা, আপনার

ওপর ওঁর ভয়ানক টান, সে কথা আমি জানি। কারণ মাঝে মাঝে প্রায়ই আপনার কথা ওঠে—কিন্তু মজা হচ্ছে, আপনার সম্বন্ধে আলোচনাটাকে উনি খুব বেশী দূর এগোতে দেন না। কথা কইতে কইতে এক সময় হঠাৎ চুপ করে যান।

শতাব্দী। সেটা হচ্ছে—আমার সম্বন্ধে ওঁর খুব উচ্চ ধারণা ছিল কিন্তু আমি সেটা ইচ্ছে করেই ব্যর্থ করেছি। বোধ হয় সেই কথা মনে পড়ে যায়।

অবনী। তাই কি?

শতাব্দী। সত্যিই তাই। এ ছাড়া আর কোন কারণ তো আমি খুঁজে পাচ্ছিনে অবনীবাবু।

অবনী। তাই হবে বোধ হয়। আপনি বসুন, আমি শুভেশবাবুকে খবর দিচ্ছি আর ঠাকুরকে আপনার খাওয়ার কথাটা বলে আসি। আর যদি ওপরে যেতে চান—

শতাব্দী। না তার দরকার নেই, আপনি শুভদাকে খবর দিন, আমি এখানেই বসছি।

অবনী। আচ্ছা।

[অবনী উপরে উঠিয়া গেল। শতাব্দী খবরের কাগজখানি দেখিতে লাগিল। অমিয় চোরের মত চুপিচুপি প্রবেশ করিল। সে তরুণ কবি। নাম করিবার দুরাশা রহিয়াছে। দেখিতে সুন্দর। সে ধীরপদে শতাব্দীর পাশে গিয়া মেয়েলি গলায় কহিল]

অমিয়। নমস্কার!

শতাব্দী। (চমকাইয়া) কে? ও! আপনি। নমস্কার!

অমিয়। আমি আপনার কাছেই এসেছি।

শতাব্দী। সে তো দেখতেই পাচ্ছি, শুধু কাছে কেন—আমার পাশে এসেছেন। কিন্তু কেন?

অমিয়। আমার সেই নতুন গানগুলো আপনি বলেছিলেন আপনার ছবিতে ব্যবস্থা করে দেবেন।

শতাব্দী। বলেছিলাম নাকি? ও! তা' এটাতো আমার ষ্টুডিয়ো নয়, আপনি ভুল করেছেন, এটা আমার বন্ধুর বাড়ী।

অমিয়। জানি। কিন্তু ষ্টুডিয়োতে ঢুকতে দেয় না যে। শতাব্দী দেবীর সঙ্গে দেখা করবো বললে দরোয়ানগুলো হাসে। তাই, আজ বাইরে অপেক্ষা করছিলাম, আপনাকে বেরোতে দেখে একখানা ট্যাক্সি ক'রে আপনার পেছনে পেছনে এসেছি। তা আজ যখন আপনাকে একলা পেয়েছি তখন একখানা গান আজ শোনাবই শোনাবো।

শতাব্দী। অগত্যা।

অমিয়র গান

পথিক যে তোর প্রাণের দুয়ারে এলো
ওগো কুন্ঠিতা পরশ রতন বক্ষে তুলিয়া নে লো
যদি দর্শন তার পেলি
দেরে হৃদয় পদ্ম মেলি
তার চরণ ধোয়াতে নয়নে তোমার প্রেমের নির্ঝর ঢেলো।

প্রাণের পথিক আসেনি সে রাজ বেশে
খুলে ফেল্ তোর মণি আভরণ
ফুল কেন চারু কেশে।
তোর না রহিল ধূপ জ্বালা
তুমি না গাঁথিলে ফুলমালা
বাতায়নে দীপ না জ্বালিলে তুমি হৃদয়ের দীপ জেলো ॥

শতাব্দী। বাঃ! আপনিতো বেশ গাইতে পারেন, ফিল্মে নামেননা কেন?

অমিয়। আপনি একটু বলে দিলেই হয়।

শতাব্দী। আচ্ছা আমি মিঃ ঘোষকে বলে দেব।

অমিয়। আর একখানা গান শুন্‌বেন? এখানা আগের চাইতে ভাল।

শতাব্দী। কিন্তু একটা কথা, আমার এই বন্ধুটি অর্থাৎ এই বাড়ীর যিনি মালিক—ভীষণ বদরাগী। কত যে অপরিচিত লোককে রিভল্‌ভার নিয়ে তাড়া করেছেন তার আর শেষ নেই।

অমিয়। ভদ্রলোক বাড়ীতে এলে তাড়া করেন? অদ্ভুত লোক তো!

শতাব্দী। হ্যাঁ, অদ্ভুত লোক বলেই তো কাজটাও করে অদ্ভুত। বিশেষ ক'রে তরুণ কবিদের ওপর তো উনি একেবারে হাড়ে চটা।

অমিয়। মানে কী? তারা কি অপরাধ করেছে! এরকম লোককে গবর্ণমেণ্টের বাইরে রাখাই উচিত হয়নি। এ নিয়ে কাগজে লেখালেখি করা দরকার। সমাজের

একজন নামকরা লোকের এ রকম অভ্যেস থাকা মারাত্মক।

শতাব্দী। তাতো বটেই। আমার মনে হয়—কী দরকার শুধু শুধু একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে? আপনি সময় মত একদিন আমার বাড়ীতে যাবেন, সেদিন আপনার গান-গুলি শুনবো।

অমিয়। আচ্ছা আজ তবে যাই—নমস্কার!

শতাব্দী। নমস্কার!

[অমিয় চলিযা গেলে শুভেশ প্রবেশ করিযা একটি সিগারেট ধরাইল। তারপর কিছুক্ষণ সামনের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ শতাব্দীর দিকে ফিরিয়া কহিল]

শুভেশ। প্রায তিন মাস পরে দেখা না।

শতাব্দী। হ্যাঁ। আজ তিনমাস সাতদিন।

শুভেশ। ও! দিনের হিসেব অবধি ঠিক আছে? কিন্তু এত মনে রাখবার সময় পাও কখন? দিন রাত তো শুধু ছবিই তোলাচ্ছো?

শতাব্দী। হ্যাঁ। কী জানি কেন তবু মনে থাকে। হয়ত আমার মনেরই দোষ।

শুভেশ। আজ হঠাৎ এসে পড়লে, বিশেষ কিছু কথা আছে?

শতাব্দী। না। আজ সকাল থেকে কেবলই তোমার কথা মনে পড়ছিল, তাই একবার দেখতে এলাম—তুমি কেমন আছ?

শুভেশ। (হাসিয়া) বলতো দেখি, আমি কেমন আছি?

শতাব্দী। সত্যি কথা বলবো?

শুভেশ। নিশ্চয়।

শতাব্দী। রাগ করবেনা?

শুভেশ। না।

শতাব্দী। তুমি একটুও ভাল নেই। ভালতো নেই-ই, এমন কি ভাল থাকবার ইচ্ছে পর্য্যন্ত নেই। প্রত্যেক দিন রাত্তির একটা দুটোর সময় বাড়ী ফিরছো, সঙ্গে একটি না একটি মেয়ে আছেই। তুমি একবার বিচার ক'রে—বিবেচনা ক'রে দেখলেনা এতে কী ফল তুমি পাবে?

শুভেশ। কে তোমায় বলেছে এসব কথা?

শতাব্দী। কেউ বলেনি। আর বলতেই বা হবে কেন? চোখ নেই?

শুভেশ। চোখ আছে বটে, কিন্তু সে চোখ তোমার নেই, যাই হোক আমি বুঝতে পেরেছি—অবনী বলেছে।

শতাব্দী। না, তিনি আমায় কোন কথা বলেননি।

শুভেশ। ভয় নেই, এজন্যে তার চাকরী যাবেনা।

[নিঃশব্দে সিগারেট টানিতে লাগিল। যেন কী একটা চিন্তায় ডুবিয়া গেছে। আবহাওয়াটা অস্বস্তিকর হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই শতাব্দী কথা কহিল]

শতাব্দী। কিন্তু কেনই বা তুমি জীবনটাকে নিয়ে এমন ভাবে ছিনিমিনি খেলবে?

শুভেশ। কেন খেলবোনা? আমার জীবন এমন কিছু মূল্যবান

সম্পত্তি নয় যে সঞ্চয় ক'রে রেখে যেতে হবে। তাছাড়া আমার উত্তরাধিকারীও নেই।

শতাব্দী। কে বললে তোমার উত্তরাধিকারী নেই? নাই বা থাকলো উত্তরাধিকারী। তাই বলে তুমি যা ইচ্ছে তাই করবে নাকি? বেশ তোমার জমিদারী যদি তুমি না রেখে যেতে চাও—রেখোনা। কিন্তু মনুষ্যত্ব? তাও কি রাখবার দরকার নেই?

শুভেশ। না।

শতাব্দী। কেন?

শুভেশ। কেন! কারণ মানুষের গুণাবলীর এইসব বিশেষণে আমি বিশ্বাস করি না। কাজ আদায় করবার জন্য, স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মানুষই এইগুলো তৈরী ক'রে নিয়েছে। আমাকে দানব বলে প্রচার করলে একজনের সুবিধে, দেবতা বললে আর একজনের সুবিধে। বুঝতে পেরেছ?

শতাব্দী। আচ্ছা, তুমি দেবতা হও একথা আমি আর বলবোনা। কিন্তু ভদ্র হও—একথা বলতে পারি কি?

শুভেশ। তা বোধ হয় পারো।

শতাব্দী। তবে তাই বলছি ভদ্র হও। টাকা দিয়ে মেয়েদের প্রলুব্ধ ক'রে দিনের পর দিন যে ইতিহাস তুমি রচনা করছো, একদিন এই তোমার ধ্বংসের কারণ হবে। আজ হয়ত সকলের চোখকেই তুমি ফাঁকী দিতে পারছো, কিন্তু যেদিন তোমার বিচার হবে, সেদিন দেখবে এক জোড়া

চোখকে তুমি ফাঁকী দিতে পারোনি, যিনি দেখবার তিনি ঠিক দেখেছেন।

[শুভেশ হঠাৎ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল]

শুভেশ। ভারী ভাল লাগছে। বলে যাও—বলে যাও। মেয়েদের মুখে যখন এই সব একাদশী, পূর্ণিমা, স্বর্গ, নরক, সত্য-নারায়ণ—মঙ্গলচণ্ডীর কথা শুনি তখন আমার ভারী ভাল লাগে। Go on Please !

[এই আঘাতে শতাব্দীর চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। সে মুখ ফিরাইয়া রহিল শুভেশ তাহা লক্ষ্য করিল]

শুভেশ। রাগ করলে ?

শতাব্দী। না।

শুভেশ। আমাকে খুব নিষ্ঠুর বলে মনে হচ্ছে না ?

শতাব্দী। না।

শুভেশ। আমি এই যে ইচ্ছে ক'রে—

শতাব্দী। ইচ্ছে ক'রে ?

শুভেশ। হ্যাঁ, ইচ্ছে করে আজ তোমায় যে আঘাত দিলাম—তার জন্যে তুমি আমায় কিছু বলবে না ?

[শতাব্দী চুপ করিয়া রহিল]

শুভেশ। বুলু! মেয়েদের তরফ থেকে যে কথা তুমি আমাকে বললে—সেগুলো শুনতে ভাল। কিন্তু এ কথা কি ঠিক নয় যে মেয়েরা বাঁচতে চায় না ? তারা চায় মধুর মরণে মরতে !

শতাব্দী। তোমার একথা সত্যি নয়।

শুভেশ। আমার কথা সেণ্টপারসেণ্ট সত্যি। আমি তোমাকে এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। যে মেয়ের কাণে আছে রূপোর ঝুমকো, সে চায় সোণার কাণবালা, যার হাতে আছে সোণার চুড়ী—সে চায় হীরের ব্রেসলেট, যার আছে রিক্সায় যাবার ক্ষমতা—সে চায় ট্যাক্সিতে যেতে, আর যে পারে ট্যাক্সিতে যেতে—সে কিনতে চায় নিজস্ব মোটর কার, যার নিজস্ব 'কার' আছে সে চায় ক্রমাগত বছরের পর বছর মডেল বদল করতে। অথচ এদের দরিদ্র স্বামীদের, কুমারী হ'লে বাপেদের এই ধরণের সখ প্রত্যেকদিন তামিল করবার পয়সা নেই, ফলে মেয়েরা হ'ল বিদ্রোহী—এবং এই সৌখীনতার জন্য যে কোন রকম দাম দিতে প্রস্তুত হ'ল। পৃথিবীটা হচ্ছে সুবিধাবাদীর জায়গা—আমি তাদের সে সখ মেটাতে পারি, কারণ আমার অনেক টাকা আছে, অতএব জয় হ'ল আমারই।

শতাব্দী। তুমি কি বলতে চাও সব মেয়েই এই!

শুভেশ। না। কিন্তু বেশীর ভাগ মেয়েই যে এই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, নইলে আমি একদিন কোথাও না কোথাও বাধা পেতাম। আমি হচ্ছি জ্বলন্ত বয়লার—তোমরা তার কয়লা। যারা এই কয়লা সংগ্রহ করে আনে তারা কুলী। কুলীরা বয়লারে কয়লা দিয়ে চালায় জাহাজ, আর আমার কুলীরা আমাকে কয়লা দিয়ে চালায় সংসার। বয়লারের উত্তাপকেই দোষ দিচ্ছো বুলু, কিন্তু কয়লার

যোগান তো বন্ধ ক'রে দিচ্ছোনা ? দাও, দেখবে বয়লার আপনি নিবে গেছে।

শতাব্দী। বাংলা দেশের মেয়েরা যদি পাগল হ'য়ে গিয়ে থাকে, তুমি তাদের প্রশ্রয় দাও কেন ? তুমি তো তাদের বুঝিয়ে নিরস্ত করতে পারো ?

শুভেশ। আমি বুঝিয়ে নিরস্ত করবো ? না বুলু, এরকম ধন্যবাদ হীন কাজের মধ্যে আমি আর যেতে চাইনা। জীবনে একটি মাত্র মেয়েকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম সে আমার কথা শোনেনি। সেদিনকার সেই আঘাত আমি জীবনে ভুলবোনা।

[শতাব্দী মাথা নীচু করিল]

কি বুলু ! মাথা নীচু করছো কেন ! সেই মেয়েটিকে মনে পড়ে গেল বুঝি ?

শতাব্দী। তুমি থামো শুভদা !

শুভেশ। এইবার আমাকেই থামতে হবে—না ? সেই ভীরু পল্লী বালিকাকে পুকুর ঘাট থেকে উদ্ধার ক'রে এনে আমি চেয়েছিলাম যে সে শিক্ষাব্রতিনী হোক। তাকে হাত যোড় ক'রে বলেছিলাম—তুমি আমাদের দেশের এই কুশিক্ষার অন্ধকারকে দূর করো। ভুল বুঝে, পথ না চিনতে পেরে, দলে দলে যে সব মেয়ে আজ সমাজ থেকে,—জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে,—এ শুধু কুশিক্ষা আর অশিক্ষার প্রভাবে। সেই হারিয়ে যাওয়া তুমি বন্ধ করো বুলু... আমার সে অনুনয়ে তুমি কাণও দিলেনা, তুমি বেছে নিলে এই গণতোষিণীবৃত্তি।

শতাব্দী। আমার সেই অবাধ্যতাকে তুমি ক্ষমা ক’বো শুভদা! কিন্তু কেন আমি—থাক সে কথা।

শুভেশ। বলবেনা?

শতাব্দী। না।

[হরিয়ার প্রবেশ]

হরিয়া। এখনও তুমি চান কবলেনা খোকাবাবু!

শুভেশ। যাচ্ছি হরিয়া।

হরিয়া। এখুনি চলো।

[হঠাৎ হরিযাব দৃষ্টী পড়িল শতাব্দীর উপর। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে লক্ষ্য করিতে করিতে আগাইয়া আসিতে লাগিল]

হরিয়া। তুমি আমাদের বিপিন ভট্চাজ্যি মশাযেব মেয়ে বুলু না!

[শতাব্দী মাথা নত করিল]

হরিয়া। ঠিক! বুলুই তো বটে! তবে যে শুনেছিলাম তুমি পুকুব ঘাটে ডুবে মরেছে?…ও! এখন বুঝতে পারছি কেন খোকাবাবু কালবাত্তিরে ‘বুলু’ ‘বুলু’ ক’বে কাঁদছিল!

[বুলু মাথা তুলিয়া হরিয়া ও শুভেশের মুখের দিকে চাহিল।]

তোমার এই দশা হয়েছে? শ্বশুবেব কুলে কালি দিয়ে এখন কোলকাতায় এসে বসেছ? বলিহাবী!

শতাব্দী। হরিয়া! তুমি কবে এসেছ? গাঁয়েব সব ভাল আছে তো?

হরিয়া। তারা আর কোথায় যাবে? তাদের তো কোলকাতা সহর নেই! ছি,-ছি-ছি, বিপিন ভট্‌চাজ্যি মশায়ের নাম করলে লোকের দিন ভাল যায়, আর তার মেয়ে হ'য়ে কি না—তুমি! ছি ছি ছি, এব আগে গলায় দেবার জন্য কি একগাছা দড়িও জোটেনি—একটু বিষও কোথাও পাওনি?

শুভেশ। কী সব বকছিস্ ব্যাজোর ব্যাজোর ক'রে? যা এখান থেকে।

হরিয়া। তাই যাচ্ছি। আমি আর একদণ্ড এ বাড়ীতে থাকবো না। তোমাকেও বলি খোকাবাবু, তোমাব কি পাপের ভয় নেই? বামুনেব মেয়ে বুলু—ছি ছি ছি—যাবে যে সব পুড়ে ছারখার হ'য়ে! (বুলুর দিকে চাহিয়া) তাই তো বলি বুলু যদি জলেই ডুবে মবলো, তার লাস গেল কোথায়? ভট্‌চাজ্যি মশায় বাতে পঙ্গু, শুনে শুয়ে শুয়েই হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলেন।

শতাব্দী। বাবা,—বাবা এখন কেমন আছেন হরিয়া?

হরিয়া। তুমি আমার সঙ্গে কথা কয়োনা। আমরা ছোট জাত, তোমাদের উঠানে ঢুকতে আমাদের ভয় করে। সেই ঘরেব মেয়ে তুমি, তোমার সঙ্গে কথা কইলেও বোধ হয় আজ আমাকে নাইতে হবে। ছি ছি ছি! আরও কত দেখতে হবে ভগবান—আরও কত দেখতে হবে?

[কাঁদিতে কাঁদিতে ভিতরে চলিয়া গেল]

শুভেশ। হরিয়াটা বড় বাড়াবাড়ি করে।

শতাব্দী না শুভদা বাড়াবাড়ি নয়। হরিয়ার কান্না আমাদের প্রাচীন সমাজের কান্না। যে সমাজ সকালে সন্ধ্যায় তুলসীতলায় প্রণাম করে, ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ দেখিয়ে শাঁখ বাজায়। যেখানে নিত্য কীর্ত্তন, গীতা, ভাগবত পাঠ হয়, সেই আমাদের কুশিক্ষায় আর কুসংস্কারে ভরা, ম্যালেরিয়ায় মরা, ঝিঁঝিঁ ডাকা পল্লীগ্রামের স্থবির সমাজ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আজ তার শেষ কান্না কেঁদে গেল। এ আমি কি করলাম—শুভদা—এ আমি কি করলাম। সভ্যতার মোহে আমি শুচিতা বিসর্জ্জন দিলাম!

[ধীরপদে ভিতরে চলিয়া গেল]

[শুভেশ দ্রুতপদে শতাব্দীর পিছনে যাইবার চেষ্টা করিল—তারপর কী ভাবিয়া ঘরের মাঝখানে দাড়াইয়া তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল। পিছন হইতে ধীরপদে প্রবেশ করিল নমিতা। তাহার মুখ চোখ ম্লান, চুলগুলি অবিন্যস্ত। দেখিলে মনে হয় খানিক আগে সে বেশ কাঁদিয়াছে। সে আসিয়া শুভেশের কাঁধে হাত দিল]

শুভেশ। কে? ও! তুমি। কি চাই?

নমিতা। চাই অনেক কিছু। কিন্তু তোমার মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে যেন আমায় তুমি চিনতে চাইছোনা।

শুভেশ। কেন চিনতে চাইবোনা? কী বলবে চটপট বলো—আমার এখন দাঁড়াবার সময় নেই।

নমিতা। ও! আজ আমার সঙ্গে এক মিনিট দাঁড়িয়ে কথা বলবার সময়টুকু পর্য্যন্ত তোমাব নেই? বেশ, তবে কাজের কথাই বলছি। যিনি এইমাত্র ও ঘবে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন—তিনি কে? শতাব্দী না?

শুভেশ। অনধিকার চর্চ্চা। তোমার কাজেব কথা বল!

নমিতা। আচ্ছা আমার কাজেব কথাই বলছি। তোমাকে চিঠি লিখে হয়রাণ হয়ে শেষে অবনীবাবুকে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম, পেয়েছো?

শুভেশ। হ্যাঁ—ওই রকম কী যেন একখানা চিঠির কথা অবনীবাবু বলছিলেন বটে, কিন্তু তাব উত্তরতো তুমি বাড়ীতে বসেই পেতে!

নমিতা। না, আমার বাড়ীতে বসে থাকবাব উপায় নেই, আমি যে কি ভয়ানক বিপদে পড়েছি তা তুমি জানোনা বলেই আজ আমাব সঙ্গে এমনভাবে কথা কইছো।

শুভেশ। অত কথা আমার শোনবার সময় নেই। এক কথায় তোমার বক্তব্য বলো!

নমিতা। এক কথায় বলতে হবে? বেশ! আমাকে তুমি বিপদ থেকে রক্ষা করো।

শুভেশ। কী বিপদ?

নমিতা, আমার বিপদ? (চারিদিকে চাহিয়া) তুমি বুঝতে পারছোনা আমার কি বিপদ? আমি ভয়ে আমার বাবা মায়েব মুখের দিকে চাইতে পারিনে, সমাজে আমি মিশতে পারিনে, শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে কান্নাই আমার একমাত্র সম্বল। তুমি আমাকে বাঁচাও।

শুভেশ। ও ! তা বেশ তো, সোজা কোন মেটর্নিটি হোমে চলে যাও সেখানে সমস্ত ব্যবস্থাই রয়েছে, যা টাকা লাগে আমি দেব।

নমিতা। তুমি এত সহজে এ সমস্যার মীমাংসা ক'রে দেবে এ আমি ভাবতেও পারিনি। আমার এতবড় বিপদে তুমি শুধু বললে—যা টাকা লাগে দেব ! তুমি অমন করোনা, তাহলে কার মুখের দিকে চেয়ে আমি বুকে বল পাবো ? তুমি যে আমাকে বিয়ে করবে বলেছিলে (শুভেশ মুচকিয়া হাসিতেছিল) দয়া করো—দয়া করো, আমাকে দয়া করো, আমি যে তোমাকে আমার সম্ভ্রম দিয়েছি।

[শুভেশের পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল]

শুভেশ। (সরিয়া গিয়া) ভুল করছো নমিতা, তুমি আমাকে ভালবেসে সম্ভ্রম দান করোনি—তোমার প্রয়োজনে সম্ভ্রম বিক্রী করেছ ! আমি তোমাকে তার জন্য অনেক দাম দিয়েছি। অবশ্য আজও তোমাকে আমি টাকা দেবনা বলবোনা, টাকা দেবো।

নমিতা। তুমি আমাকে আর কোনরকম সাহায্য করবেনা ?

শুভেশ। করবোনা নয় করতে পারবোনা।

নমিতা। তুমি এত বড় লোক, সমাজে তোমার এত নাম—এত সম্মান —তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবেনা, এই কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে ?

শুভেশ। বিশ্বাস না করলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আমার সেই নাম আর সম্মান এই সব তুচ্ছ কাজের জন্য আমি খরচ করবোনা। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি তোমাকে পাঁচশো

টাকা দিচ্ছি, এখন নিয়ে যাও, পরে দরকার হ'লে আরও দেবো। বড় জল তেষ্টা পেয়েছে। ওরে হরিয়া! আমাকে একগ্লাস জল পাঠিয়ে দে তো! তুমি দাঁড়াও আমি টাকা এনে দিচ্ছি।

[শুভেশের প্রস্থান]

[চাকর এক গ্লাস জল দিয়া গেল, সে চলিয়া গেলে নমিতা দাঁতে দাঁত চাপিয়া কী ভাবিল। তারপর দ্রুতহস্তে ব্যাগের ভিতর হইতে একটি পুরিয়া বাহির করিয়া সেই গেলাসের জলের মধ্যে ঢালিয়া দিল। উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া শতাব্দী ইহা লক্ষ্য করিল। শুভেশ প্রবেশ করিয়া কহিল]

শুভেশ। এই নাও পাঁচশো টাকা। পরে যদি লাগে আরও দেব।

নমিতা। Thank you. তুমি আজ আমায় বাঁচালে। এই টাকা দিয়ে আমি যাহোক একটা ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারবো। আর একটা অনুরোধ করবো ?

শুভেশ। বলো।

নমিতা। তুমি তৃষ্ণার্ত্ত বলছিলে। চাকর জল দিয়ে গেছে, আমার হাত থেকে আজ তুমি এই জলটুকু খাও। কে জানে বাঁচবো কি মরবো, হয়ত আর দেখা হবে কি হবেনা।

শুভেশ। বেশ তো দাও!

[জল দিতে যাইবে এমন সময় শতাব্দী ছুটিয়া আসিয়া নমিতার হাত চাপিয়া ধবিল]

শতাব্দী। খেওনা শুভদা, এ জল খেওনা—এতে বিষ আছে।

শুভেশ। বিষ! সেকি! নমিতা!

[নমিতা প্রাণপণে শতাব্দীর হাত ছাড়াইবার চেষ্টা কবিতে লাগিল]

নমিতা ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি ওকে বিষ খাওয়াবো, তোমাব পায়ে পড়ি শতাব্দী, আমাকে ছেড়ে দাও। এই বিষ আমি বেখেছিলাম নিজে খাব বলে, কিন্তু আমি মববাব আগে ওকে মেবে বেখে। যাবো ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। (কাঁদিযা উঠিল)

শতাব্দী। ছি ছি এ কাজ কবতে নেই ভাই।

নমিতা। তুমি ওকে জানোনা—তাই একথা বলছো। আমাব মত অনেক মেযে আজ ওকে মাববাব সুযোগ খুঁজছে, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, তোমাব পায়ে পড়ি—পায়ে পড়ি।

[শতাব্দী ও নমিতা গেলাসটি লইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। একজন চায় বাঁচাইতে আব একজন বিনাশ কবিতে। দুইটি নারীর এই আন্তবিক প্রয়াস দেখিয়া শুভেশ উচ্চৈ স্ববে হাসিয়া উঠিল। অতি তীব্র ও পৈশাচিক হাসি। তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা নামিয়া আসিলে এই নিষ্ঠুর দৃশ্যের অবসান ঘটিল।]

চতুর্থ অঙ্ক

[শতাব্দীর ড্রয়িং রুম। চমৎকার সাজানো ঘর। সোফা ইত্যাদি দিয়া সাজানো। টেবিল অর্গ্যান। উপর হইতে দুইটি এক ডিজাইনের প্রকাণ্ড আলোর ঝাড় ঝুলিতেছে। সময় রাত্রি ৭টা।

দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল ঘরের চারিদিকে ফিল্ম কোংর মিউজিসিয়ানগণ ইতস্ততঃ যন্ত্রাদি লইয়া বসিয়া আছে। মনে হয় একটু আগে গানের রিহারস্থাল হইয়াছে। পুনরায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা একটু বিশ্রাম করিয়া লইতেছেন। সুরশিল্পী এক খানি সোফায় ও শতাব্দী আর একখানি সোফায় বসিয়া আছে। একটু পরে সুর-শিল্পী অনাথ সুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

অনাথ। আর একবার শতাব্দী দেবী, আর একবার গাইলেই হ'য়ে যাবে।

শতাব্দী। বেশতো, গাইছি।

অনাথ। আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?

শতাব্দী। না।

অনাথ। কষ্ট হ'লে বলুন ! আমরা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে আরম্ভ করবো !

শতাব্দী। না, আমার কষ্ট হচ্ছে না—আপনারা আরম্ভ করুন।

অনাথ। Ready Boys.

[মৃদুস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ হইল]

অনাথ। আপনি প্রথম লাইন এখানে দাঁড়িয়ে গাইবেন, তারপর যাবেন ওই জানলার কাছে, সেখানে প্রথম লাইন repeat হবে। তারপর দ্বিতীয় লাইন—এই ভাবে চলবে। ডিবেকস্‌নগুলো মনে আছে তো ? বাইরে কিন্তু ভয়ানক বৃষ্টি হচ্ছে !

শতাব্দী। হ্যাঁ।

অনাথ। আচ্ছা—Ready—One—Two—Go—

[সঙ্গে সঙ্গে শতাব্দী গান সুরু করিল।]

শতাব্দী। (গান) চলো চলো চলো
কেতকীর বনে চলো।

অনাথ। বাঃ বাঃ বেশ। এবারে ওই জানলার কাছে যান।

শতাব্দী। (গান)

চলো চলো চলো
কেতকীর বনে চলো
বাদল নেমেছে বিরহী বাদল
বেদনায় ছলোছলো।
কেতকীর বনে চলো।

ধারা বরিষণে স্নান ক'রে আসি
সেইখানে হোক ভালবাসাবাসি
বিকশিত হোক মর্ম্ম সায়রে
শত রাঙা শতদল।

বনের গহনে গোপনে গোপনে চোখে চোখে হবে চাওয়া
ক জর আঁধারে বুঝি বারে বারে বহিবে পূবালী হাওয়া
শিহরিবে নব নীপ বনতল
গগনে সঘনে ঝরিবে বাদল
অঙ্গে অঙ্গে জাগিবে পুলক
অপরূপ ঝলোমলো।

অনাথ। চমৎকার! চমৎকার! এ ছাবি এবার 'হিট' না করেই যায় না।

[গান চলিতে লাগিল। অনাথ মাঝে মাঝে এইরূপ স্তাবকতার বাণী ছুঁড়িতে লাগিল গান শেষ হইয়া গেলে অনাথ হাততালি দিল]

অনাথ। এবার আর রক্ষে নেই, বুঝলেন শতাব্দী দেবী এবার আর রক্ষে নেই, সারা ভারতবর্ষে এবার আগুণ জালিয়ে দেবো।

শতাব্দী। অগ্নিকাণ্ড করবেন?

অনাথ। করবোই তো। এবার আর কেউ আমায় রুখতে পারবেনা, যাহোক কিছু একটা ক'রে ফেলবো। আপনার ষ্টাইল তো ইতিমধ্যেই লোকে নকল করতে আরম্ভ করেছে, গান গাইবার ভঙ্গীটাও সবাই নিলো

বলে। তাছাড়া আমেরিকা থেকে গাড়ী আসছে যে! এই যেমন 'মরিস' 'পন্টিয়্যাক' সেভ্রলেট' 'কাডিল্যাক', তেমনি তার নাম হবে 'শতাব্দী' সিক্স সিলেণ্ডার ডিল্যুক্স! বুঝলেন?

শতাব্দী। গান কি আর গাইতে হবে?

অনাথ। না, আর গাইতে হবেনা, স্যুটিংয়ের দিনে আর একবার গেয়ে নিলেই হবে।

শতাব্দী। এ ছবিটির স্যুটিং আরম্ভ হতে এখনও দেরী আছে না?

অনাথ। বিশেষ দেরী নেই। সেট, স্যাটিং সিডিউল সবই কমপ্লিট হ'য়ে গেছে—আর দেরী কি? পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই আরম্ভ হয়ে যাবে। আচ্ছা তাহ'লে আমরা উঠি, কি বলুন?

শতাব্দী। আচ্ছা।

অনাথ। আপনার নতুন ছবিখানা দেখে এসেছেন?

শতাব্দী। না। সবেতো পরশু released হয়েছে—

অনাথ। দেখে আসবেন। অবিশ্যি আপনার মুখের সামনে কিছু বলবোনা তাই—নইলে গ্রেটা গার্বো, জোয়ান ক্রফোর্ড, নর্মা শিয়ায়ার, সে সব এবার আপনার কাছে শেষ হয়ে গেছে। কোলকাতার বাজারে আর কারুর ছবিকে করে খেতে হবেনা। বুঝলেন?

শতাব্দী। ও!

অনাথ। হ্যাঁ। এ কথা যারাই দেখছে, তারাই বলছে। আর তাছাড়া না বলে উপায় কি? দেশশুদ্ধ লোক যে শতাব্দী

দেবীর অন্ধ ভক্ত। একজন ভদ্রলোক তো আপনার ছবির জন্য season Ticketই কিনেছেন ! আর আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য the Elites of the society তো ক্ষেপে উঠেছে ! কী যে কাণ্ড করেছেন এই এক বছরের মধ্যে—বাস্তবিক বাহাদুরী বটে। আচ্ছা আজ তবে আমরা চলি।

শতাব্দী। আচ্ছা।

[দলবল সহ অনাথের প্রস্থান। শতাব্দী একটা সোফায় বসিয়া কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল। তারপর নিজের মনেই কহিল]

শতাব্দী। দেশশুদ্ধ লোক যে শতাব্দী দেবীর অন্ধ ভক্ত, কী যে কাণ্ড করেছেন এই এক বছরের মধ্যে। বাস্তবিক বাহাদুরী বটে। কিন্তু কী দাম দিয়ে এই বাহাদুরী কিনেছি—(হাসিয়া) সে আমিই জানি। ..... .আমিই জানি।

[ইতিমধ্যে পিছন হইতে অমিয় প্রবেশ করিয়া একখানি সোফায় বসিয়া পড়িয়া ছিল। শতাব্দীর মুখে 'আমি জানি' শুনিয়া বলিল]

অমিয়। ককৃখনোনা। আপনি কিছুতেই জানতে পারেন নি শতাব্দী দেবী, আমি বাজী রেখে বলতে পারি।

শতাব্দী। আপনি ? কী খবর ?

[সম্মুখের সোফায় আসিয়া বসিল]

অমিয়। আপনি বলেছিলেন সেই গানগুলো আনতে। সেগুলো

আজ নিয়ে এলাম। ভালই হয়েছে যে আপনাকে আজ একা পেলাম। যখনই আসি তখনই দেখি ড্রয়িং রুম লোকে একদম ভর্ত্তি। হয় সিনেমা কোম্পানীর, নয় রেকর্ড কোম্পানীর, নয় রেডিও কোম্পানীর। কী ক'রে যে এত সহ্য করেন—ভেবেই পাইনে।

শতাব্দী। সহ্য করতে হয় অমিয়বাবু, সহ্য না ক'রে উপায় কী? কিন্তু আপনার গান তো বোধ হয় আজও আমার শোনা হলনা। কেননা আজ আমি এত ক্লান্ত যে—

অমিয়। ষ্টুডিয়ো যেতে হয়েছিল বুঝি?

শতাব্দী। না, বাড়ীতেই musiciansরা এসেছিল, নতুন ছবির একখানা গান শিখিয়ে গেল।

অমিয়। নতুন ছবির গান? হায় হায়! তবে ত দেখছি এ ছবিতেও আমার গান গেল না।

শতাব্দী। অত ব্যস্ত হলে কি চলে অমিয়বাবু? দুর্ল্লভকে পেতে হলে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে জানা চাই। অনর্থক ব্যস্ত হ'লে দূরের জিনিষ দূরেই থাকবে আর মাঝে থেকে আপনার জীবন যাবে ফুরিয়ে। আপনি তো কবি—আমি ঠিক কথা বলছি কি না?

অমিয়। নিশ্চয়ই ঠিক কথা বলছেন! কিন্তু কি জানেন—অপেক্ষা করাটাও আবার ছ সাত মাস হ'য়ে গেল কিনা তাই—

শতাব্দী। মাত্র ছ' সাত মাস? আর আমি কতদিন থেকে অপেক্ষা করছি জানেন? জ্ঞান হওয়া থেকে।

অমিয়। আপনি অপেক্ষা করছেন? আপনি কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন শতাব্দী দেবী?

শতাব্দী। ওই যে বললাম—দুর্লভকে পাবার আশায়।

অমিয়। আপনার আবার দুর্লভ কী? কী যে বলেন শতাব্দী দেবী! আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন!

শতাব্দী। একটুও ঠাট্টা করছিনে। আমারও দুর্লভ আছে অমিয় বাবু, তাকে পাবার সাধনাই আমার সারা জীবনের সাধনা। ছেলেবেলায় ফুল পাড়তে-পাড়তে সেই সাধনা করেছি—সংসার করতে করতে সেই সাধনাই করেছি, এখনও সেই সাধনাই করছি। তবু সেই দুর্লভকে আজও আমি পেলাম না। (নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হয়ত এজন্মেই আর পাবোনা।

অমিয়। আপনারও দুঃখ আছে শতাব্দী দেবী? আমি যে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

শতাব্দী। তাই হবেন। সকলকে অবাক করাব দুঃখই আমার। কিন্তু আজ আর কথা কইতে ভাল লাগছেনা অমিয়বাবু, কিছু যদি মনে না করেন তবে আমি আপনাকে এখন উঠতে বলবো।

অমিয়। এখনি আমি চলে যাচ্ছি। আপনি ক্লান্ত, একথা শুনেও এখানে বসে থেকে আপনাকে আরও ক্লান্ত ক'রে তুলবো—এত বড় পাপিষ্ঠ আমি নই। কিন্তু আমি তাহলে কবে আসবো?

শতাব্দী। যেদিন ইচ্ছে আসবেন।

অমিয়। আচ্ছা! আজ তাহ'লে আসি নমস্কার।

শতাব্দী। নমস্কার!

[অমিয় চলিয়া যাইবে এমন সময় অবনী প্রবেশ করিল। সে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্দৃষ্টিতে অমিয়কে লক্ষ্য করিল। অমিয় সঙ্কুচিতভাবে বাহির হইয়া গেল]

অবনী। উনি কে?

শতাব্দী। আসুন অবনীবাবু—উনি একজন কবি। এখানে আসেন আমার কোন একটা ছবিতে কিছু গান জোগাবেন বলে।

অবনী। হায়রে দুরাশা!

শতাব্দী। দুরাশা কেন?

অবনী। কি জানি আমার তাই মনে হয়। আমার মনে হয় এই সব সিনেমা কোম্পানীর প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা পরি-মণ্ডল আছে, সেখানে প্রত্যেক কাজের জন্য এক একটি লোক ঠিক হ'য়ে থাকে। এমন কি ভালবাসার ক্ষেত্রেও তাদের এই ব্যবস্থার বদল হয় না।

শতাব্দী। কী জানি অবনীবাবু। আমি অত শত বুঝিনে। পার্ট পাই, প্লে করে আসি। আর ভালবাসা? আমার মনে হয় ও বস্তুটি কাল্পনিক।

অবনী। আপনি কী বলছেন শতাব্দী দেবী, ভালবাসা কাল্পনিক?

শতাব্দী। আমার তাই মনে হয়। আমার মনে হয়—আপনারা পুরুষেরা যেমন শাস্ত্র রচনা ক'রে নিজেদের নানা দিক থেকে সুবিধে ক'রে নিয়েছেন,—তেমনি ভালবাসা

ইত্যাদি গোটাকতক কথা তৈরী ক'রেও আপনাদের কম সুবিধে হয়নি।

অবনী। সুবিধে বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?

শতাব্দী। বোঝাতে আমি কিছুই চাইছিনে। আপনাকে বোঝাবো এত বিদ্যে আর এত স্পর্দ্ধা আমার নেই। তবে আমার মনে হয়, যে আপনারা যখন মেয়েদের ভালবাসার কথা বলেন —তখন তারা সে কথা বিশ্বাস করে—আর এই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে আপনারা করেন বিশ্বাসঘাতকতা।

অবনী। ছিছি শতাব্দী দেবী, এমন কথা আপনি বলবেন না। পুরুষের প্রেম কি এতই ঠুনকো জিনিষ? ভালবাসার জন্যে পুরুষ কি কোনদিন কোন ত্যাগ স্বীকাব করেনি?

শতাব্দী। পুরুষের প্রেম! (নিঃশ্বাস ফেলিয়া) যাক্—কী খবর বলুন তো?

অবনী। হ্যাঁ, খবর আছে বইকি? বিশেষ ক'রে শুভেশবাবুর সম্বন্ধেই খবব আছে!

শতাব্দী। বলুন।

অবনী। মানে, এই কোলকাতা সহরের বুকে—যে কাণ্ড উনি করছেন, তাতে আজ না হোক, এক বছর পরে ওঁকে জেলের বাইরে রাখা কঠিন হবে।

শতাব্দী। আমাকে কেন এসব কথা শোনাচ্ছেন অবনীবাবু? আমাকে না বলে আপনারা বরং নিজেরা চেষ্টা ক'রে দেখুন, যদি ওঁকে শোধরাতে পারেন।

অবনী। ওঁকে শোধরানো আর কারুর সাধ্য নয়, এক পাবেন আপনি। আমরা খুব আশা করেছিলাম যে সেদিনের

ঘটনার পর আপনি রোজই একবার ক'রে সেখানে যাবেন, তাহলেই শুভেশবাবুর শুধ্‌রে উঠতে আর দেরী হবেন।।

শতাব্দী। আমি! (হাসিয়া উঠিল)

অবনী। হাসবেন না শতাব্দী দেবী। আমরা জানি আপনাকে উনি সত্যিই ভালবাসেন।

শতাব্দী। আবার সেই ভালবাসা! আচ্ছা, ওই শব্দটা বাদ দিয়ে কথা বলুনতো অবনীবাবু! দেখি আপনি পারেন কিনা?

অবনী। বেশ, ভালবাসার কথা না হয় মুলতুবী রইলো, কিন্তু শুভেশবাবুর কাছে আপনি মাঝে মাঝে গেলে পারেন তো?

শতাব্দী। হরিণ যাবে ব্যাধের কাছে ধর্ম্মোপদেশ শোন্‌তে?

অবনী। কিন্তু আপনি যে ব্যাধের প্রিয় হরিণ, আপনার ভয় কি?

শতাব্দী। বিশেষ ভয়। সে দিন যে দৃশ্য আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি—তা আমি কোনদিন ভুলবো না। মানুষের ওপর মানুষ যে ওরকম অবিচার করতে পারে, না দেখলে এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না।

অবনী। এখন বিশ্বাস হয়েছে?

শতাব্দী। হ্যাঁ।

অবনী। তাহ'লেই মনে করুন, যে দৃশ্য আপনি একদিন দেখে এত কাতর হ'য়ে পড়েছেন—সেই দৃশ্য আমাদের প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে দেখতে হয়। অথচ কিছু বলবার উপায় নেই। প্রথমতঃ মনিব, দ্বিতীয়তঃ বলতে গেলেই চটে উঠবেন!

শতাব্দী। সেটা শুভদার চিরকালের স্বভাব। ওঁর কথার ওপর কেউ কথা কইলে সেটা উনি সহ্য করেন না। ছেলে বেলায় এই নিয়ে কতদিন যে ওঁর হাতে মার খেয়েছি, তা বলবার নয়।

অবনী। আপনারা বাল্যবন্ধু না?

শতাব্দী। হ্যাঁ।

অবনী। ও! তাই বুঝি শুভেশবাবু আপনাকে 'বুলু' 'বুলু' ক'রে ডাকেন?

শতাব্দী। আপনি কোথায় শুনলেন এই ডাক?

অবনী। না, সেদিন উনি আপনাকে ডাকছিলেন কিনা, তাই শুনেছি।

শতাব্দী। হ্যাঁ, উনি আমাকে বুলু বলেই ডাকেন।

অবনী। দেখুনতো, কী মধুর সম্বন্ধ আপনাদের! আপনার কথাই যদি না শোনেন, তবে কী আমাদের কথা শুনবেন?

শতাব্দী। আচ্ছা, অবনীবাবু?

অবনী। বলুন!

শতাব্দী। সেই মেয়েটি,—যে সেদিন ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েছিল—

অবনী। হ্যাঁ, সেতো মারা গেছে।

শতাব্দী। তা জানি। আমি জিগ্যেস করছি—সে ব্যাপারটা নিয়ে গণ্ডগোল তো বিশেষ কিছু হয়নি?

অবনী। গণ্ডগোল হয়নি—তবে হাজার বিশেক টাকা খরচ হ'য়ে গেছে।

শতাব্দী। (হাসিয়া) বেশ আছেন কিন্তু আপনারা।

অবনী। হ্যাঁ, তা বেশ আছি। এই আমাদের জীবন আর এই আমাদের চাকরী।

শতাব্দী। আপনি একটু বসুন অবনীবাবু, আমি একটু মুখে চোখে জল দিয়ে আসি, বড্ড খাটুনী গেছে কিনা তাই মাথাটা কেমন ঘুরছে।

অবনী। আচ্ছা।

[শতাব্দীর প্রস্থান]

[শুভেশের প্রবেশ। সে ঘরের মধ্যে অবনীকে একা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া একটু অবাক ও একটু বিরক্ত হইল]

শুভেশ। অবনীবাবু যে! আপনি কি মশাই পৃথিবীর একটি কোণও আমার জন্যে খালি রাখবেন না—যেখানে গেলে আমি বুঝবো যে সেখানে আমি ছাড়া আর কারুর গতিবিধি নেই?

অবনী। কেন, একথা বলছেন কেন?

শুভেশ। বাধ্য হ'য়ে বলতে হচ্ছে। আমার একটা মিথ্যে ধারণা ছিল যে শতাব্দীর এখানে আপনি আসেননা।

অবনী। আসিনাতো! কেবল আজ একটা বিশেষ দরকারে—

শুভেশ। অনিচ্ছাসত্ত্বে এসে পড়েছেন? ভারী দুঃখের ব্যাপার। অনিচ্ছাসত্ত্বে—অবাঞ্ছিত জায়গায় যাওয়ার চাইতে দুঃখের কথা আর কিছু নেই! তা' অনিচ্ছাসত্ত্বে আর কতক্ষণ এখানে থাকবেন?

অবনী। কিছুনা আমি এখুনি উঠবো। কেবল—

শুভেশ। কেবল শতাব্দীর মুখখানা যাবার আগে আর একবার দেখে যাবেন? আচ্ছা ওর মুখখানা সত্যিই সুন্দর না?

অবনী। আমি স্যার—

শুভেশ। আপনাকে তো আমার অবাধ অধিকার দেওয়া আছে—যে আপনি প্রাণ খুলে আমার সঙ্গে কথা কইবেন। কোন দ্বিধা, কোন সঙ্কোচের প্রয়োজন নেই।

[শতাব্দীর প্রবেশ। কান্নার চিহ্ন তাহার মুখে চোখে পরিস্ফুট]

অবনী। আমি এবার উঠি শতাব্দী দেবী!

শুভেশ। এখনই যাবেন? অনিচ্ছাসত্ত্বেও আর একটু দেখে গেলে হ'তনা?

অবনী। না স্যার। আমার একটু কাজও রয়েছে।

শতাব্দী। আচ্ছা তবে আসুন।

শুভেশ। আহা! তা আসবেন বৈকি! দেখুন আপনি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এখানে আসবেন—বুঝলেন?

[অবনী একবার শুভেশের দিকে ও শতাব্দীর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল]

শতাব্দী। তুমি হঠাৎ?

শুভেশ। তোমাকে দেখতে এলাম।

শতাব্দী। আমার সৌভাগ্য। কিন্তু বিনা কারণে তুমি আজ এক মাস পরে আমার সঙ্গে শুধু দেখা করতে এসেছ, একথাটা সহজে মেনে নিতে পারছিনে।

শুভেশ। তোমার কি মনে হয় ? অন্য কারণ কিছু আছে ?

শতাব্দী। হ্যাঁ।

[শুভেশ একটি সিগারেট ধরাইল তারপর কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া শুধু চুপ করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল। তারপর হঠাৎ এক সময় বলিল]

শুভেশ। সত্যিই কারণ আছে বুলু, আমি এমনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। কিন্তু কী করে ধরলে বলতো ?

শতাব্দী। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে পেয়েছিলাম খেলার সাথী হিসেবে। তোমার মনের কথা জানা আমার পক্ষে কি খুব শক্ত কাজ বলে মনে কর ?

শুভেশ। শক্ত নয় ?

শতাব্দী। না। তোমার মুখের প্রত্যেকটি রেখা আমার মুখস্থ। কিন্তু সে কথা যাক্—তোমার কাজের কথা বলো !

শুভেশ। কাজের কথা ?

[কোন কথা না বলিয়া শুভেশ পায়চারী করিতে লাগিল। একবার বলিতে যাইয়া আবার সিগারেট টানিতে টানিতে পায়চারী করিতে লাগিল। মনে হয় সে যেন কত কী ভাবিতেছে এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিলে —সে বলিল]

শুভেশ। বুলু !

শতাব্দী। বলো।

শুভেশ। চলো আমরা কোথাও চলে যাই। এই সহর থেকে, সভ্যতা থেকে, এই নাম সম্মান প্রতিপত্তি থেকে, চলে

যাই কোন এক বনের ধারে, যেখানে আছে গাছের ফল—পাখীর ডাক আর নদীর জল। চলো যাবে ?

শতাব্দী। অভিনয়টা ভাল হচ্ছে।

শুভেশ। আমি অভিনয় করছিনা বুলু। আজ আমি যা বলছি এর চাইতে সত্যি কথা আমি কোনদিন বলিনি। আমি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। আজ কয়েকদিন থেকে এই চিন্তাই আমাকে পাগল করে তুলেছে,—এই মানুষের অরণ্য থেকে আমি পালিয়ে যেতে চাই, প্রকৃতির অরণ্যে।

শতাব্দী। বেশতো যাও। (নিরুত্তর)

শুভেশ। যদি যেতেই হয় তবে কিন্তু আমি একা যাবোনা বুলু। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

শতাব্দী। আমাকে ?

শুভেশ। হ্যাঁ তোমাকে। গ্রাম থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে সহরে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম,—আজ আবার সহর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে বনে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করবো।

শতাব্দী। আমি কি পাথর ? চিরকাল আমি তোমার হাতে হাতে ঘুরবো ? আমার নিজস্ব কোন মতামত নেই ? তুমি যখন যেখানে বলবে, আমাকে সেইখানেই যেতে হবে ?

শুভেশ। হ্যাঁ তাই যেতে হবে। আজকের শতাব্দীকে রচনা করেছি আমি। আমি যদি যাই, তবে আমার সেই রচনাও মুছে দিয়ে যাবো।

শতাব্দী। কোথায় যেতে হবে আমাকে তোমার সঙ্গে ?

শুভেশ। কোথায় যেতে হবে তা বলতে পারবোনা। যেখানে নিয়ে যাবো সেখানেই যাবে। তুমি থাকবে আমার পাশে

আমার কর্ম্মরূপিণী হ'য়ে। দিনের উৎসাহ আর রাত্রির নিদ্রা দুই-ই জোগাবে তুমি।

শতাব্দী। তোমাব এই সব কথা আমি বিশ্বাস করবো মনে করেছো? (গলায় কান্না ছল ছল কবিতেছে)

শুভেশ। বিশ্বাস কবরেনা?

শতাব্দী। না—না—না।

[ছুটিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। শুভেশ তাহাকে অনুসরণ করিল। দৃশ্য ঘুরিয়া আসিল বুলুর শয়ন কক্ষে। দেখা গেল বুলু বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেজে। শুভেশ দ্রুতপদে প্রবেশ করিল]

শুভেশ' বুলু! বুলু! (বুলু চুপ)

শুভেশ। বুলু!

[বুলু মাথা তুলিল। দেখা গেল তাহার দুই চোখ জলে ভাসিতেছে]

শতাব্দী। কী?

শুভেশ। কেন তুমি আমায় বিশ্বাস করবেনা, সে কথা তোমায় বলতে হবে!

শতাব্দী! কেন তোমায় বিশ্বাস করবো? আজ পর্য্যন্ত ক'টী মেয়ের প্রতি সুবিচার করেছো শুনি?

শুভেশ। একটা মেয়েব প্রতি—সে তুমি।

শতাব্দী। আমার প্রতি সুবিচাব কবেছো? থাক্ সে কথা! খোসা-মোদ ক'রে আমায় ভোলাতে পারবে না শুভদা। পয়সা দিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে পৃথিবীর সব মেয়েকে তুমি জয় কবতে পারবে—পারবেনা শুধু আমাকে।

শুভেশ। তা' জানি। তাইতো তোমার কাছে পয়সা নিয়ে আসিনি বুলু, নিয়ে এসেছি নিজেকে।

শতাব্দী। নিজেকে এনেছো? না, তোমার কথা আমি শুনবোনা। চলে যাও তুমি এঘর থেকে।

শুভেশ। চলে যাবো? তুমি আমায় চলে যেতে বলছো বুলু?

শতাব্দী। হ্যাঁ তাই বলছি। কী তুমি ভাবো শুভদা বাংলা দেশের মেয়েদের? আজ দেশের সমস্ত মেয়ের তরফ থেকে আমি তোমায় প্রতিবাদ জানাচ্ছি, যত অত্যাচার তুমি করেছো, তা' সব একদিন ফিরে পেতে হবে।

শুভেশ। খুব খুসী হবো বুলু, খুব খুসী হবো। সত্যি যদি কোনদিন একটি বাঙালী মেয়েও আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে, আমি ভয়ানক খুসী হবো বুলু! কিন্তু আছে কি এমন মেয়ে?

শতাব্দী। আছে—এবং এই থাকার প্রমাণ আমি দেবো।

শুভেশ। বেশ তাই দিও। এখন চলো।

শতাব্দী। কোথায়?

শুভেশ। আমার সঙ্গে।

শতাব্দী। না।

শুভেশ। যাবে না?

শতাব্দী। না। তুমি জেনে যাও, যাদের নিয়ে তুমি প্রতিদিন প্রতি রাত্রি খেলা করেছো, যাদের কেবলমাত্র ধ্বংস করা ছাড়া আব কোন ইচ্ছে তোমার ছিলোনা, তাদের সঙ্গে আমি এক নই। তুমি চলে যাও আমার ঘর থেকে। তোমার নতুন ফাঁদে আমি পা দেবোনা।

শুভেশ। নতুন ফাঁদ। তুমি কি বলছো বুলু?

শতাব্দী। তুমি চলে যাও। লম্পট কোথাকার!

শুভেশ। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া) বেশ, আমি চলেই যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা আমি তোমাকে বলে যাই বুলু, যে তুমিও আমাকে চিনতে পারোনি! আমি অত্যাচারী, আমি লম্পট, আমি মহাপাপী, একথা ঠিক, কিন্তু আমি যে ছেলেবেলা থেকে তোমারই পথ চেয়ে বসে আছি—এ কথাটা কি তুমিও জানতে পারোনি বুলু? আজ আমাকে ঘর থেকে চলে যেতে বলছো—সে অপমান আমি গায়ে মাখবোনা। কিন্তু আমার বাল্য সহচরী বুলু আমাকে চিনতে পারেনি—এই মহা দুঃখ কাঁটার মত আমার বুকে বিঁধে রইল। আচ্ছা আমি চললাম। আর আসবোনা।

[শুভেশ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল]

বুলু। শুভদা! শুভদা! ফিরে এস! আমি মিথ্যে কথা বলেছি! আমি মিথ্যে কথা বলেছি

[কেহ আসিলনা। বুলু বিছানায় আছাড় খাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ঘড়িতে রাত্রি নয়টা বাজিতেছে। দৃশ্য ঘুরিয়া আসিল বুলুর ড্রয়িং রুমে]

[দৃশ্য ঘুরিয়া আসিল শতাব্দীর বসিবার ঘরে। দেখা গেল সে ঘরে প্রবেশ করিতেছে শরৎ, বিরজা ও বিনি। তাহাদের পশ্চাতে একটি ট্রাঙ্ক, তাহার উপর দুইটি

পোঁটলা মাথায় লইয়া মুটে। শরৎ কোমর হইতে একটি আনি বাহির করিয়া মুটেকে দিল]

মুটে। চার পয়সা-ক্যা বাবুজী !

শরৎ। আবাব কি ! ওইতো বেশী দিয়া হ্যায় !

মুটে। নেহি, চার পয়সা হাম নেহি লেগা, দো আনাসে এক পয়সা কম্‌তি নেহি লেগা।

শরৎ। নেহি লেগা মানে ? একি মগকা মুল্লুক পায়া যে যা ইচ্ছে তাই করেগা ?

মুটে। ক্যা করে বাবুজী, দো আনাসে হাম কমতি নেহি-লে শাক্তা। আপ্‌ দো আদমীকো পুছ লিজিয়ে,—হাম লোক্‌কা এ্যায়সাই রেট্‌ হায় বাবুজী !

শরৎ। আবে রেট্‌ হ্যায়তো কি বেদবাক্য হায় ? লে যাও ছ পয়সা।

[মুটে পয়সা লইয়া চলিয়া যাইতেই বিরজার দৃষ্টি পড়িল সজ্জিত ঘরখানির দিকে সে 'হাঁ' করিয়া ঘরের আসবাব পত্র যেন গিলিতে লাগিল, বিনিরও প্রায় সেই অবস্থা। শরৎ একখানি সোফায় কায়েমী হইয়া বসিল]

বিরজা। ওমা, তুই বলিস্‌ কি শরৎ, এই আমাদের বৌয়ের বাড়ী !

বিনি। কী সুন্দর চেয়ারগুলো দেখেছ মা ?

বিরজা। হ্যাঁ, আর ঘরই বা কী রকম সাজানো গোছানো,—বলি এত পয়সাইবা ও পেলে কোথায় ?

[শরৎ ইতিমধ্যে তাহার পৈতায় বাঁধা স্যুটকেশের চাবি ফতুয়াব নীচে হইতে বাহির করিয়া স্যুটকেশ খুলিতেছিল। বিনি ও বিরজার কথা শুনিয়া বলিল]

শরৎ। কেন মেলা বক্ বক্ করছো মা! এই বিনি চুপ কব! এখন ওসব কথা কইবার সময় নয়। স্রেফ চোখের জল আর দরদ। দরদ আর চোখের জল। দবদে একবাবে থৈ থৈ করছে, বুঝলে ?

বিরজা। বুঝেছি বাবা। কিন্তু বৌ যদি রাজী না হয ?

শরৎ। ওর বাবা রাজী হবে। এই মাথাটাকে তুমি খুব সামান্য ঠাউরোনা মা। বুদ্ধি যা বার করেছি,—হ্যাঁ হ্যাঁ আর, দেখতে হবেনা।

বিরজা। তাতো হবেই বাবা। কত বড় লোকেব ছেলে তুই!

শরৎ। ব্যস্! তা'হলে তো সবই জানো। চুপচাপ বসে থাকো আর ছাখো কী আমি করি!

বিরজা। আচ্ছা। কিন্তু লোকজন কারুকে দেখতে পাচ্ছিনে যে!

শরৎ। সব আসবে—সব আসবে—ব্যস্ত হয়ো না।

বিনি। দাদা! ক্ষিদে পেয়েছে!

শরৎ। বিনি! আবার ?

বিনি। বারে! ক্ষিদে পেলে বলবো না ?

শরৎ। না। যস্মিন দেশে যদাচাবঃ! কোলকাতায় খিদে পেয়েছে বল্লেই সবাই তোকে অসভ্য বলবে!

বিনি। তবে কী করবো ?

শরৎ। চুপ ক'রে বসে থাকবি। যখন খেতে দেবে, তখন অল্প ক'রে খাবি,—দিতে এলে বলবি ক্ষিদে নেই।

বিনি। ক্ষিদে থাকতে তা কী ক'রে বলবো ?

শরৎ। তাই বলতে হবে। নইলে 'গেঁইয়া' বলবে। একি তোর গাঁ পেয়েছিস যে সকালে এক রাশ মুড়ি আর দুপুরে-রাত্রে তিন সের চালের ভাত গিলে বস্‌লি ? এটা হ'ল গিয়ে কম খাবার দেশ। এখানে কম খাবি, আর কথা বেশী বলবি, তবেই টিঁকে থাকতে পারবি—বুঝলি ?

বিনি। বুঝেছি।

শরৎ। ব্যস্! চুপ ক'রে বসে থাক্। যখন খাবার সময় হবে—আপনিই খেতে পাবি। এখন যে কাজের জন্য আসা গেছে সেই কথাই ভাব্! আগে ঠিক হয়ে যাক্, তারপর কত খাবি বসে বসে খা না।

বিরজা। আচ্ছা বাবা, আমাকে কাঁদতে টাঁদতে হবে নাকি ?

শরৎ। নিশ্চয়—আলবৎ কাঁদতে হবে! না কাঁদলে কিছুই কাজ হবে না, একথা কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি মা। কথাগুলো সব মনে আছে তো ?

বিরজা। হ্যাঁ।

শরৎ। বিনি! তোর মনে আছে তো ?

বিনি। আছে দাদা। কিন্তু এখন যে আমি খিদেয়—

শরৎ। স্ স্ স্ স্ স্!

[শরৎ মুখে তর্জ্জনী ঠেকাইয়া সতর্কতা-সূচক শব্দ করিল। বোঝা গেল—কেহ আসিতেছে। বিরজা ও বিনি সভয়ে চুপ

করিল। ঘরে প্রবেশ করিল হিন্দুস্থানী চাকর। সে এই অপরিচিত লোকগুলির বেশবাস দেখিয়া সন্দিগ্ধ চোখে চাহিল]

শরৎ। এই ! তোম্ কে হ্যায় ?

চাকর। জী ?

শরৎ। তোম্ কে হ্যায় ?

চাকর। নোকর্ হ্যায় বাবুজী !

শরৎ। নোকর্ হ্যায় ? বহুৎ আচ্ছা হ্যায ! তুমকো মাজী ভিতরমে হ্যায ?

চাকর। দিদিমণি হ্যায় !

শরৎ। হ্যাযতো ? আচ্ছা, খবর দেও।

চাকর। আব্ ভি যাতা হ্যায় বাবুজী। আপ্ কা কার্ড ?

শরৎ। কার্ড কেয়া ? হামলোক কি চিঠি দেগা যে কার্ড লাগেগা ?

চাকর। নেহি বাবুজী ! আপকো নামকো ওয়াস্তে—

শরৎ। হামকো নাম, তোমরা দিদিমণি উচ্চারণ করতে নেই পারতা হ্যায়,—করলে পাপ হোতা হ্যায় ? বুঝা ?

চাকর। জি হঁা।

(প্রস্থান)

শরৎ। ছাই বুঝা। কী যে মুস্কিল হয এদের সঙ্গে কথা কইতে। বাজে লোক তো একদম কিছুই জবাব দিতে পারবে না। ভাগ্যিস্ ! হিন্দিটা আমার ভাল ক'রে জানা ছিল তাই, —নইলে আজ গিয়েছিলাম আরকি !

বিনি। তা বৌদি কি ক'রে রাতদিন এদের সঙ্গে কথা বলে ?

শরৎ। শিখে নিয়েছে। বলি, মেয়েটির বুদ্ধি তো কম নেই, তা' তোমরা যতই বকো ঝকোনা কেন? দেখলেতো একটা কলসী নিয়ে পুকুর ঘাটে জল আনতে গিয়ে কী খেল্‌টাই খেল্‌লে! থাক্‌—এখন ওসব বাজে কথা থাক্!

[শরৎ তাহার স্থটকেশ খুলিয়া একটি ছোট্ট কলিকা, কিছু গাঁজা ও দেশালাই বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল]

বিরজা। ও বাবা—শরৎ। এখন আবার ওসব বার করছিস্ কেন? বৌ এসে ওসব দেখলে কি আর রক্ষে থাকবে?

শরৎ। এখানে খাবনো তো কোথায় খাবো? এ হ'ল আমার স্ত্রীর সম্পত্তি,—এখানে আমি যা ইচ্ছে তাই করবো। দেশের বাড়ীঘর দোর বেচে কোলকাতায় এলাম কেন? না, এখানে রোজগারের কোন ভাবনা নেই। স্রেফ পায়ের ওপর পা দিয়ে খাও দাও ঘুমোও,—বৌ রোজগার করবে—আর আমি এক মনে বাবার আরাধনা করবো। ব্যোম মহাদেব!

বিরজা। ওবে বাবা, আগে ওসব কথা ভাবতে নেই। আগে হোক্‌—তবে তো—!

শরৎ। ও আর দেখতে হবে না—হ'য়েই গেছে।

[হিন্দুস্থানী চাকর আসিয়া খবর দিল]

চাকর। দিদিমণি আতা হ্যায়।

শরৎ। ঠিক হ্যায়। কীরে বিনি—খাবি বলছিলি না?

বিনি। হ্যাঁ দাদা, খিদেয় আমি মরে যাচ্ছি।

শরৎ। দাঁড়া, আমি এক্ষুনি সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। এই! তোমরা নাম কী হ্যায়?

চাকর। গিরধারী।

শরৎ। কী জাত হ্যায়?

চাকর। ব্রাহ্মন হ্যায় বাবুজী।

বিরজা। বাঃ! বৌয়ের আমাদেব মতিগতি খারাপ হ'লে কি হবে, চাকর বাকর রেখেছে সব বামুন! কি বলিস বিনি?

বিনি। হ্যাঁ মা।

শরৎ। আবার কথা কয়। তোমাদের কথা কি ও বুঝতে পারছে যে একদিক থেকে বকেই চলেছো?

বিরজা। তা বটে। এ মড়া আবার বাংলা বোঝেনা।

শরৎ। সেই কথাই বলছি। চুপ ক'রে থাকো, এক্ষুণি আমি হিন্দীতে ওকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। ...দেখো! রান্না বান্না কুছ হুয়া হ্যায়!

চাকর। জী?

শরৎ। যাও। রান্নাকে আবার হিন্দীতে কি বলেরে বাবা? হ্যাঁ—হ্যাঁ—রসুই, রসুই কিয়া?

চাকর। নেহি।

শরৎ। তবে এই দো আনা পয়সা লেকে দোকান সে খাবার নিয়ে আস্‌কে এই দিদিমণিকো দেও।

চাকর। বহোতাচ্ছা হুজুর।

বিরজা। আর আমি কী খাবরে শরৎ? সেই সকালে গাড়ীতে চেপেছি, একটুও জলও যে মুখে দিইনি এখনও?

শরৎ। তা বটে। আচ্ছা বলে দিচ্ছি। দেখো! ঘরমে দুধটুধ কুছ হ্যায় ?

চাকর। হ্যায় হুজুব!

শরৎ। হ্যায়তো? ব্যস! এই মাজীকো ভিতবমে লে যাও, আর দুধ ফল টল খানে দেও। মাইজী বিধবা হ্যায় বুঝা?

চাকব। জী ?

শরৎ। আবে মাইজীর স্বামী নেই হ্যায়—বুঝা ?

চাকর। জী হ্যাঁ।

[প্রস্থান]

শরৎ। দেখলি তো বিনি, একটা সামান্য চাকর কী রকম খাতিরটা করে গেল! বললে—হুজুব। হুজুর মানে কি জানিস তো? জানিস না? হুজুর মানে মনিব! ওরাও বু'ঝ নিয়েছে যে আমি ওদের মনিব।

বিনি। তা তোমার চেহারাটা তো খুব খারাপ না দাদা!

শরৎ। চেহারার এখন আর কী দেখছিস! পনেরো ষোল বছর বয়সে চেহারা যা ছিল এ্যাঁ-মা? এখন বাবার দয়ায় চেহারাটা একটু সাধকের মত হয়ে গেছে। কি বল মা?

বিরজা। আমি আর কি বলবো বাবা? পনেরো ষোল বছর বয়সেও তোর কপালে গোবরের ফোঁটা দিয়ে বাইরে বার করতে হ'ত? পাছে অপদেবতার চোখ লাগে। কী রূপই ছিল।

[শতাব্দীর প্রবেশ। মুখ চোখ দেখিয়া মনে হয় একটু আগেই কাঁদিয়াছে। সে ইহাদের সদলবলে দেখিয়া মনে মনে বিস্ময় বোধ করিলেও, মুখে কিছু বলিল না। গম্ভীর ভাবে ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইতেই বিনি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল বিরজা ও চোখে আঁচল দিয়া কাদিতে লাগিলেন]

বিনি। ওগো বৌদিগো ; তুমি এতদিন কোথায় ছিলে গো! তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে মা যে পাগলের মত হ'য়ে গেছেন গো! একখানা কি চিঠি দিতেও নেই বৌদি! আমরা যে এতকাল কী অবস্থায় ছিলাম তা তুমি কী করে জানবে বৌদি ?

বিরজা। বৌমা! এই কি তোমার উচিত কাজ হয়েছে মা? মেয়ে দুষ্টুমি করলে বাপ মা একটু আধটু বকেই থাকে, তাই বলে কি একবারে ছেড়ে চলে আসতে হয়? তোমার তো ছেলে মেয়ে নেই,—তুমি কেমন করে জানবে মা, যে ছেলেমেয়ে রাগ করে চলে গেলে বাপ মায়ের মনে কী হয় ?

বিনি। মা সেই পুকুর ঘাটে তিনদিন পড়ে ছিল বৌদি! যত বলি মা ঘরে চল! মা ততই বলেন—আমার ঘরের লক্ষ্মী জলে ডুবে মরেছে—আমিও এইখানেই মরবো। তুই বাড়ী যা বিনি—আমাকে আর ডাকিসনি!

বিরজা। তারপর হরিয়াব কাছে যখন শুনলাম যে তুমি বেঁচে আছো, তখন যে আমার কি আনন্দ হ'ল মা—তা আর

তোমায় কী বলবো ? শরৎকে ডেকে বল্লাম আমার ঘরের লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে যায়নি বাবা, একবার কোলকাতায় চল্—মাকে আমার দু চোখ ভ'রে দেখে আসি।

শরৎ। কথা পরে কয়োমা। আগে কিছু খেয়ে নাও। তিনদিন থেকে কিছু খাওনি যে !

বিনি। বৌদিকে দেখে সে কথা মনে ছিল না। দাদা, সত্যি বৌদি বড্ড খিদে পেয়েছে।

শতাব্দী। আমি এখুনি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি ভাই।

[কলিংবেল বাজাইতেই চাকর আসিয়া দাঁড়াইল। শতাব্দী তাহাকে চুপি চুপি কি ব'লিল,—সে চলিয়া গেল]

বিনি। বৌদি ! আমি কিন্তু তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবোনা ভাই। আমি এখানেই থাকবো।

বিরজা। সেখানে কী যে কষ্ট বৌমা। ধান চা'ল এবার কিছু হয়নি, দুবেলা পেট ভরে খাবার পয়সা নেই। হরিয়া যখন গিয়ে তোমার কথা বললে—তখন যেন আশার আলো দেখতে পেলাম। শরৎকে বললাম—বাবা চল্ ! আমাদের ঘরেব লক্ষ্মীর কাছে গিয়ে পড়ি। তার এখন কত নাম হয়েছে। বলি—গিয়ে পড়লে কি আর সে আমাদের তাড়িয়ে দেবে ? না বলবে জায়গা হবে না ? কিন্তু তোমার যে ওই স্বামিটী দেখছো মা ওকি কম বজ্জাত ? কিছুতেই আসতে চায় না।

বিনি। দাদার সেই এক কথা। বলে, এখানে না খেয়ে উপোস দিয়ে মরবো, তবু তার কাছে আর মুখ দেখাতে পারবোনা।

বিরজা। একি একটা কথা হ'ল? তুমিই বলতো বৌমা। ঘর সংসার করতে গেলে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর ঝগড়া হয় না? তাই বলে একেবারে স্ত্রীর কাছেই যাবোনা, এমন কথা কি কেউ বলতে পারে, না বললে ভাল শোনায়?

[শতাব্দী একবার আড়চোখে শরতের দিকে চাহিল, দেখিল সে নিবিষ্ট মনে কলিকাতে গাঁজা গুঁজিতেছে। ইহাদের কথাবার্ত্তার প্রতি তাহার যেন ভ্রূক্ষেপই নাই। শতাব্দী এতই বিস্মিত হইয়াছিল যে কোন কথাই সে বলিতে পারিতেছিলনা, শুধু চুপ করিয়া আবিষ্টের মত সে শাশুড়ী ও ননদের দিকে চাহিয়া রহিল]

বিরজা। চুপ ক'রে থাকলে তো চলবে না বৌমা! তোমার শাশুড়ী, তোমার ননদ, তোমার স্বামী আজ আশ্রয় হারিয়ে তোমার কাছে এসেছে, তুমি কি তাদের ফিরিয়ে দিতে চাও?

বিনি। ও বৌদি, তুমি কি আমাদের তাড়িয়ে দেবে নাকি বৌদি? তোমার কাছে থাকতে দেবেনা ভাই?

[শতাব্দী অসহায় কণ্ঠে উত্তর দিল]

শতাব্দী। বেশতো, থাকোনা ভাই!

[চাকর আসিয়া দাঁড়াইল। শতাব্দী তাহার দিকে চাহিয়া বিনি ও বিরজাকে কহিল]

শতাব্দী। আপনাদের জলখাবার দিয়েছে।

বিনি। বাঁচলাম। চলো মা!

বিরজা। চল! (একটু থামিয়া) আজ তুমি এখানে থাকবার অনুমতি দিয়ে আমাদের যে উপকার করলে বৌমা, শরৎ যদি মানুষ হয়, তাহলে এই উপকারের কথা সে জীবনে ভুলবে না। আমি আর কি বলবো মা, আমি তোমার গুরুজন, শুধু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি—সাবিত্রী সমান হ'য়ে চিরকাল পাকা চুলে সিঁদুর পরো। (চোখ মুছিলেন)

বিনি। এসো মা। খিদেয় যে আর দাঁড়াতে পারছিনে।

বিরজা। চল।

[চাকরের পিছনে পিছনে বিরজা ও বিনি প্রস্থান করিল। শতাব্দী চুপ করিয়া ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। শরৎ তখনও কলিকায় মধ্যে সজোরে গাঁজা গুঁজিতেছে। শতাব্দী সেইদিকে চাহিয়া কি ভাবিল, তারপর ধীরপদে শরতের দিকে আগাইয়া গেল]

শতাব্দী। ব্যাপারটা আমি কিন্তু কিছু বুঝলাম না।

শরৎ! য়্যাঁ! (শরত যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল)

শতাব্দী। বলছি যে ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে, দয়া ক'রে আমায় বুঝিয়ে দেবে?

শরৎ। কিসের ব্যাপার।

শতাব্দী! এই গ্রাম থেকে দল বেঁধে এখানে আসা, খেতে পাচ্ছিনে, ধান হয় নি এই সব গল্প। কান্নাকাটি, চোখের জল, আশ্রয় চাই, এ সবের মানে কী?

শরৎ। মানে আবার কী!

শতাব্দী। না না কথাটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করোনা। কিছু একটা উদ্দেশ্য এর আছেই। নইলে তোমরা হঠাৎ এভাবে এসে পড়তেনা।

শরৎ। কেন, পরের বাড়ীতে এসেছি নাকি?

শতাব্দী। পরের বাড়ী নিজের বাড়ীর কথা হচ্ছেনা। সব চাইতে আমি বেশী অবাক হচ্ছি কিসে জানো?

শরৎ। কি সে?

শতাব্দী। তোমাদের মিষ্টি কথায়। তোমরা তিনজনেই আজ এত বেশী মিষ্টি কথা কইছো, যে আমার মনে হচ্ছে উদ্দেশ্যটা নিতান্ত সামান্য নয়।

শরৎ। কেন তুমি অনর্থক আমাদের সন্দেহ করছো বুলু! সত্যিই দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, আর দেশের বাড়ী ঘর দোর বেঁচে আমাদের এখানে চলে আসতে হয়েছে একথাও সত্যি। তুমি এখন নাম করেছো, দশজনের একজন হয়েছো আমার আপন জন বলতে এখানে তুমিই তো আছো। তোমার কাছে আসবো না তো কার কাছে আসবো বল?

[শতাব্দী চুপ করিয়া রহিল]

শরৎ। তবে হ্যাঁ, তুমি যদি এখন বলো তোমাব এখানে আমাদের জায়গা হবেনা, সে আলাদা কথা।

শতাব্দী। ও! তোমরা এখানে থাকতে চাইছো?

শরৎ। হ্যাঁ।

শতাব্দী। আমি কুলত্যাগিনী, আমার বাড়ীতে থাকতে হ'লে সমাজের অনুমতি নিতে হবে—তা জানো?

শরৎ। সমাজ-টমাজের অনুমতি আমার নেওয়া আছে। কথায় বলে পৃথিবীটা কার বশ? না পৃথিবী টাকার বশ। টাকা যার আছে, তার সব আছে, সমাজ তো অতি সামান্য কথা। তাছাড়া তুমি হ'লে গিয়ে আমার ধর্ম্মমতে ধর্ম্ম পত্নী। একসঙ্গে সাধন ভজন করতে হবে তো? দীক্ষা নেবার সময় গুরুদেব বললেন—"বৎস! পুরুষ প্রকৃতিতে একত্রে সাধনা কোরো। বললাম প্রভু, আমার প্রকৃতি এখন কোলকাতায় আছে। তিনি হেসে বললেন তবে কোলকাতায় গিয়েই প্রকৃতির আশ্রয় নাও।

শতাব্দী। (ঈষৎ হাসিয়া) তার মানে প্রকৃতিকেও তোমার সঙ্গে গাঁজা খেতে হবে?

শরৎ। এসব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা তামাসা কোরোনা বুলু! (গাঁজা টানিয়া) জয় গুরু! এ সব হ'ল গিয়ে জ্ঞানমার্গের ব্যাপার।

শতাব্দী। তা হবে। কিন্তু এখন যদি আমি বলি যে আমার এখানে তোমাদের জায়গা হবে না।

শরৎ। জায়গা হবে না?

শতাব্দী। যদি বলি! আগের দিনের নিষ্ঠুর নির্য্যাতন স্মরণ করে

সামান্য একটু মহৎ প্রতিশোধ নেবার জন্য যদি আমি বলি যে আমার এখানে তোমাদের জায়গা হবেনা। তা হ'লে তুমি কী করো ?

শরৎ। তুমি তোমার স্বামী শাশুড়ী আর ননদকে তাড়িয়ে দেবে ? তোমার পাপের ভয় নেই ?

শতাব্দী। আমার ? (হাসিয়া) না। যে গাঁয়ের বৌটি সেদিন সন্ধ্যায় তার বন্ধুর সঙ্গে কথা কওয়ার অপরাধে উঠোনে দাঁড়িয়ে স্বামীর হাতে মার খেয়েছিল, লেখাপড়া জানার জন্যে শাশুড়ী আর ননদের হাতে দিবারাত্র যার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না, যার প্রত্যেকটি ব্যবহারে সমাজের লক্ষ রসনা লক্‌লক্ ক'রে উঠতো, তার নাম ছিল বুলু—তার ছিল পাপের ভয়। কিন্তু আমার নাম শতাব্দী—মরতে গিয়ে আমি নতুন করে জন্মেছি। পাপপুণ্য স্বর্গ নরক সব আমি সেদিন পুকুর ঘাটে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি। পাপকে আমি ভয় করি না।

শরৎ। হুঁ !

শতাব্দী। কিন্তু সে কথা যাক। আমার কথার জবাব দাও। আমি যদি তোমাদের এখানে থাকতে না দিই, তাহ'লে তোমরা কোথায় যাবে ?

শরৎ। কোথাও যাবোনা। যাতে এ বাড়ীতে আমি থাকতে পাই—তার চেষ্টা করবো।

শতাব্দী। কী ক'রে ?

শরৎ। আদালতে গিয়ে। তারজন্য আমি তৈরী হ'য়েই এসেছি।

শতাব্দী। বেশ, তারপর ?

শরৎ। তারপর শুভেশবাবুব নামে অবৈধ সংসর্গ, অপহরণ ইত্যাদি চার্জ্জো আনতে বেশী দেবী হবে না।

শতাব্দী। শুভদার নামে! কেন ? তিনি তো কিছু করেন নি!

শরৎ। আবে—কিছু যে করেননি সে আমিও জানি, কিন্তু এ বাড়ীতে আমাব থাকতে হলে, তিনি অনেক কিছুই করেছেন—এই কথা প্রমাণ করাতে হবে। এ বিষয়ে সাক্ষী দিতে গ্রামেব অনেকেই বাজী আছেন। অতএব দেবী না ক'রে কাল সকালেই একজন উকীলেব খোঁজ করতে হবে। তাবপব দেখি এ বাড়ী থেকে আমাদের কে তাড়ায়!

শতাব্দী। ও! তাহ'লে তোমবা এ বাড়ীতে জোব ক'রে থাকবে, এই সঙ্কল্প নিয়েই দেশ থেকে এসেছো ?

শরৎ। হ্যাঁ।

শতাব্দী। (দৃঢ়স্বরে) বেশ থাকো।

[এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। শরৎ নিজের মনেই একটু হাসিল, তারপর গাঁজার কলিকাটিব ছাই টেবিলের উপর উপুড় করিয়া দিয়া পুনরায় সুটকেশ হইতে একছিলিম বাহির করিয়া সাজিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় বিরজা প্রবেশ করিল]

বিরজা। (চুপি চুপি চারিদিকে চাহিয়া) কী হ'লরে শরৎ ?

শরৎ। আর কিছু দেখতে হবে না মা। কেল্লা মেরে দিয়েছি। প্রথমে কি রাজী হয়? শেষকালে আদালতের ভয় দেখাতে চট্ ক'রে রাজী হ'য়ে গেল।

বিরজা। মা কালী! মাগীর সুবুদ্ধি দাওমা। আগে টাকা কড়ি কী আছে দেখে নিই—তারপর—

শরৎ। আঃ! আবার ওই সব কথা! দেওয়ালেরও কাণ আছে মা—চুপ! চুপ!

বিরজা। আচ্ছা। কিন্তু তুই এবার খেতে চল। খাবার দিয়েছে যে! আহা! কী বাড়ীরে শরৎ। চারদিক যেন আয়নার মত ঝক্‌ঝক্ করছে।

শরৎ। হুঁ! জয় গুরু। চলো খেয়ে আসি।

[দুজনে অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় সম্মুখ দিয়া প্রবেশ করিল বিনি। সে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল কতদূর কী হইয়াছে। বিরজা হাসিমুখে ইশারায় জানাইল—কাজ হাসিল হইয়াছে। তিনজনে অগ্রসর হইতেই দৃশ্য ঘুরিতে লাগিল]

[দৃশ্য ঘুরিয়া আসিল শতাব্দীর শয়ন-কক্ষে। দেখা গেল শতাব্দী ফোনের রিসি-ভারটি রাখিয়া দিল, তারপর অস্থিরপদে ঘর ময় পায়চারী করিতে লাগিল। একটু পরে কুণ্ঠিত পদে সেঘরে প্রবেশ করিল বিনি]

বিনি। বৌদি!

শতাব্দী। কি ভাই?

বিনি। আসবো ?

শতাব্দী। এসো। কিন্তু তোমরা শুতে গেলেনা ?

বিনি। দাদা আর মা শুয়ে পড়েছেন। আমার কিছুতেই ঘুম আসছিল না বৌদি। তাই তোমার সঙ্গে গল্প করতে এলাম। তুমি ঘুমোওনি কেন ?

শতাব্দী। আমার ঘুমুতে দেরী হয় ভাই। আমি এ সময়টায় একটু পড়ি। ঘুমুতে আমার একটা বেজে যায়।

বিনি। বাবারে ! কষ্ট হয় না তোমার ?

শতাব্দী। কষ্ট কেন হবে ? অভ্যেস হ'য়ে গেছে।

বিনি। কি জানি বাবা ! তোমাদের কোলকাতার ব্যাপারই আলাদা ! আচ্ছা বৌদি, তোমার কাণে ওই দুল দুটো কিসের ?

শতাব্দী। হীরের।

বিনি। হীরেব ! বাবারে বাবা। হীরে কখনও চোখেই দেখিনি তা কী করে বুঝবো ? অনেক দাম না বৌদি ?

শতাব্দী। হ্যাঁ অনেক দাম।

বিনি। বাবারে বাবা ! কে জানে বাইস্‌কোপ করলে বুঝি এ সব হয় ! আচ্ছা বৌদি আমি বাইস্‌কোপ করতে পারি ?

শতাব্দী। হ্যাঁ।

বিনি। আমার তাহ'লে এসব হবে !

শতাব্দী। হ্যাঁ।

বিনি। তুমি তখন বুদ্ধি ক'রে চলে এসেছিলে বলেই তো এসব হ'ল! সেখানে থাকলে কি এসব হ'ত?

শতাব্দী। কী জানি!

বিনি। আমারও তো মনে কর সেই চলে আসা হ'ল। স্বামী আবার বিয়ে করেছে। করুক্ গে! টাকা-পয়সার সুখ যেখানে নেই—ঝাঁটা মারো অমন স্বামী পুত্তুরের মুখে। হ্যাঁ বাবা! আমি যা বলবো সত্যি কথা বলবো—আমার পেটে এক মুখে আর নেই। (শতাব্দী হাসিল)

বিনি। আচ্ছা বৌদি। তোমার অনেক টাকা আছে না?

শতাব্দী। কী শুনেছো?

বিনি। আমরা তো শুনেছি অনেক টাকা আছে।

শতাব্দী। টাকা কিছু আছে—তবে তা অনেক কিনা জানিনে। শোন। এই আয়রণ চেষ্টে পঁচিশ হাজার টাকা আছে, এই তার চাবি। দরকার হয় এর থেকে নিও।

বিনি। কিন্তু চাবি আমাকে দিচ্ছো কেন বৌদি? যদি সত্যিই টাকার দরকার হয়—তোমার কাছেই চেয়ে নেবো।

শতাব্দী। না চাবি আজ তোমার কাছেই রাখো, কাল সকালে তোমার দাদাকে দিয়ো। কেমন? আমার দেখা সব সময় তো পাবে না, ছবি তুলতে প্রায়ই আমাকে বাইরে থাকতে হয়! তোমার কাছেই রাখো।

বিনি। আচ্ছা।

[চাবি রিংয়ে বাঁধিয়া রাখিল]

শতাব্দী। কিন্তু অনর্থক রাত জেগে থেকোনা। শোওগে যাও।

বিনি। আচ্ছা! আর একটা কথা বলবো বৌদি?

শতাব্দী। বলো!

বিনি। তোমার একখানা বাইস্‌কোপ্‌ দেখবো।

শতাব্দী। আচ্ছা। কাল আমায় মনে করিয়ে দিও। তুমি এখন শোওগে যাও!

[বিনি নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। শতাব্দী জানলার কাছে গিয়া বাহিরে দেখিয়া আসিল। পিছনের সিঁড়ি দিয়া অবনী উঠিয়া আসিল। তাহাকে উৎফুল্ল দেখাইতেছিল]

শতাব্দী। একি! আপনি! শুভদা কোথায়?

অবনী। শুভেশ বাবু তো বাড়ীতে নেই। রামসিং আপনার ফোন ধরেছিল। আমাকে বলতেই আমি মনে করলাম নিশ্চয় কোন অসুবিধে ঘটেছে, নইলে রাত্তিরে হঠাৎ এমনভাবে ফোন তো আপনি কোনদিনই করেন না। তাই আর অপেক্ষা না করে নিজেই ছুটে এলাম। কী হয়েছে বলুন তো?

শতাব্দী। কোন একটা বিশেষ কারণে আজকে রাত্রেই আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। শুভদাকে ডেকেছিলাম তিনি আমার সঙ্গে যাবেন বলে।

অবনী। যদি অনুমতি করেন, তবে আমিও আপনার সঙ্গে যেতে পারি! কোথায় যেতে চান বলুন!

শতাব্দী। (কী ভাবিয়া) ওয়ালটেয়ার। কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে যেতে চান—ছুটি পেয়েছেন ?

অবনী। (হঠাৎ মনে পড়িল) না।

শতাব্দী। তবে ?

অবনী। অবিশ্যি আপনার উপকার করবার জন্যে চাকরী আমি ছেড়েও দিতে পারি—কিন্তু—

শতাব্দী। কিন্তু আজই অতটা করবার দরকার হবেনা অবনীবাবু। আমি একটা Suggestion দেবো ?

অবনী। বলুন !

শতাব্দী। আপনি আমাকে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছে দিয়ে বাড়ী চলে আসুন। তারপর শুভদার কাছে ছুটি নিয়ে কাল কি পরশু ওয়ালটেয়ার যাবেন কেমন ?

অবনী। The Idea ! তাই হবে শতাব্দী দেবী।

শতাব্দী। তাহলে আর দেরী করবেন না। আমার সুটকেশ আর বেডিং ওইখানে রয়েছে—পেছনের সিঁড়ি দিয়ে আমরা নেমে যাবো—কেউ লক্ষ্য করবে না। আসুন !

অবনী। চলুন !

[শতাব্দীর সুটকেশ ইত্যাদি লইয়া অবনী অগ্রসর হইল। শতাব্দী তাহার পিছনে চলিল। হঠাৎ দরজার বাহিরে বিনি ডাকিল—"বৌদি ! দরজা খোল দাদা তোমায় ডাকছে।" শতাব্দী ও অবনী উভয়ে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।]

[দ্রুতপদে বিনির প্রবেশ]

বিনি। বৌদি! বৌদি! তুমি কোথায় যাচ্ছো বৌদি! দাদা যে তোমায় ডাকছে! বৌদি?

[শরৎ প্রবেশ করিল]

শরৎ। কী হয়েছে? ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিস কেন?

বিনি। বৌদি যে চলে গেল—

শরৎ। যাক্ না। ক্ষতি কী? চাবিটা কাছে রেখেছিস্ তো?

বিনি। হ্যাঁ!

শরৎ। কই, আমাকে দে!

বিনি। কিন্তু বৌদি যে—

শরৎ। আবার বৌদি! যা বলছি বাড়ীর ভেতর—যা বলছি! যা বলছি!

[বিনি ভীতমুখে দাদার দিকে চাহিয়া, ধীরপদে ভিতরে চলিয়া গেল। শরৎ খুব গম্ভীরমুখে আসিয়া আয়রন চেষ্ট চাবি দিয়া খুলিতে খুলিতে কহিল।

শরৎ। গুরু হে তুমিই সত্য! ব্যোম মহাদেব!

[চতুর্থ অঙ্কের যবনিকা পড়িল।]

পঞ্চম অঙ্ক

[দৃশ্য আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রি বারোটা বাজিতেছে। শুভেশের ড্রয়িং রুম। বাহিরে প্রলয়ঙ্কর দুর্য্যোগ। ঝড়ের দাপটে, বজ্রের গর্জ্জনে, বৃষ্টির আর্ত্ত নাদে শূন্য ভরিয়া উঠিতেছে। ঘরের মধ্যে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়া শুভেশ একাকী বসিয়া বসিয়া মদ্যপান করিতেছে। ঘরের সর্ব্বত্র অন্ধকার, কেবল টেবিল ল্যাম্পের আলো টেবিলের উপর যেটুকু স্থানে পড়িয়াছেন, সেখানে মদের বোতল ও গ্লাস দেখা যাইতেছে, শুভেশের মুখে আলো পড়ে নাই, অন্ধকারের মধ্যে শুধু তাহার মুখস্থিত সিগারেটের গোল আগুনের বিন্দুটি দেখা যাইতেছে। রাত্রি বারোটার শেষ ঘণ্টা বাজিল দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল। শুভেশ গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল]

শুভেশ। Who is there?

নেপথ্যে। আমি স্যার।

শুভেশ। Come in.

[অবনী প্রবেশ করিয়া গম্ভীর মুখে শুভেশের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। শুভেশ

টেবিল ল্যাম্পটি ঘুরাইয়া অবনীর মুখে আলো ফেলিল]

শুভেশ। কী খবর ?

অবনী। আপনি আজ আরম্ভ করেছেন কী ? ঘুমুতে যাবেন না ?

শুভেশ। ঘুম যদি আসে, নিশ্চয়ই ঘুমুতে যাবো।

অবনী। কিন্তু এইভাবে drink করলে ঘুমতো আসবেনা।

শুভেশ! বেশ তো তাহ'লে বুঝবো আজ ঘুম এলোনা।

[অবনী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

শুভেশ। কটা বেজেছে ?

অবনী। বারোটা বেজে গেছে।

শুভেশ। তাহ'লে আমার ঘুমুতে যাবার সময় এখনও হয়নি।

অবনী। কিন্তু আজ আপনার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে যে !

শুভেশ। কথা থাকলেই কথা জডিয়ে যায়, কথা জুড়িয়ে যায়—কথা ফুরিয়ে যায়। সবাই কি স্পষ্ট কথা কইতে পারে অবনীবাবু ? কিন্তু এত রাত্তিরে হঠাৎ কিসে আপনাকে এ ঘরে টেনে আনলে বলুন তো ?

অবনী। বাইরে যা দুর্য্যোগ। একবার দেখতে বেরিয়েছিলাম, দরজাগুলো সব বন্ধ করা হয়েছে কি না ?

শুভেশ। ও ! কর্ত্তব্য করতে বেরিয়েছিলেন ? তা' কী দেখলেন ? দরজা বন্ধ করা হয়েছে ?

অবনী। হ্যাঁ।

শুভেশ। তাহ'লে এত রাত্তিরে চাকরগুলো কাজ ঠিকই

করেছে, ভুল কাজ করছে কেবল তাদের মনিব— কি বলুন ?

অবনী। দেখুন, এসব কথা এখন আলোচনা করবার সময় নয়। আপনি এবার শুয়ে পড়ুনগে।

শুভেশ। আচ্ছা।

[অবনী দরজা ভেজাইয়া প্রস্থান করিল। বোতল খালি হইয়া গিয়াছিল, শুভেশ সেটি টেবিল হইতে নীচে ফেলিয়া দিয়া ড্রয়ার হইতে আর একটি নূতন বোতল খুলিল। তারপর এক পেগ পান করিয়া আবার একটি সিগারেট ধরাইল। হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়াতে সে উঠিয়া ডাকিল]

শুভেশ। অবনীবাবু! অবনীবাবু!!

[অবনী প্রবেশ করিল]

শুভেশ। তখন একটা কথা জিগ্যেস করতে ভুলে গেছলাম। শতাব্দীর কোন খবর পেয়েছেন ?

অবনী। না।

শুভেশ। পাননি ?

[ফিরিয়া আসিয়া নিজের আসনে বসিল]

শুভেশ। আশ্চর্য্য! সে গেল কোথায় বলুন তো ? কাল সারাটা দিন সমস্ত সম্ভব অসম্ভব জায়গায় তার খোঁজ করেছি, আজও তাই, কিন্তু কোথায় যে সে গেল—

অবনী। কাল কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেবো ?

শুভেশ। হুঁ।

[মদ খাইয়া লইল]

শুভেশ। আপনার সঙ্গে পরশু তার দেখা হয়নি ?

অবনী। না।

শুভেশ। কবে তার স্বামী এখানে এসেছেন ?

অবনী। পরশু।

শুভেশ। অথচ পবশু দিনই সন্ধ্যাব সময তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তখনও এই রকম একটা মতলবের কথা সে তো আমায় বলেনি !

অবনী। আপনি হয়ত বাধা দিতেন তাই—

শুভেশ। আমি বাধা দিতাম ? বুলুকে ? (ম্লান হাসিয়া) আপনি যান অবনীবাবু আপনি যান—আপনি আমার সব কথা বুঝতে পারবেন না ?

[অবনী যাইতে যাইতে ফিরিল]

অবনী। কাল সকাল থেকে আপনাকে খুঁজছি একটা কথা বলবার জন্য। কিন্তু শতাব্দী দেবীর ব্যাপার নিয়ে আপনি এতই ব্যস্ত ছিলেন যে—

শুভেশ। এখন আর তার জন্য আমি একটুও ব্যস্ত নই, অতএব আপনি বলতে পারেন।

অবনী। মাসখানেকের ছুটি নিয়ে কালকে আমি দেশে যাবো মনে করেছি।

শুভেশ। কালকেই ? বেশ যাবেন !

অবনী। কিন্তু কাগজপত্রগুলো আপনি বুঝে না নিলে—

শুভেশ। আমি বুঝে নেবো? কী?

অবনী। কাগজপত্র। অন্ততঃ মাসখানেক তো আপনাকে নিজেই চালাতে হবে। অবিশ্যি যোগ্য লোক পাওয়া গেলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু তা' যখন পাওয়া যাচ্ছেনা—

শুভেশ। তখন যেখানকার কাগজপত্র সেইখানেই থাকতে দিন। আমাব মত অযোগ্য লোকের হাতে দিয়ে ওগুলোর অমর্য্যাদা কববেন না।

অবনী। কিন্তু—

শুভেশ। দোহাই অবনীবাবু, 'কিন্তু' দিযে কথা বাড়াবেন না। আজকে রাত্রের মত ওটা মুলতুবী থাক।

অবনী। কিন্তু কাল সকালেই যে আমায় যেতে হবে।

শুভেশ। যাবেন। যতদিন না আসবেন, ততদিন ওটা বন্ধই থাকবে।

অবনী। তাতে ক্ষতি হবে বলে আমার মনে হয়।

শুভেশ। শুধু আপনার কেন, আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু ক্ষতি হোক। আপনি এবার যান। বুঝতেই পারছেন একটু বেশী খেয়ে ফেলেছি। আজ আর এসব বিষয় সংক্রান্ত ভাল ভাল কথাবার্ত্তা আমার ভাল লাগছে না।

[অবনী চলিয়া যাইতেই, শুভেশ একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া উপর্য্যুপরি দুই পেগ্ মদ্যপান করিয়া লইল, তারপর পিছনের জানলার কাছে গিয়া সেটি খুলিয়া দিতেই

এক ঝলক বৃষ্টি তাহার গায়ে আসিয়া লাগিল, জানালা বন্ধ করিয়া টলিতে টলিতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল]

[হঠাৎ শুভেশ চীৎকার করিয়া উঠিল]

শুভেশ। কে? কে? কে? কে তুমি?

[দেখা গেল কেহই নয়. সামনের বড় আরশিতে শুভেশেরই প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, তাহা দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে। নিস্তব্ধ রাত্রির ভয়াবহ প্রলয় আর সুরার মত্ততা তাহার মস্তিষ্কে ধীরে ধীরে একটি ভয় জাগাইয়া তুলিতেছিল! একক ঘরে শুভেশ তাহা সহ্য করিতে পারিতেছিল না, সে যখন বুঝিল, যাহাকে দেখিয়াছে সে মানুষ নয় উহা তাহার প্রতিবিম্ব। তখন সে নিজেকে মনে মনে না—না—না—না বলিতে বলিতে টেবিলের কাছে আসিয়া সিগারেট ধরাইল। তারপর কি ভাবিয়া আবার আয়নার কাছে গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজেকে দেখিল, তারপর প্রতিবিম্বকে বলিল]

শুভেশ। শুভেশ বাবু? তোমাকে যে আর চেনাই যাচ্ছেনা বন্ধু! কী হয়েছে? মুখ চোখ বসে গেছে, শরীর গেছে শুকিয়ে, ব্যাপার কী? বুলু চলে গেছে? তাই তুমি মদ খাচ্ছো। কিন্তু এই লজ্জার কথা তুমি বলবে কাকে বলতো? তুমি প্রকাণ্ড জমিদার, অগাধ তোমার টাকা,

অসীম তোমার সম্মান, মেয়েরা হ'ল তোমার খেলার সামগ্রী। অসংখ্য মেয়েকে মেরে আজ কিনা একটিমাত্র মেয়েব হাতে তুমি মারা গেলে! ছি ছি ছি ছি! হোকনা সে তোমার খেলার সাথী, হোক না সে তোমার আত্মার আত্মীয়া। তাই বলে তুমি মদ খাবে আর কাঁদবে? না—না—আমি বলছিনা যে তুমি কাঁদছো, কিন্তু তোমার যা অবস্থা হয়েছে, তাতে যে কোন মুহূর্ত্তেই তো তুমি কেঁদে ফেলতে পারো শুভেশ? ভুলে যাও—ভুলে যাও, যে পথ বুলুকে একদিন তোমাব পথে এনে দিযে ছিল, সেই পথই আবাব তাকে টেনে নিয়ে গেছে অন্যপথে, ভুলে যাও—ভুলে যাও!

[নেপথ্যে কে যেন ডাকিল শুভদা। শুভেশ চমকাইয়া উঠিল। বুঝিল বুলু আসিয়াছে, কেননা 'শুভদা' বলিয়া তাহাকে আর কেহ ডাকেনা। অতি সন্তর্পণে অস্পষ্ট গলায় সে জিজ্ঞাসা করিল]

শুভেশ। শুভদা: কে!

নেপথ্যে। আমি রমা।

শুভেশ। ও! রমা! এস!

[রমা প্রবেশ কবিল। সুন্দবী তরুণী লাস্যময়ী। সে ধীরপদে ঘরে প্রবেশ করিয়া শুভেশের মুখের দিকে চাহিল]

শুভেশ। কী দেখছো?

রমা। তোমার কি কোন অসুখ করেছে?

শুভেশ। স্নুখ না থাকার নাম যদি অস্নুখ করা হয়—তাহ'লে অস্নুখ করেছে বৈকি! কিন্তু এত রাত্তিরে এই দুর্য্যোগ মাথায় ক'রে বোধ হয় শ্রীরাধিকাও অভিসারে বেরোতে ভয় পেতেন, কিন্তু তুমি দুঃসাহসিকা—

রমা। কেন আসা কি এতই অসম্ভব?

শুভেশ। না—না, তা কেন বলবো। কিন্তু আজ কি আমাকে এই কথা বিশ্বাস করতে হবে রমা, যে শুধু আমাকেই দেখবার জন্য তুমি এতটা পথ ঝড় জলের মধ্য দিয়ে ছুটে এসেছ!

রমা। তোমাকে দেখার ইচ্ছা আমার চিরকালই থাকবে। কিন্তু আজকে আমার দরকার ছিল অবনীবাবুর সঙ্গে।

শুভেশ। তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করলে রমা। সত্যি—তোমার এই অভিসারে আমি উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছিলাম। এখন যখন জানতে পারলাম যে অবনীবাবু হচ্ছেন Hero of this night, তখন স্বচ্ছন্দেই তোমাকে বলতে পারবো, রমা be seated my darling!

রমা। এতখানি অভ্যর্থনার দরকার ছিলনা। আমি এমনিই বসতাম।

শুভেশ। জানি। কি জানি কেন আজকে তোমাকে অভ্যর্থনা করতে আমার ভাল লাগছে; এবং শুনে দুঃখিত হয়োনা —তোমাকে স্নুন্দরী বলেও মনে হচ্ছে, হয়ত বেশী মদ খেয়েছি বলেই মনে হচ্ছে।

রমা। তুমি নেশা করেছ বলে ভুল বক্‌ছো!

শুভেশ। শুধু আমি। বাইরে চেয়ে দেখ, সমস্ত প্রকৃতি নেশা ক'রে ভুল বক্‌ছে। আজ হচ্ছে ভুল বকার রাত।

রমা। তোমাব কাব্যি থামাবে? আমি কিছু দরকারী কথা কইতে এসেছি। আমি জানি, আমি আজ তোমার মনের কোথাও নেই। তা'তুমি আমায় মনে নাই রাখলে —আমি কিন্তু চিরকাল তোমার উপকারই করে যাবো।

[শুভেশ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল]

বমা। হাস্‌ছো কেন?

শুভেশ। আমাব জীবনের আজকের রাত্রির কথা মনে ক'রে।

রমা। কেন?

শুভেশ। বাইরে প্রলয়, ভিতরে মদের গ্লাস—আব প্রিয়ার মুখে বৈবাগ্যের বাণী। সিচুয়েশন্‌টা ভাল।

রমা। তুমি আজ কেবলই আমায় ঠাট্টা করছো কেন বলতো?

শুভেশ। ঠাট্টা করছি, না এ্যাপ্রিশিয়েট করছি?

বমা। আমার কথা শুনবে, না চলে যাবো?

শুভেশ। আচ্ছা বলো।

[রমা একটু থামিয়া প্রশ্ন করিল]

রমা। শতাব্দী কোথায়?

[শুভেশ পূর্ণ দৃষ্টিতে রমার মুখের দিকে চহিল। তরেপর একটু থামিয়া বলিল]

শুভেশ। যদি বলি আমি জানিনে!

রমা। তা'হলে আমি বলবো আমি জানি!

শুভেশ। তুমি জান? মানে?

[শুভেশ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর কহিল]

শুভেশ। কী জানো তুমি?

রমা। আমি অনেক কিছু জানি। শতাব্দী পরশু রাত্রে ওয়াল-টেয়ার গেছে।

শুভেশ। ওয়ালটেয়ার গেছে?

রমা। হ্যাঁ, ওয়ালটেয়ার গেছে। তার স্বামী আসার পরই সে এখানে ফোন করে, তুমি বাড়ী ছিলেনা, অবনীবাবু তখন তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসেন। সে চলে গেছে ওয়ালটেয়ার, অবনীবাবুও কাল সকালে রওনা হবেন সেখানে!

শুভেশ। অবনীবাবু সেখানে যাবেন কেন?

রমা। কেন, তা তোমরাই জানো! তোমরা পুরুষ মানুষ তোমাদের চাইতে কি আমরা বেশী বুঝবো।

শুভেশ। হুঁ। তাই সে কাল থেকে এক মাসের জন্য ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছে।

রমা। দেশে যাচ্ছে না ছাই, সে যাচ্ছে শতাব্দীর কাছে।

শুভেশ। বুঝতে পারছি।

[ঘরময় ধীরে ধীরে পায়চারী করিতে লাগিল, হঠাৎ একসময় থামিয়া প্রশ্ন করিল]

শুভেশ। কিন্তু এই সব গোপন খবর তুমি কী করে জানলে রমা?

রমা। আমি অবনীবাবুর কাছেই শুনেছি!

শুভেশ। অবনীবাবুর কাছে—তুমি! ও হ্যাঁ, মনে ছিল না। কিন্তু একটা কথা জিগ্যেস করবো?

রমা। করো।

শুভেশ। আমাকে তুমি একথা বলে দিলে কেন?

রমা। কারণ আমি জানি তুমি শতাব্দীকে—ভালবাসো। যে যাকে ভালবাসে—সে তাকে পাবে।

শুভেশ। ঠিক কথা। যে যাকে ভালবাসে, সে তাকে পাবে। এই হচ্ছে নিয়ম। কিন্তু তোমার বেলায় অবনী কেন যে বারে বারে কথাটা ভুলে যায়—তাই ভাবি। আচ্ছা, তোমার এই উপকারটুকু আমি মনে রাখবো রমা, আর যদি এর বদলে তুমি নগদ টাকাকড়ি কিছু না চাও, তাহলে আমি খুসি হ'য়ে তোমার কিছু উপকার ও করবো।

রমা। আচ্ছা। আমি তবে আজ যাই?

শুভেশ। আর একটু বোসো। তোমারই সামনে আমি অবনীর চাকরীটা বাতিল ক'রে দিই,—তবে তো?

রমা। কিন্তু আমার সামনে—

শুভেশ। হ্যাঁ, তার এই আর্থিক ক্ষতির সাক্ষী থাকবে শুধু তুমি। তোমায় আর একটা কথা চুপি চুপি বলে রাখি, ক্ষমা আমি তাকে করবোই। শুধু তুমি আমার ক্ষমাব খবর তাব কাছে ব'য়ে নিয়ে যাবে। বুঝলে? তোমার কাছ থেকে এই উপকারটুকু পেলে ভবিষ্যতে তোমাকে আব ও কোন কষ্ট দেবে না।

রমা। বুঝেছি।

[শুভেশ আর এক পেগ খাইয়া দরজার কাছে গিয়া ডাকিল]

শুভেশ। অবনী বাবু! অবনী বাবু!! অবনী বাবু!!! রামসিং! ...আশ্চয্য! চাকরগুলোর পর্য্যন্ত চক্ষুলজ্জা নেই! মনিব যখন চোখ খুলে থাকবে, ওরা তখন থাকবে চোখ বুঁজে, আর ওরা চোখ খুললে মনিব চোখ বুঁজবে। এই রকম understanding এ সম্পত্তি রক্ষা করা যায় না। রামসিং!

[চোখ মুছিতে মুছিতে রামসিংয়ের প্রবেশ]

রামসিং। হুজোর!

শুভেশ। ম্যানেজার সাহেবকো সেলাম দো। জল্‌দি।

রামসিং। বহোতাচ্ছা হুজৌর!

[রামসিং চলিয়া গেল]

শুভেশ। তাইতো অবনী আর শতাব্দীর পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে, অথচ—কবে সে আমায় ফোন করেছিল বললে?

রমা। পরশু রাত্রে। তুমি বাড়ীতে ছিলে না—

শুভেশ। আমি বাড়ীতেই ছিলাম। যাক্ সে কথা। তার জন্য অবনীকে আমি এতটুকু তিরস্কার করবো না। অবনী আর শতাব্দী পরস্পরকে ভালবাসে—এমন অঘটন সত্যই যদি ঘটে থাকে, তবে আমি তাকে উৎসাহই দেবো। আর এক মাসের জায়গায় ছ মাস ছুটি দেবো।

[রামসিং প্রবেশ করিল]

শুভেশ। ক্যা খবর?

রামসিং। মান্‌জার সাব্ দশ পঁদ্‌রো মিনিট হুয়ে বাহার গ্যয়ে হেঁ!

শুভেশ। বাহার গিয়া? ঠিক হ্যায়! (রামসিংয়ের প্রস্থান) বুঝলে রমা? অবনীকে যতটা বোকা তুমি ভাবো, সত্যিই সে ততটা বোকা নয়। তোমার আমার—দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে এ বাড়ী থেকে পালিয়েছে। অতএব তার ওপর প্রতিশোধ তুমি যতখানি নিলে, আমিও ঠিক ততখানিই নিলাম। বুঝলে?

[রমা কাঁদিতেছিল]

রমা। তবে তুমি কি বলতে চাও, যে সে ওয়ালটেয়ার যাক্!

শুভেশ। মন্দ কি! যাক্!

রমা। তুমি এর জন্য ওকে কিছু বলবে না?

শুভেশ। না।

রমা। তবে তোমাকে বলে আমার কী লাভ হ'ল?

শুভেশ। কিছুই না। বরং লোকসান হ'ল এই যে, যাবার আগে অবনী হয়ত তোমাকে একটু বিদায় সম্ভাষণ করে যেতো, মাঝে থেকে সেটাও খোয়া গেল।

[দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ চাপ। শুভেশ মদ খাইতে লাগিল]

রমা। কিন্তু এতে তোমারই বা কী লাভ হবে শুনি?

শুভেশ। একটুও না। আমার হ'ল লোকসানের ব্যবসা। যেদিন থেকে আরম্ভ করেছি—সেদিন থেকেই লোকসান দিচ্ছি। আমার পাওনাদার এত বেশী যে, তাদের ভীড়ে আমার পাওনাও তলিয়ে গেছে। এই ধরনা কেন—তুমিও আমার একজন পাওনাদার। কবে তোমার কাছ থেকে একটুখানি প্রেমের প্রত্যাশা করেছিলাম—আজও তার

স্থদ গুনছি। ···শতাব্দীও এমনি আমার একজন পাওনাদার ছাড়া আর কিছুই নয়।

রমা। নয়?

শুভেশ। না। তোমাদের যার কাছ থেকে যতটুকু নিয়েছি—তার পুরো দাম আমি চুকিয়ে দিয়েছি। কারুর প্রতিই অবিচার করিনি, কিন্তু পেয়েছি অবিচার। প্রাণপণে চেষ্টা করেছি তোমাদের উপকার করতে, কিন্তু ভুল বুঝে তোমরা সেই উপকারকে অপকার ক'রে তুলেছো। যত মেয়ে আমার কাছে এসেছে, তাদের কেউ বলতে পারবে না, আমি তাদের অবহেলা করে অনিষ্ট করেছি—আমি কোনদিন—

[এই কথা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের উপর ভাসিয়া উঠিল, নমিতার ছবি। সর্ব্বাঙ্গ তার কালো কাপড়ে আবৃত, শুধু মুখ ও হাত দুটি খোলা, সেই হাতের বন্ধনে রহিয়াছে একটি সদ্যোজাত শিশু। নমিতার মাথায় চোট লাগিয়াছে, সেখান হইতে একটি রক্তের ধারা, তাহার ম্লানহাসি-মাখা মুখখানির উপর দিয়া, কালো কাপড় বাহিয়া নবজাত শিশুর মাথায় পড়িতেছে। ভয়ে শুভেশের চোখ বড় হইয়া উঠিল, সে স্থির দৃষ্টিতে সেই ছবির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর চাহিয়া থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল]

শুভেশ। উঃ!

রমা। কী হ'ল? হঠাৎ অমন ক'রে উঠলে যে! কষ্ট হচ্ছে?

[শুভেশকে ধরিল]

[শুভেশ হাত নাড়িয়া জানাইল কষ্ট হইতেছে না। সে দেওয়ালেব দিকে অঙ্গুলী তুলিযা দেখাইল। রমা সেইদিকে চাহিয়া কিছু দেখিতে পাইল না। সে অবাক চোখে আবার শুভেশের দিকে চাহিল]

বমা। কী ?

শুভেশ। দেখতে পাচ্ছো না ?

বমা। না।

শুভেশ। নমিতা।

রমা। নমিতা।

শুভেশ। হ্যাঁ, আজ বোধ হয ও এই কথাই বলতে এসেছে যে সব মেয়েব প্রতি আমি সুবিচাব কবিনি। কিন্তু ঈশ্বব জানেন —আমি ওকে পাঁচশো টাকা দিতে চেযেছিলাম, ওব মন তাতে সায দেযনি। ও চেযেছিল আমাব সুনাম দিয়ে নিজেকে বক্ষা কবতে। কিন্তু আমি তা পাবিনি।

বমা। কোথায নমিতা ? মদেব খেযালে তুমি সব আজগুবি স্বপ্ন দেখছো! তুমি বসবে এস, আমি তোমাব চোখে মুখে জল দিযে দিচ্ছি।

[শুভেশকে ধরিয়া চেয়ারেব দিকে লইয়া চলিল। শুভেশ ভয়ে ভযে আব একবাব দেয়ালের দিবে চাহিয়া দেখিল—তখনও সেই ছবি জ্বল জ্বল করিতেছে। চেয়ারে বসাইয়া রমা শুভেশের মুখে ও ঘাড়ে জল দিল। শুভেশ কহিল]

শুভেশ। কী বলছিলে বুলু ?

রমা। আমি বুলু নই, আমি রমা।

শুভেশ। এঁ্যা! (রমার দিকে চাহিল) হঁ্যা-হঁ্যা—তুমি রমা—তুমি রমা।......কী যে যন্ত্রণা হয়েছে—আমার এই বুলুকে নিয়ে—সে কাকুকে বলবার নয়। আমার বাবা একজন ভাল জ্যোতিষী ছিলেন, তিনি আমার কুষ্ঠি তৈরী ক'রে মাকে বলেছিলেন—"এ ছেলে কোনদিন কোন মেয়েকে ভালবাসবে না, যেদিন সত্যিই ভালবাসবে সেদিন ও মরবে। আজ বুঝছি মরণের দিনও এগিয়ে এসেছে।

রমা কোন উত্তর না দিয়া জল দিতে লাগিল]

[শুভেশ আপন মনেই হাসিয়া উঠিল]

শুভেশ। রাবে জীবন! পেছনে হাসছে প্রেতাত্মা,...পাশে বসে সেবা করছে প্রাচীন দিনের প্রেয়সী ..ভাল যাকে বাসলাম—সে আমাকে ভালবাসলে না, চাকর হ'ল প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী, সংসারে আপন বলতে কেউ কোথাও নেই। তাই একলা ঘরে বসে মদ খাচ্ছি, · ···হঁ্যা, কি বলছিলে রমা?

রমা। বলছিলাম তুমি নেশার ঘোরে ভুল বক্‌ছো। চল শোবে চল। আমি বসে বসে তোমার মাথার হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

শুভেশ। কেন? তুমি বাড়ী যাবে না?

রমা। না।

শুভেশ। কেন?

রমা। তোমাকে এই অবস্থায় রেখে আমি চলে যেতে পারিনা।

শুভেশ। তাই সারারাত বসে বসে আমার মাথায় হাত বুলোবে? মাথায় হাত তো অনেক বুলিয়েছো রমা? এখনও কি সাধ মেটেনি। আমি ঠিক জানি আজ আমার সেবা ক’রে গিয়ে কাল সকালেই তুমি একটি বিল পাঠাবে।

রমা। কেন তুমি যা তা বলছো?

শুভেশ। যা তা বলছি! এই হয়। তোমরা কোন দিন কোন কিছু না নিয়ে কারুকে এক কপর্দ্দকও দাও না। তোমাদের আমি চিনেছি। ছলনাময়ীর দল। পয়সা দিলে তোমাদের সব কেনা যায়, যায় না শুধু তোমাদের অন্তর কেনা। আমি এই মরীচিকা কিনতে সর্ব্বস্বান্ত হ’যে গেলাম। আমরা যখন বলি ভালবাসি—তোমরা তখন মনে মনে হাসো। আজ পেছনে দাঁড়িয়ে যিনি আমায় ভয় দেখাতে এসেছেন, তিনিও—

[পিছনে চাহিয়া কিছু দেখিতে পাইল না]

আঃ! আপদ বিদায় হয়েছে।

[শুভেশ টেবিলে মাথা রাখিল। কিছু পরে উঠিয়া রমা শুভেশকে মৃদু ধাক্কা দিয়া ডাকিল]

রমা। শুভদা!

শুভেশ। কে? ও রমা! আমাকে শুভদা বলে ডাকতে কে তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে?

রমা। কেউ শিখিয়ে দেয়নি। তুমি শোবে চল।

শুভেশ। না আমি যাবো না। বল কে শিখিয়ে দিয়েছে?

রমা। আমার মন।

শুভেশ। তোমার মন, না অবনীবাবু ?

রমা। অবনীবাবু! তিনি কেন শিখিয়ে দেবেন ?

শুভেশ। আমার মন গলাবার জন্যে! ওই ডাকে আমায় সমস্ত অন্তর সাড়া দিয়ে ওঠে—সে কথা অবনী জানে। তাই তোমাকে দিয়ে সে বুলুব পার্ট অভিনয় করাতে চায় না ?

[রমার চোখেব জল শুকাইয়া গিয়াছিল। সে দৃপ্ত কণ্ঠে কহিল]

রমা। না অবনীবাবু অত বোকা নন। বমার পার্ট অভিনয় করে যে টাকা আমি তোমার কাছ থেকে নিয়েছি,—বুলুর পার্টে তার চাইতে বেশী কিছু পাওয়া যেত না।

শুভেশ। যেত না ?

রমা। না। নিজেকে তুমি যতটা বুদ্ধিমান ভাবো, তত বুদ্ধিমান তুমি নও। একটু আগে তুমি বলছিলে না—তোমার ব্যবসা লোকসানের! সত্যিই তাই, তোমার লোকসানেরই ব্যবসা। আজ অবধি কত চেষ্টাইতো করলে, কিন্তু বল দেখি জয়ী হয়েছ কোথাও ?

শুভেশ। ও! তুমি আমায় ধবা দাওনি—ঘুরিয়ে এই কথাটাই বোধ হয় বলতে চাইছো ?

রমা। না, যারা ধবা দিয়েছে তাদের কথাই বলতে চাইছি। তুমি কি জান, যাদের জন্যে তুমি অত টাকা জলের মত খবচ করেছো—তাদের কারুরই এক পয়সা দাম নেই—তারা কেউ ভদ্র মেয়ে নয়—জান একথা ?

শুভেশ। লেক্‌চারটা ভালই হচ্ছে বলতে হবে। বোধ হয় প্রমাণ

করতে চাইছো—যে তুমিই একমাত্র ভদ্রমেয়ে। কিন্তু এতই যদি তোমার মর্য্যাদা বোধ, তবে তুমিই বা কোন লজ্জায় আমার কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নিয়েছ শুনি ?

রমা। তার কারণ তুমি বোকা। বোকাকে exploit করলে কোন পাপ হয় না! একটা saying আছে জান—? 'যেন তেন প্রকারেণ বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ম্'।

শুভেশ। 'যেন তেন প্রকারেণ বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ম'। বেশ, আমি যদি বর্ব্বরই হই—তুমি কি রমা? তুমি সাধু সাজবার চেষ্টা করতে পার, কিন্তু আমি জানি কার কাছে এই ঝড় জল মাথায় করে ছুটে এসেছ—আর সেই অবনীর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক—সেটা আমি বেশ ভাল করেই জানি।

রমা। না তুমি কিছু জান না। তোমার সবচেয়ে draw back কি জানো শুভদা—তুমি ভাবো তুমি সব জানো—অথচ জানো না কিছুই।

শুভেশ। তুমি কি বলতে চাও আমাকে যেমন খেলিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছ—অবনীকেও তাই করেছ! তার বেশী তাকে কোন অধিকার দাওনি।

রমা। দিয়েছি। আমার দেহ মন প্রাণ সব তাকে উজাড় করে দিয়েছি। কিন্তু কেন দিয়েছি জান? তিনি আমার স্বামী।

শুভেশ। স্বামী!

রমা। হ্যাঁ স্বামী।

শুভেশ। অবনী তোমার স্বামী! না এ তোমার মিথ্যকথা—এ তোমার প্রবঞ্চনা—এ আমি বিশ্বাস কোরব না। চ'লে যাও,—বেরিয়ে যাও—আমার বাড়ী থেকে! Get out—get out!

বনা। হ্যাঁ আমি চলেই যাচ্ছি। তবে যাবার আগে তোমার একটু উপকার করে যাবো। অনেক অর্থ তোমার কাছ থেকে পেয়েছি—আজ তার সামান্য একটু প্রতিদান না দিলে—শোন, একটু সাবধানে থেকো—নমিতা মরেনি! (শুভেশ চমকাইয়া উঠিল) হাঁ, নমিতা মরেনি! সে পাগল হ'য়ে তোমারই বাড়ীর আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তোমাকে হাতে পেলে তোমার আর রক্ষে নেই—আচ্ছা চল্‌লাম। Ta—Ta—

(প্রস্থান)

[শুভেশ টেবিলের কাছে আসিয়া মদ্যপান করিয়া টলিতে টলিতে টলিতে ভিতরের দিকে যাইতে গিয়া আয়নায় নিজেকে দেখিতে পাইল। একটু থামিল, তারপর বলিল]

শুভেশ। চলো শুভেশ! শুয়ে পড়বে। আর রাত্রি জেগোনা, তাহ'লে কাল সকালে উঠে আর বুলুকে খোঁজবার বল পাবে না। চলো।

নেপথ্যে। শুভদা! শুভদা! শুভদা!

[পিছনের দরজায় করাঘাতের শব্দ হইতেছে—কে যেন ডাকিতেছে শুভদা! শুভদা! শুভদা! অশ্রান্ত ঝড় জলের

গর্জ্জনের মধ্যে সে ডাক ভাসিয়া আসিতেছে। শুভেশ স্থির হইয়া কাণ পাতিয়া কিছুক্ষণ সে ডাক শুনিল, তারপর আস্তে আস্তে পিছনের দরজা খুলিয়া দিল। ঝড় জলের ঝাপটার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল শতাব্দী। বৃষ্টিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে।

শুভেশ। শতাব্দী!

শতাব্দী। শতাব্দী নই—আমি বুলু!

[উভয়ে মঞ্চের মধ্যভাগে আগাইয়া আসিল]

শুভেশ। বুলু! তুমি—

শতাব্দী। হ্যাঁ, আমি। কিন্তু আমাকে দেখে তুমি অমন করছো কেন?

শুভেশ। আমি শুনেছিলাম—তুমি—

শতাব্দী। ওয়ালটেয়ার গেছি? না শুভদা, বিশ্বাস করো, তোমাকে না জানিয়ে আমি নরকেও যাব না।

শুভেশ। তবে?

শতাব্দী। তবে আর কী। আমাকে রক্ষা করবার জন্যে তোমাদের অবনীবাবু এতখানি ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন যে, আমাকে বাধ্য হ'য়ে ওয়ালটেয়ারের নাম করতে হ'ল!

শুভেশ। তারপর?

শতাব্দী। তারপর অবনীবাবুর সঙ্গে ষ্টেশন অবধি যেতেও হ'ল! সেখানে গিয়ে ঠিক হ'ল, রাত্রের মত হাওড়ায় এক বান্ধবীর বাড়ীতে থেকে—পরদিন আমি ওয়লেটেয়ার যাবো, আর

অবনীবাবু তোমার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে তার পরের দিন সেখানে যাবেন।

শুভেশ। হ্যাঁ, সে ছুটি নিয়েছে।

শতাব্দী। ছুটি না নিয়ে তাঁর উপায় নেই। আর কাল সকালে ওয়ালটেয়ারও তাঁকে যেতেই হবে।

[শুভেশের টেবিলে চোখ পড়িল]

শতাব্দী। আজ বুঝি সারারাত ধরে এই চলছে?

শুভেশ। কী?...ও! মদ? হ্যাঁ, মদ খাচ্ছি।

শতাব্দী। কেন?

শুভেশ। মদ ছাড়া আর কী খাবো?

শতাব্দী। খাবার মত আর কিছু নেই?

শুভেশ। নাঃ। মদে দুটো ভাল কাজ করে। এক হচ্ছে ভুলিয়ে রাখে, দুই—আয়ু কমিয়ে দেয়।

শতাব্দী। তাড়াতাড়ি মরা দরকার বুঝি?

শুভেশ। হ্যাঁ।

[শুভেশ টেবিলের নিকটে চেয়ারে গিয়া বসিল। তারপর গেলাসে মদ ঢালিয়া কহিল]

শুভেশ। তুমি বসবে না?

শতাব্দী। না। আমি এখনি যাবো।

শুভেশ। ও! এখনি যেতে হবে? ঝড়জল থামবার অপেক্ষাও করা চলবে না?

শতাব্দী। না। ঝড়জলের মধ্যে এসেছি, ঝড়-জলের ভেতর দিয়েই

যাবো। যাবার আগে শুধু তোমায় একবারটি দেখতে এলাম।

শুভেশ। কোথায় যাবে?

শতাব্দী। জানিনে। সমস্ত পৃথিবীতে আমি একবার খুঁজে দেখবো, আমাব নিজের জায়গা কোথাও আছে কিনা!

শুভেশ। এখানে তোমার নিজের জায়গা নেই?

শতাব্দী। না।

শুভেশ। আমি যদি বলি আমারই বাড়ীতে তোমার নিজের জায়গা আছে!

শতাব্দী। সমাজ বলবে—জাযগা নেই।

শুভেশ। বাড়ী আমার, না সমাজের?

শতাব্দী। বাড়ী তোমার, কিন্তু তুমি সমাজের। ওকথা নিযে তর্ক ক'বে লাভ নেই শুভদা। মুখে যতই বলনা কেন তুমি সমাজকে গ্রাহ্য করনা, তোমার সঙ্গে তাব কোন সম্বন্ধ নেই, সমাজের তাতে কিছুই যায় আসেনা। সে এর প্রতিশোধ নেবে তোমাব ছেলের উপব দিয়ে।

শুভেশ। কিন্তু সেই ভয়ে তুমি নিজের আশ্রয ছেড়ে ছুটে ছুটে বেড়াবে বুলু! আমি বলছি তুমি আমার এখানে থাকো, যেমন বন্ধু থাকে বন্ধুর কাছে।

শতাব্দী। এদেশের নাম বাংলা দেশ, এ কথা ভুলে যাচ্ছো কেন শুভদা? এখানে পুরুষ বন্ধু পুরুষ বন্ধুর আশ্রযে থাকুক কেউ কিছু বলবেনা। কিন্তু পুরুষ বন্ধুব মেয়ে বন্ধু?

তাও আবার ব্রাহ্মণ কায়স্থ? তুষানল প্রায়শ্চিত্তেও এ পাপ যাবেনা।

শুভেশ। বেশ, পাপী হ'য়েই আমরা বেঁচে থাকবো।

শতাব্দী। কিন্তু নিন্দার কাঁটায় সে বেঁচে থাকা অসহ্য হ'য়ে উঠবে।

শুভেশ। আমার টাকা আছে। আমি টাকা দিয়ে সেই কাঁটা তোলাবো।

শতাব্দী। আবার তুমি ভুল করছো। এদেশে কাঁটা যারা তোলে, কাঁটা বিছায় তারাই। গোপনে খোঁজ নিয়ে দেখো পণপ্রথা নিবারণীর প্রধান পাণ্ডা যাঁরা, নিজের ছেলের বিয়েতে সব চাইতে বেশী টাকা নেন তারাই।

শুভেশ। তবে তুমি কী করতে চাও—বলো?

শতাব্দী। আমি চলে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি তা' তোমায় বলতে পারবোনা। যদি সত্যি কোথাও আশ্রয় পাই জানাবো। আমার এই বয়সে আমি অনেক দেখলাম শুভদা! বাংলাদেশে—ভারতবর্ষে, নারী তার যথার্থ সম্মান আজও পায়নি। নারী যত বড় বিদূষীই হোকনা কেন, যত বড় জ্ঞানী, যত বড় গুণীই হোকনা কেন, এদেশের পুরুষ মানুষ তাকে আজও সম্মান করতে শেখেনি। তারা নারীকে শয্যাসঙ্গিনী ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারেনা। ভাবতে হলে তারা নিজেদের অপমানিত বোধ করে। আমি অনেক দেখলাম শুভদা, অনেক শিখলাম। যে দয়া তুমি আমাকে করেছো, আমি তা কখনো ভুলবোনা, সে দিন তোমাকে লম্পট বলে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আমি

মহাপাপ করেছি, চললাম তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে—আমাকে বিদায় দাও। (পায়ের ধূলা লইল)

শুভেশ। ফল্গুর বালী দেখেই ফিরে গেলে বুলু, কিন্তু একবার খুঁজেও দেখলেনা, তোমার জন্য কী শীতল পানীয় তার বুকের মধ্যে লুকোনো ছিল! আমি যে তোমারই পথ চেয়ে বসে আছি! তুমি আমার ঘরে এসো—আমার স্ত্রী হ'য়ে—আমার ধর্ম্মকর্ম্মের সঙ্গিনী হ'যে। বুলু!

বুলু। তা হয় না শুভদা—তা হয় না।

শুভেশ। কেন হয় না বুলু কেন হয় না?

শতাব্দী কেন হয না সে কথাতো আমি বলেছি শুভদা। প্রথম কারণ আমি বিবাহিতা, স্বামী যত অত্যাচারই করুন তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করবার মত বল আমার বুক নেই। দ্বিতীয় কারণ আমাদের ভিন্ন জাত। তৃতীয় কারণ—বাংলা-দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার যে ধারণা আমি তার পরিবর্ত্তন করতে চাই। মনে আছে, তুমি একদিন বলে-ছিলে এমন একটী মেয়েও যদি থাকে যে তোমার প্রলো-ভনকে উপেক্ষা করতে পারে তাহ'লে তুমি খুসী হবে! আমি বলেছিলাম, এই থাকার প্রমাণ আমি দেব। আজ আমার সেই প্রমাণ দেবার দিন।

শুভেশ। বুলু!

শতাব্দী। আজ যদি আমি তোমায় বিয়ে করি—তোমার বাড়ী গাড়ী আর ঐশ্বর্য্যের ভাগ নিই, তবে দুদিনেই তোমার মন আমার ওপর বিরূপ হ'য়ে উঠবে। আর পাঁচটা মেয়ের

মত আমাকেও তোমার উপেক্ষা মাথায় নিয়ে তখন ঘুরে বেড়াতে হবে।

শুভেশ। তোমায় আমি উপেক্ষা কোরব! কি বলছ বুলু?

শতাব্দী। একটুও মিথ্যে বলছি না শুভদা—বহু মেয়ের সঙ্গ তোমার প্রিয়, একটি মাত্র মেয়েকে অবলম্বন করে জীবন কাটাতে তুমিতো পারবে না। সে তোমার অভ্যেস নেই। তাই বাংলার মেয়ের সুনাম বাঁচাতে, তোমার আমার ভাল-বাসাকে অক্ষুন্ন রাখতে আমি চলে যাচ্ছি। আশীর্ব্বাদ করো এজন্মে তোমায় পাবার জন্য যে তপস্যা করে গেলাম —তারই পুণ্যফলে যেন পরজন্মে তোমার স্ত্রী হ'য়ে ফিরে আসতে পারি।

শুভেশ। বুলু!

শতাব্দী। অমন ক'রে আমায় ডেকোনা শুভদা! তোমার পায়ে পড়ি অমন ক'রে আমায় ডেকোনা। আমি তোমার স্ত্রী হবো—এর চেয়ে বড় ভাগ্য আমার নেই। ছেলে বেলায় খেলতে খেলতে, ফুল তুলতে তুলতে, শিব গড়তে গড়তে এই স্বপ্নই তো আমি দেখেছি! বড় হ'য়ে শুনলাম—আমি ব্রাহ্মণ—তুমি কায়স্থ। দুটো অন্তর গেল মিশে এক হ'য়ে—মানুষের তৈরী সমাজ দিলে তাকে তফাৎ ক'রে। জয় হোক সেই সমাজের। তোমার স্ত্রী হয়ত আজ সেই সমাজকে উপেক্ষা করতে পারবে, কিন্তু তোমার সন্তান?

শুভেশ। আমার সন্তান। বুলু!

শতাব্দী। হ্যাঁ, তোমার সন্তান। এ জন্মে যে আমার কাছে এলোনা, সে আসবে পরজন্মে। তার ভবিষ্যতকে নষ্ট করবোনা

শুভদা ! আমায় বিদায় দাও। দুঃখ কোরোনা শুভদা, অনুরাগ প্রেম যদি সত্য হয়, পরজন্ম যদি সত্য হয় তবে যে কোন কালে, যে কোন যুগে আমরা মিলবোই মিলবো। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা ক'রে থেকো শুভদা !

শুভেশ। বুলু ! আজ আমি বুঝতে পারছি যে তুমিও বামুনের মেয়ে। সংস্কারের বাঁধন যতই তুমি ভেঙ্গে ফেল না কেন, রক্তের ডাক তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে সংস্কারের পথে। চরম উত্তর দেবার দিন এলে তোমরা পেছিয়ে যাবেই যাবে। তাই হোক বুলু তাই হোক— আমি অপেক্ষাই করবো। কিন্তু একি সবই মিথ্যে ! এই প্রেম, ভালবাসা, অনুরাগ, বন্ধুত্ব, একি কিছুই সত্যি নয় ? মানুষের তৈরী জাত কি আজ মানুষকেও ছাড়িয়ে গেল। রক্তের ডাক—না বুলু ?

শতাব্দী হয়ত তাই। আমায় তুমি ক্ষমা করো শুভদা !

শুভেশ। ক্ষমা ! (মদের গ্লাসে সবটুকু মদ ঢালিয়া তুলিল) বন্ধু, বুলুও মিথ্যে। সত্য হচ্ছো শুধু তুমি ! My darling My darling.

[গ্লাসে চুম্বন করিয়া সবটুকু খাইল
(তখন শতাব্দী তাহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। শুভেশ ডাকিল)]

শুভেশ। বুলু ! আর একটা কথা—

শতাব্দী। না শুভদা !

(দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতে লাগিল)

শুভেশ। বুলু !

শতাব্দী। না।

শুভেশ। বুলু।

শতাব্দী। না—না—না—

[ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল। শুভেশ চীৎকার করিতে করিতে দরজার দিকে ছুটিয়া যাইতেই দেখিল সেখানে নমিতা। তাহার চোখমুখ বসিয়া গিয়াছে। চুলগুলি অবিন্যস্ত, সে রূপ নাই]

শুভেশ। কে—কে—কে তুমি?

নমিতা। চিনতে পাচ্ছো না? তা বটে, এখনতো আর রূপের সে জৌলুষ নেই, এখন চেনা একটু শক্ত বৈকি! তবু লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে নামটাই বলি। আমি নমিতা—

শুভেশ। নমিতা! কি চাও তুমি—কি চাও?

নমিতা। কিছু না! আজ আর আমার চাইবার কিছু নেই। উদ্বেগ নেই—আপদ বিপদও নেই। বাপ-মা চিনতে পারেনি তাই পথে পথে ঘুরছি। সেদিন বড্ড বিপদে পড়েছিলাম তাই কাঁদতে কাঁদতে তোমার কাছে এসে ছিলাম। আচ্ছা—বিষটুকু খেলে না কেন বলত?

শুভেশ। চলে যাও এঘর থেকে, এসব পাগলের প্রলাপ শোনবার সময় আমার নেই, চলে যাও।

নমিতা। কোথায় যাব? সন্তান বেঁধে দিয়ে গেছে রক্তের সম্বন্ধ, সেই রক্তের ডাকে আমি আবার ফিরে এসেছি তোমার কাছে, এখন আর কোথায় যাব?

শুভেশ। চুলোয় যাও।

নমিতা। তুমিইতো আমার সেই চুলো, তোমারি আগুনে আমি দেহ পুড়িয়েছি, মন পুড়িয়েছি, তোমারই চুলোর কালি আজ আমার মুখে চোখে—আমার সর্ব্বাঙ্গে। আর কোন্ চুলোয় যাব ?

শুভেশ। যাবেত যাও, নইলে এখুনি আমি দরোয়ান ডাকবো।

নমিতা। নিজের গায়ের জোর বুঝি ফুরিয়ে গেছে। বেশ আছ তুমি। মেয়েদের ভোলাও যত সহজে—ভোলও তত সহজে। বললে—বিয়ে কোরব। ভুলে গেলাম মিষ্টি কথায়, দিলাম আমার সর্ব্বস্ব, প্রতিদানে উপহার দিলে কলঙ্ক—গ্লানি আর ভিক্ষাবৃত্তি। তোমাকে খুন করলেও আমার মনের জ্বালা যাবে না। কিন্তু খুনই বা করবো কি দিয়ে বলো ? ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দ্দার। (হাসিয়া) আচ্ছা সত্যি বলনা। আর কি আমায় আগের মত ভালবাসতে পাববে না ? সেই রকম গাড়ীতে বেড়ান, সেই রকম জ্যোৎস্না রাত্রে আমার পায়ের তলায় বসে আমাব মুখেব দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে পাব না ?

শুভেশ। না—না—না—ভিক্ষে চাইতে এসেছ,—কিছু টাকা দিচ্ছি, ভিক্ষে নিয়ে যাও। কে তুমি ? আমি তোমায় চিনি না।

নমিতা। কিন্তু আমি যে তোমায় চিনি ! পথে পথে ঘুরবো আর সবাইকে ডেকে বলবো তোমার কীর্ত্তি কাহিনী। সাধু পুরুষ ! আমি মরিনি কি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইব বলে ? আমি মরিনি তোমায় বাঁচতে দেব না বলে !

তিলে তিলে তোমার জীবন আমি দুর্ব্বহ করে তুলবো। যে আত্মহত্যার ইচ্ছে তুমি আমার মনে জাগিয়ে তুলেছিলে,—সেই আত্মহত্যার ইচ্ছে তোমায় ফিরিয়ে দিয়ে যাব বলে আমি মরিনি।

শুভেশ। বুঝেছি কিছু টাকার দরকার। একটা Blank chaque লিখে দিচ্ছি—টাকার অঙ্ক তুমি বসিয়ে নিও।

[শুভেশ চেক লইয়া লিখিতে লাগিল]

নমিতা। —Heartless brute !

শুভেশ। নমিতা—

[নমিতা ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত শুভেশের গলা পিছন দিক হইতে চাপিয়া ধরিল। শুভেশ চিৎকার করিয়া পিছন দিকে হাত লইয়া নমিতার গলায় হাত দিয়া চাপ দিতে লাগিল। ক্রমশঃ নমিতার হাত শিথিল হইয়া আসিল নমিতা পড়িয়া গেল। চেক লেখা শেষ করিয়া শুভেশ উঠিয়া দাড়াইল। তারপর নমিতার কাছে গিয়া বলিল]

শুভেশ। Here is your chaque

[কোন সাড়া না পাইয়া তাহার নাকের কাছে হাত লইয়া দেখিল নিঃশ্বাস পড়িতেছে না, শুভেশ চুপি চুপি ডাকিল]

শুভেশ। নমিতা ! নমিতা !

[একটু পরে অস্ফুট গলায়]

murderer! I am the murderer! আমি খুনী!

[দৌড়াইয়া জানলার কাছে গিয়া এদিক ওদিক চাহিল]

না কেউ নেই—পালিয়ে যাব ?

[হঠাৎ কি ভাবিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল]

মন্দ নয়, বুলু বলে রক্তের ডাক—নমিতাও বলে রক্তের ডাক, কিন্তু আমি বলি রক্তের ডাক নয়—সংস্কারের ডাক! যাক্ এযাত্রার মত শ্রীযুক্ত বাবু শুভেশ চৌধুরীর কার্য্য শেষ। কোষ্ঠির ফল যেটুকু বাকী আছে, সেটুকু আমি নিজের হাতেই শেষ করে যাই। তারপর—বুলু বলে গেছে পরজন্মে দেখা হবে—দেখা যাক সে পরজন্ম কতদূরে—

[শুভেশ একটি কাগজের উপর কিছুক্ষণ কি লিখিল তারপর বলিল]

আমার সম্পত্তি আমি সহরের সমস্ত মেটারনিটি হোমকে দিয়ে গেলাম।

[একটি সিগারেট ধরাইয়া ড্রয়ার হইতে রিভলভার বাহির করিয়া সিগারেটে টানদিয়া চিবুকের নীচে নল লাগাইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে fire করিল, তাহার মাথা টেবিলে লুটাইয়া পড়িল। দেখা গেল তাহার

বাঁহাতে সিগারেট তেমনি ধরাই আছে—এবং তাহা হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। মুখের মধ্যে অবশিষ্ট ধোঁয়া যেটুকু ছিল তাহা বাহির হইয়া গেল। বাহির হইতে ঝড় জলের গর্জ্জনের সহিত করুণ বিলাপের কোথায় যেন একটা সুর ....—ধীরে ধীরে শেষ যবনিকা নামিয়া আসিল।]

———

রক্তের ডাক

প্রথম রজনীর শিল্পীবৃন্দ

পুরুষ

শরৎ	...	শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।
গণেশ	...	" আশু বোস
শুভেশ	...	" দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
মিঃ পিণাকী ঘোষ		" শান্তি ভট্টাচার্য্য
অমিয়	...	" নীতীশ মুখোপাধ্যায়
অবনী	...	" জহর গাঙ্গুলী
বিকাশ	...	" সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়
হরিয়া		" মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
পরাণ মণ্ডল	...	" গোপাল মুখোপাধ্যায়
অনাথ গুহ	...	" জিতেন গাঙ্গুলী
গিরিধারী		" বিপিন বসু
রামসিং	...	" নেপাল বোস
রিক্সাওয়ালা		" সহদেব গাঙ্গুলী
বেয়ারা	...	" বীরেন দাস
চাকর	...	" যতীন দে।

স্ত্রী

বুলু (শতাব্দী)···	শ্রীমতী সরযূবালা
	পরে
	শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা
বিরজা ···	„ গিরিবালা
বিনোদবালা ··	„ পদ্মাবতী
মিসেস মজুমদার	„ হরিমতি
নমিতা ···	„ শেফালিকা (পুতুল)
রমা ···	„ রেণুকা রায়
রেবা ···	„ লীলা দেবী
রূপলেখা ···	„ রূপলেখা ব্যানার্জ্জী
বেলা ··	„ বেলা
প্রতিভা	„ প্রতিভা

—নেপথ্য-বিধানে—

তন্ত্রধার—	শ্রীমণিমোহন চট্টোপাধ্যায়
ঐ সহকারী	,, অধীরকুমাব ঘোষ ,, শান্তি ভট্টাচার্য্য
লিপিকার—	,, কুলদা ভূষণ সেনগুপ্ত
আলোকধারী—	,, খগেন্দ্রনাথ দে
ঐ সহকারী—	,, সুশীলকুমার দে ,, সুধাংশু মিত্র ,, শ্যামসুন্দব কব
বেশকারী—	,, রাখাল পাল ,, সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায ,, কালী চন্দ্র দাস ,, বিভূতি চন্দ্র দাস

———

—যন্ত্রী-সঙ্ঘ—

হারমোনিয়াম	শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়
পিয়ানো—	„ সুধীরচন্দ্র দাস (ভণ্ডুল)
তবলা—	„ পূর্ণচন্দ্র দাস
ক্লারিওনেট—	„ শরদিন্দু ঘোষ
ট্রাম্পেট—	„ বৃন্দাবন দে
চেলো—	„ ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী
বেহালা—	„ কালী সরকার।

—মঞ্চমায়াকর গণ—

শ্রীকেশবচন্দ্র ঘোষ

„ ভুবন দাস

„ ভূষণ সামন্ত

„ বৈদ্যনাথ দাস

„ গৌরীরাম কুন্ডি

„ গোপাল দাস

„ রামচন্দ্র ঘোষ

„ ভানু মাইতি।

এ্যাম্প্লিফায়ার—মধুসূদন আড্ডি।
